আদি-লীলা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ। তরেন্নানামতগ্রাহ-ব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

দ্বিতীয়ে বস্তুনির্দ্দেশরূপ-মঙ্গলাচরণং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব-নিরূপণং বর্ণ্যতে শ্রীচৈতন্যেত্যাদিনা। বালোঽপি অজ্ঞোঽপি পক্ষে শিশুরপি নানামতং সারাসার-প্রাচুর্য্যং তদেব গ্রাহঃ কুম্ভীরস্তেন ব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরং তরেৎ পারং গচ্ছেৎ। অত্রায়মাশয়ঃ, তত্ত্ববিচারে অহমজ্ঞোঽপি শ্রীচৈতন্যানুগ্রহেণ কুতর্কাদীন্ নিরাকৃত্য তস্যৈব শ্রীচৈতন্যদেবস্য সকল-সিদ্ধান্ত-পারগতং পরতত্ত্বত্বং বর্ণয়ামীতি। যদনুগ্রহেণ তত্ত্বং বর্ণ্যতে তস্যৈব মাহাত্ম্যং প্রকাশয়িতুং কৃতমত্র বন্দনং ন তু বিঘ্ন-নাশায়েতি। সর্ব্বত্রৈব তত্তন্মাহাত্ম্য-প্রকাশকং বন্দনমিতি যোজ্যম্। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদে বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণাত্মক তৃতীয়-শ্লোকের (যদদ্বৈতং ইত্যাদি শ্লোকের) তাৎপর্য্যার্থ ব্যক্ত করা হইয়াছে।

শ্লো। ১। **অন্বয়।** বালঃ (বালক, অজ্ঞ) অপি (ও) যদনুগ্রহাৎ (যাঁহার—যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের—অনুগ্রহে) নানামতগ্রাহব্যাপ্তং (নানাবিধ-মতরূপ কুম্ভীর দ্বারা ব্যাপ্ত) সিদ্ধান্তসাগরং (সিদ্ধান্তরূপ সমুদ্র) তরেৎ (উত্তীর্ণ হয়), [তং] (সেই) শ্রীচৈতন্যপ্রভুং (শ্রীচৈতন্য প্রভুকে) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যাঁহার অনুগ্রহে বালকের ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিও নানাবিধ-মতরূপ কুম্ভীর-পূর্ণ সিদ্ধান্তরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে আমি বন্দনা করি। ১।

এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরতত্ত্বত্ব স্থাপন করিয়াছেন। পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত আছে, এই সমস্ত মতের খণ্ডন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরতত্ত্বত্ব স্থাপন করা এক কঠিন ব্যাপার; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা হইলে এই কঠিন ব্যাপারও নিতান্ত সহজ হইয়া পড়ে। তাই, এই সমস্ত মতের জটিলতা স্মরণ করিয়া তাহাদের সমাধানের অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার এই শ্লোকে ভঙ্গীক্রমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন।

নানামত-গ্রাহব্যাপ্তং। নানামত—নানাবিধ মত, পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে। গ্রাহ—কুম্ভীর। নানামতরূপগ্রাহ (কুম্ভীর), তদ্দ্বারা ব্যাপ্ত (পরিপূর্ণ) যে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

সিদ্ধান্তসমুদ্রং—সিদ্ধান্তরূপ সমুদ্র। **সিদ্ধান্ত**—পূর্ব্বপক্ষ-নিরসনপূর্ব্বক সিদ্ধপক্ষ স্থাপন। সমুদ্র যেমন সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, তদ্রূপ কোনও বিষয়ের—বিশেষতঃ পরতত্ত্বের—মীমাংসায়ও সহজে উপনীত হওয়া যায় না; এজন্য সিদ্ধান্তকে সমুদ্রের তুল্য বলা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত-সমুদ্র আবার নানামত-গ্রাহব্যাপ্ত। অত্যন্ত বিস্তীর্ণ বলিয়া সমুদ্র একেইতো দুস্তর; তাহাতে যদি আবার কুম্ভীরাদি হিংস্র জন্তু সর্ব্বত্রই বিচরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে সমুদ্র পার হওয়ার চেষ্টায় পদে পদেই বিপদের আশঙ্কা। তদ্রূপ পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই এক দুরূহ ব্যাপার; তাহাতে আবার পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত প্রচলিত থাকায় ঐ দুরূহতা আরও গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও কোনও নিশ্চিত-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনিভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলি-হংসচক্রমধুপ-শ্রেণীবিহারাস্পদম্।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীচৈতন্যলীলাকথা-গানাদিরুচিং বিনা তস্য তত্ত্বং ন জ্ঞায়ত ইতি তৎ প্রার্থয়তে "কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনেতি।" যৎ কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনং নামাদীনামুচ্চৈর্জল্পনং তেন সহ যা নর্ত্তন-কলা নৃত্য-বৈদগ্ধী সা পাথোজনিঃ পাথো জলং তত্র জনিঃ জন্ম যেষাং পদ্ম-কুমুদাদীনাং তৈ র্ভ্রাজিতা শোভিতা। সন্তঃ প্রোজ্ঝিতমোক্ষ-পর্য্যন্তকৈতবাঃ সাধবঃ তে চ তে ভক্তাশ্চ এতেন কর্ম্মিপ্রভৃতয়ঃ নিরাকৃতাঃ তেষাং যা আবলয়ঃ সমূহাঃ তা এব হংস-চক্র-মধুপশ্রেণঃ কনিষ্ঠ-মধ্যমোত্তমাঃ ভক্তাঃ ইত্যর্থঃ তাসাং বিলাসস্থানম্। লসন্তী প্রকাশমানা যা লীলা সৈব সুধাস্বর্ধুনী অমৃত-মন্দাকিনী। ইতি চক্রবর্ত্তী। ২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা হইলে, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কথা তো দূরে, অজ্ঞ বালকও বিভিন্নমতের নিরসনপূর্ব্বক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে। ইহা অতিরঞ্জিত কথা নহে। পরতত্ত্ব স্বপ্রকাশ বস্তু; তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে তাঁহার তত্ত্ব জানান, একমাত্র তিনিই তাহা জানিতে পারেন; আবার বহু-শাস্ত্র-আলোচনাদ্বারাও তাহা কেহ জানিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পরতত্ত্ব-বস্তু; তিনি কৃপা করিয়া যদি শিশুর চিত্তেও স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তাহা হইলে শিশুও তাহা উপলব্ধি করিতে পারে।

গ্রাহ বা কুম্ভীরের সঙ্গে বিভিন্ন মতের উপমা দেওয়ার সার্থকতা এই যে, কুম্ভীর যেমন সমুদ্র-যাত্রীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, এই সমস্ত বিভিন্ন মতও স্ব-স্ব-যুক্তি আদি দ্বারা পরতত্ত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা-প্রার্থীকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করে।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য বস্তু নির্দ্দেশও করা হইল।

শ্লো। ২। অন্বয়। দয়ানিধে (হে দয়ার সমুদ্র) শ্রীচৈতন্য! (হে শ্রীচৈতন্য)! কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তন-কলা-পাথোজনি-ভ্রাজিতা (শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন, গান এবং নর্ত্তনের বৈদগ্ধীরূপ কমলের দ্বারা পরিশোভিত) সদ্ভক্তাবলি-হংস-চক্র-মধুপশ্রেণী-বিহারাস্পদং (সাধু-ভক্ত-মণ্ডলীরূপ হংস, চক্রবাক ও ভ্রমরসমূহের বিহার-স্থান স্বরূপ) কর্ণানন্দিকলধ্বনিঃ (কর্ণের আনন্দদায়ক মধুর ও অস্ফুট ধ্বনিবিশিষ্ট) তব (তোমার) লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী (সমুজ্জ্বল-লীলারূপ অমৃত-মন্দাকিনী) মে (আমার) জিহ্বামরু-প্রাঙ্গণে (জিহ্বারূপ মরুভূমিতে) বহতু (প্রবাহিত হউক)।

অনুবাদ। হে দয়ার সমুদ্র শ্রীচৈতন্য! যাহা তোমার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের, গানের এবং নর্ত্তনের পারিপাট্যরূপ পদ্মসমূহ দ্বারা সুশোভিত; যাহা সাধুভক্ত-মণ্ডলীরূপ হংস, চক্রবাক ও ভ্রমর-সমূহের বিহার-স্থান এবং যাহার মধুর ও অস্ফুটধ্বনি শ্রবণযুগলের আনন্দদায়ক,—তোমার সেই সমুজ্জ্বল-লীলারূপ অমৃত-মন্দাকিনী আমার জিহ্বারূপ মরুভূমিতে প্রবাহিত হউক। ২।

এই শ্লোকে গ্রন্থকার, শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর চরণে প্রার্থনা করিয়াছেন, যেন প্রভুর লীলাকথা তাঁহার জিহ্বায় স্ফুরিত হয়। এইরূপ প্রার্থনার উদ্দেশ্য কি? এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তত্ত্বই বর্ণন করিয়াছেন, লীলাবর্ণন করেন নাই। যদি লীলা বর্ণন করিতেন, তাহা হইলে বর্ণনারম্ভে লীলা-স্ফুরণের প্রার্থনা সমীচীনই হইত; কিন্তু তাহা যখন করেন নাই, তখন এইরূপ প্রার্থনা করিলেন কেন?

পূর্ব্বশ্লোকের সহিত এই শ্লোকের সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব-বর্ণনের অভিপ্রায়ে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করা হইয়াছে; তাহার অব্যবহিত পরেই, জিহ্বাতে লীলাকথা স্ফুরণের প্রার্থনায় স্পষ্টই বুঝা যায়, তত্ত্ব বর্ণনোপযোগিনী কৃপা লাভ করিতে হইলে শ্রীচৈতন্যের লীলাকীর্ত্তন আবশ্যক; শ্রীচৈতন্যের লীলাকীর্ত্তন করিতে পারিলেই তাঁহার কৃপা লাভ করা যায়—যে কৃপার প্রভাবে তাঁহার তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিত ও উপলব্ধ হইতে পারে। কিন্তু শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি, কোনও জীবই নিজের চেষ্টায় নিজের জিহ্বাদ্বারা কীর্ত্তন করিতে পারে না। যদি কেহ সেবোন্মুখ হইয়া

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নামরূপ-লীলাদি কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নাম-গুণাদি নিজেরাই কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার জিহ্বাদিতে স্ফুরিত হয়। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ ভঃ রঃ সিঃ পূ ২।১০৯॥" লীলাকথাদি কৃপা করিয়া স্বয়ং জিহ্বায় স্ফুরিত না হইলে কেহই কীর্ত্তন করিতে পারে না; তাই গ্রন্থকার প্রার্থনা করিতেছেন —লীলাকথা যেন তাঁহার জিহ্বায় স্ফুরিত হয়।

জীব নিজের চেষ্টায় নিজের জিহ্বার সাহায্যে ভগবল্লীলাদি কীর্ত্তন করিতে পারে না বলিয়াই গ্রন্থকার তাঁহার জিহ্বাকে মরুভূমির তুল্য বলিয়াছেন—**জিহ্বা-মরু-প্রাঙ্গণে**। মরুভূমিতে যেমন কোনও নদী থাকে না, তাঁহার জিহ্বায়ও তেমনি লীলাকথা নাই—জিহ্বা নিজের চেষ্টায় লীলাকথা কীর্ত্তন করিতে পারে না। কোন নদী যদি আপনা-আপনি মরুভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে যেমন শুষ্ক মরুভূমিও জলময় ও সরস হইয়া উঠে, তদ্রূপ লীলাকথা কৃপা করিয়া যদি জিহ্বায় স্ফুরিত হয়, তাহা হইলে—স্বভাবতঃ লীলাকীর্ত্তনের অযোগ্য, (সুতরাং লীলারসের স্পর্শশূন্য) নিরস-জিহ্বাও লীলাকীর্ত্তন করিয়া সরস ও ধন্য হইতে পারে। লৌহের নিজের দাহিকা শক্তি নাই; কিন্তু অগ্নিসংস্পর্শে লৌহ যেমন দাহিকা-শক্তি লাভ করে, তদ্রূপ জীবের জিহ্বায় স্বরূপতঃ লীলাদি-কীর্ত্তনের শক্তি না থাকিলেও লীলাদির কৃপায় জিহ্বা তাহা লাভ করিয়া থাকে।

লীলাকথাটিকে **স্বর্ধুনী** বা স্বর্গীয়-গঙ্গা বা মন্দাকিনীর তুল্য বলা হইয়াছে। এই তুলনায় সার্থকতা এই যে, মন্দাকিনী যেমন পবিত্র, অপবিত্র বস্তুর স্পর্শেও যেমন মন্দাকিনীর পবিত্রতা নষ্ট হয় না, বরং তাহাতে অপবিত্র বস্তুই পবিত্র হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যের লীলাকথাও স্বরূপতঃ পবিত্র, বিষয়-বার্ত্তার স্পর্শ-হেতু অপবিত্র জিহ্বার সংশ্রবেও লীলাকথার পবিত্রতা নষ্ট হয় না, বরং লীলাকথার স্পর্শেই জিহ্বা এবং জিহ্বার অধিকারী জীব পবিত্র হইয়া যায়।

লীলাকথাকে আবার **সুধাস্বর্ধুনী** বা অমৃত-মন্দাকিনী বলা হইয়াছে। মন্দাকিনীতে থাকে জল, তাহা তত আস্বাদ্য নহে; কিন্তু লীলা-কথারূপ মন্দাকিনীতে সাধারণ জল নাই, আছে অমৃত; ইহা অমৃতে পরিপূর্ণ। তাৎপর্য্য এই যে, লীলাকথা পবিত্র তো বটেই, অধিকন্তু অমৃতের ন্যায় সুস্বাদ; কীর্ত্তনে অরুচি জন্মে না, বরং উত্তরোত্তর আগ্রহই বর্দ্ধিত হয়।

লীলা-মন্দাকিনীর একটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—**লসৎ**—সতত-প্রকাশমান, সমুজ্জল। ইহার সার্থকতা এই; মরুভূমির উপর দিয়া যদি কোনও নদী প্রবাহিত হইতে থাকে, তবে তাহা হয়তঃ মরুভূমি দ্বারা শোষিত হইয়া অদৃশ্য বা অপ্রকাশ হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু এই সতত-প্রকাশশীল—সমুজ্জল লীলাপ্রবাহ জিহ্বারূপ মরুভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইলেও কখনও বিশুষ্ক বা অপ্রকাশ হইবে না; কারণ, ইহা সতত প্রকাশমান।

শ্রীচৈতন্যের লীলা-মন্দাকিনীর আরও কয়েকটী লক্ষণ এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। সেই গুলি এই:—

প্রথমতঃ, ইহা **কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন**-গান-নর্ত্তন-কলাপাথোজনি-ভ্রাজিতা। মন্দাকিনীতে যেমন পদ্ম থাকে, লীলারূপ-মন্দাকিনীতেও তদ্রূপ পদ্ম আছে; কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনের বৈদগ্ধী, গানের বৈদগ্ধী এবং নৃত্যের বৈদগ্ধীই লীলা-মন্দাকিনীর পদ্মতুল্য। **কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন**—শ্রীকৃষ্ণ-নামের উচ্চ উচ্চারণ। **গান**—শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-বিষয়ক গান। **নর্ত্তন**—গানকালে নৃত্য। **কলা**—কৌশল, বৈদগ্ধী। **পাথোজনি**—পাথো অর্থ জল, জলে জন্ম যাহার তাহাকে বলে পাথোজনি; পদ্ম। **ভ্রাজিতা**—শোভিতা। নানাবিধ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে যেমন মন্দাকিনীর শোভা বৃদ্ধি পায়; তদ্রূপ, প্রভু-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-নামাদির উচ্চ উচ্চারণ, প্রভুকর্ত্তৃক গীত শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-বিষয়ক গান এবং গান-সময়ে প্রভুর নৃত্যাদির বৈদগ্ধীদ্বারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলার মাধুরীও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। মর্ম্মার্থ এই যে, কৃষ্ণনামাদির উচ্চকীর্ত্তনে, রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তনে এবং কীর্ত্তনকালে নর্ত্তনে প্রভু যে অপূর্ব্ব বৈদগ্ধী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার লীলা পরম মনোরম হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই লীলামন্দাকিনী, **সদ্‌ভক্তাবলি-হংস-চক্র**-মধুপশ্রেণী-বিহারাস্পদ। মন্দাকিনীতে যেমন হংস, চক্রবাক ও ভ্রমর-সমূহ দলে দলে বিচরণ করে, প্রভুর লীলারূপ মন্দাকিনীতেও ভক্তরূপ হংসাদি বিচরণ করিয়া থাকেন।

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ।
বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥ ২

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৩

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান,—অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ,—তিন বিধেয়-চিহ্ন ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সদ্ভক্ত—সাধুভক্ত; মোক্ষবাসনা-পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া যে সমস্ত ভক্ত কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা-বাসনার সহিত শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন, তাঁহারা। **সদ্ভক্তাবলি**—ঐরূপ সাধুভক্ত-সমূহ। **চক্র**—চক্রবাক; একরকম পক্ষী; ইহারা দিবাভাগে জলে থাকে। **মধুপ**—ভ্রমর, যাহারা মধুপান করিয়া জীবনধারণ করে। **শ্রেণী**—সমূহ। **হংস-চক্র-মধুপ-শ্রেণী**—হংস, চক্রবাক ও ভ্রমর সকল। **বিহারাস্পদ**—বিহারের স্থান (লীলামন্দাকিনী)। লীলামন্দাকিনী, সাধুভক্তরূপ হংস-চক্রবাক-ভ্রমর-সমূহের বিহার-স্থান। হংসাদি যেমন সর্ব্বদাই জলে বিহার করে ও বিহার করিয়া আনন্দ পায়, রসিক-ভক্তগণও তদ্রূপ সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যের লীলাকথা আলোচনা ও আস্বাদন করেন এবং আস্বাদন করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন, ইহাই মর্ম্মার্থ। হংস, চক্রবাক ও ভ্রমর—এই তিন শ্রেণীর জীবের সঙ্গে ভক্তগণের তুলনা দেওয়ায় কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম এই তিন শ্রেণীর ভক্তই সূচিত হইয়াছে। কনিষ্ঠ-অধিকারী, মধ্যম অধিকারী এবং উত্তম অধিকারী—এই তিন শ্রেণীর ভক্তই শ্রীচৈতন্যের অমৃতময়ী-লীলা আস্বাদন করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। "হংস-চক্র-মধুপ-শ্রেণ্যঃ কনিষ্ঠ-মধ্যমোত্তমাঃ ভক্তাঃ ইত্যর্থঃ। ইতি শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ।"

তৃতীয়তঃ, এই লীলামন্দাকিনী, **কর্ণানন্দি-কলধ্বনিঃ**। মন্দাকিনীর জলপ্রবাহে যেমন মৃদু-মধুর অস্ফুটধ্বনি হয়, লীলামন্দাকিনীর প্রবাহেও তদ্রূপ ধ্বনি আছে। লীলাকথা যে সমস্ত শব্দে প্রকাশিত হয়, সে সমস্ত শব্দই এই মধুর ধ্বনি, তাহার শ্রবণেই কর্ণে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়। এই লীলাকথা অত্যন্ত শ্রুতি-মধুর—ইহাই তাৎপর্য্য।

এতাদৃশী লীলামন্দাকিনী জিহ্বারূপ মরুভূমিতে একবার মাত্র স্ফুরিত হইয়াই যে অন্তর্হিত হইবে—এইরূপ প্রার্থনা গ্রন্থকার করেন নাই। **বহতু**—গঙ্গাধারার ন্যায় লীলার ধারা নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে জিহ্বায় প্রবাহিত হইবে—ইহাই প্রার্থনা।

১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র এবং শ্রীশ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ইঁহারা সকলেই সর্ব্বোৎকর্ষে জয়যুক্ত হউন। এই বাক্যে গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য-বিষয়ে শ্রোতাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন (১।১।১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২। তৃতীয় শ্লোকের—প্রথম-পরিচ্ছেদোক্ত মঙ্গলাচরণের তৃতীয় (যদদ্বৈতং ইত্যাদি) শ্লোকের। **করি বিবরণ**—বিবরণ—বিবৃত করি; ব্যাখ্যা করি। **বস্তুনির্দ্দেশরূপ** ইত্যাদি—তৃতীয় শ্লোকের স্বরূপ বলিতেছেন; ইহা বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণের শ্লোক; মঙ্গলাচরণের এই শ্লোকে, এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য-বস্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব বলা হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৩। এক্ষণে "যদদ্বৈতং" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসকদের উপাস্যতত্ত্বও বিভিন্ন। কেহ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, কেহ জীবান্তর্যামী পরমাত্মার উপাসনা করেন, আবার কেহ বা ভগবানের উপাসনা করেন। তাই, ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান—এই তিন রকমের উপাস্যের কথা প্রায় সকলেই জানেন; এই তিনটী শব্দও প্রায় সকলেরই পরিচিত। কিন্তু এই তিনটী **তত্ত্বের স্বরূপ কি, তাহা অনেকেই জানেন না। "যদদ্বৈতং" শ্লোকে এই তিনটী তত্ত্বের স্বরূপও বলা হইয়াছে।**

অনুবাদ কহি পাছে বিধেয়-স্থাপন। সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র বিবরণ ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রহ্মের স্বরূপ এই যে, ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি; এইরূপে, আত্মা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশ এবং ভগবান্ (নারায়ণ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভিন্ন-স্বরূপ—বিলাস-স্বরূপ (পরবর্তী ১৫শ ও ২০শ পয়ার এবং ৪৫—৪৭ পয়ারের উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই "যদদ্বৈতং" শ্লোকস্থ ভগবান্ শব্দের লক্ষ্য এবং এই নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভিন্ন-স্বরূপ—বিলাস-স্বরূপ)। অঙ্গকান্তি, অংশ এবং স্বরূপ (অভিন্ন-স্বরূপ) এই তিনটী শব্দ হইল ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবানের স্বরূপ-প্রকাশক বা পরিচয়-জ্ঞাপক। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ এবং তাঁহাদের পরিচয়-জ্ঞাপক অঙ্গকান্তি, অংশ এবং স্বরূপ এই ছয়টী শব্দের কথাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে।

জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ ব্রহ্মকে, যোগমার্গের উপাসকগণ পরমাত্মাকে এবং রামানুজ-সম্প্রদায়ের ভক্তগণ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকে পরতত্ত্ব বলেন। যদদ্বৈতং শ্লোকের আলোচনাদ্বারা গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে, ইঁহারা কেহই পরতত্ত্ব নহেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই পরতত্ত্ব, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব-বিশেষমাত্র। ভগবান্-শব্দে পরব্যোমস্থ অনন্ত ভগবৎস্বরূপকে বুঝাইলেও এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের অধিপতি পরব্যোমনাথ নারায়ণই—যিনি রামানুজ-সম্প্রদায়ের উপাস্য, তিনিই—এই শ্লোকস্থ ভগবান্-শব্দের লক্ষ্য; পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে রামানুজ-সম্প্রদায়ের মত খণ্ডনের নিমিত্তই বোধ হয় গ্রন্থকার ভগবান্-শব্দে কেবল নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কারণ, নারায়ণের পরতত্ত্ব খণ্ডিত হইলে পরব্যোমস্থ অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের পরতত্ত্ব অনায়াসেই খণ্ডিত হইয়া যায়।

অনুবাদ— "অনুবাদ কহি তারে—যেই হয় জ্ঞাত। ১।২.৬২॥" যাহা জানা আছে, তাহাকে অনুবাদ বলে। **বিধেয়**—যাহা জানা নাই, তাহাকে বিধেয় বলে। "বিধেয় কহি তারে—যে বস্তু অজ্ঞাত। ১।২।৬২" অনুবাদ ও বিধেয় এই দুইটী শব্দ এস্থলে পূর্ব্বোক্ত পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুবাদ ও বিধেয় বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। যেমন, একজন ব্রাহ্মণ রাস্তায় চলিয়া যাইতেছেন; তাঁহার উপবীতাদি দেখিয়া সকলেই জানিলেন যে, ইনি ব্রাহ্মণ; কিন্তু ইহার অতিরিক্ত কোনও কথাই তাঁহার সম্বন্ধে কেহ জানিতে পারিলেন না; এমন সময় অপর একজন লোক আসিলেন, তিনি জানেন যে ঐ ব্রাহ্মণটী পরম-পণ্ডিত। তিনি সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এই ব্রাহ্মণটী পরম পণ্ডিত।" এই বাক্যে ব্রাহ্মণ-শব্দটী হইল অনুবাদ; কেননা, লোকটী যে ব্রাহ্মণ ইহা সকলেই জানেন। আর পণ্ডিত-শব্দটী হইল বিধেয়; কারণ ব্রাহ্মণটী যে পরম পণ্ডিত, ইহা কেহই জানিতেন না।

এইরূপে "যদদ্বৈতং" শ্লোকে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ এই তিনটী শব্দ অনুবাদ বা জ্ঞাতবস্তু; আর অঙ্গপ্রভা, অংশ ও স্বরূপ এই তিনটী শব্দ বিধেয় বা অজ্ঞাতবস্তু।

অঙ্গপ্রভা—অঙ্গের কান্তি; শ্লোকস্থ "তনুভা"-শব্দের অর্থ অঙ্গকান্তি; তনুর (শরীরের) ভা (কান্তি, প্রভা)।

অংশ—শ্লোকস্থ "অংশবিভব" শব্দের মর্ম্ম।

স্বরূপ—অভিন্ন-স্বরূপ, বিলাস-স্বরূপ। ইহা শ্লোকস্থ "ভগবান্" শব্দের তাৎপর্য্য; এই ভগবান্‌কে ১৫শ পয়ারে "নারায়ণ," ২০শ পয়ারে "স্বরূপ অভেদ" বা অভিন্ন-স্বরূপ এবং ৪৭শ পয়ারে "বিলাস" বলা হইয়াছে।

৪। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ এই তিনটী শব্দকে কেন অনুবাদ বলা হইল এবং অঙ্গপ্রভা, অংশ এবং স্বরূপ এই তিনটী শব্দকে কেন বিধেয় বলা হইল, তাহা এই পয়ারে বলা হইতেছে।

অনুবাদ কহি—অনুবাদ কহিয়া; অনুবাদবাচক (জ্ঞাতবস্তুজ্ঞাপক) শব্দগুলি বলিয়া। **পাছে**—পশ্চাতে, শেষে; অনুবাদ-বাচক শব্দের পরে। **বিধেয়-স্থাপন**—বিধেয়বাচক (অজ্ঞাতবস্তুবাচক বা অনুবাদের বিশেষ পরিচয়-বাচক) শব্দের উল্লেখ। বাক্যরচনা-সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধান এই যে, আগে অনুবাদ-বাচক শব্দ

স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব। | পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বসাইতে হয়, তারপর বিধেয়-বাচক শব্দ বসাইতে হয়; অনুবাদ না বলিয়া কখনও বিধেয় বলিবে না—"অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।" এই বিধান স্মরণ রাখিয়াই কোনও বাক্যের অর্থ করিতে হয়। এই বিধানানুসারে "যদদ্বৈতং" শ্লোকের বিচার করিলে দেখা যায়, প্রথম চরণে বলা হইয়াছে "উপনিষদে যে ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, সেই ব্রহ্ম ইহার অঙ্গকান্তি (তনুভা)।"—এই বাক্যে প্রথমে "ব্রহ্ম" শব্দের উল্লেখ আছে, তারপর "অঙ্গকান্তি" শব্দের উল্লেখ; সুতরাং ব্রহ্ম-শব্দ হইল অনুবাদ, আর অঙ্গকান্তি-শব্দ হইল বিধেয়। এইরূপে দ্বিতীয় চরণের আত্মা-শব্দ অনুবাদ, অংশ-শব্দ বিধেয় এবং তৃতীয় চরণের ভগবান্-শব্দ অনুবাদ, আর "ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ" শব্দে ব্যক্ত স্বরূপ-শব্দ বিধেয়; কারণ, আত্মা-শব্দের পরে অংশ-শব্দের উল্লেখ এবং ভগবান্-শব্দের পরে স্বরূপ-শব্দের প্রয়োগ। এইরূপে বাক্য-রচনাভঙ্গী হইতেই বুঝা যায়, ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্—এই তিনটী জ্ঞাতবস্তু এবং অঙ্গপ্রভা, অংশ ও স্বরূপ এই তিনটী অজ্ঞাতবস্তু।

সুতরাং "যিনি ব্রহ্ম, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গ-কান্তি" এইরূপ অর্থই শাস্ত্রসঙ্গত; কিন্তু "যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি, তিনি ব্রহ্ম"—এইরূপ অর্থ সমীচীন হইবে না; কারণ, শেষোক্ত বাক্যে বিধেয় (অঙ্গকান্তি) আগে উল্লিখিত হইয়াছে; ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শ্লোকের অন্যান্য অংশের অর্থও এই ক্রমে করিতে হইবে।

সেই অর্থ—"আগে অনুবাদ, তার পরে বিধেয় বসাইতে হইবে" এই নিয়মানুসারে উক্ত শ্লোকের যে অর্থ হয়, সেই অর্থ (ব্যাখ্যা)। **শাস্ত্র-বিবরণ**—শাস্ত্রবিবৃতি। "অনুবাদ ও বিধেয়ের উল্লেখের ক্রম-সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে বিধান আছে, সেই বিধানানুসারে উক্ত শ্লোকের যে অর্থ হয়, তাহা তত্ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রেরও অনুমোদিত; আমি (গ্রন্থকার) সেই অর্থ বলিতেছি; সকলে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর।" এইরূপে শ্লোকব্যাখ্যার রীতির কথা বলিয়া পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে শ্লোকটীর অর্থ করিয়াছেন (গ্রন্থকার)।

প্রাচীন-গ্রন্থের আলোচনা-কালে একটী কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রাচীনকালে, অথবা গ্রন্থরচনার সময়ে, বাক্যরচনা-সম্বন্ধে যে রীতি প্রচলিত ছিল, গ্রন্থকারও সেই রীতিতেই তাঁহার গ্রন্থে শব্দ স্থাপন করিয়াছেন; সুতরাং গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বুঝিতে হইলে ঐ রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহার বাক্যের অর্থ করিতে হইবে। সেই রীতিকে উপেক্ষা করিয়া অর্থ করিতে গেলে, একটা কিছু অর্থ পাওয়া গেলেও তাহা গ্রন্থকারের অভিপ্রেত অর্থ না হইতেও পারে। গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ-সম্বন্ধেও ঐ রীতি; গ্রন্থকারের সময়ে যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইত, সেই শব্দের সেই অর্থই ধরিতে হইবে; ঐ শব্দের আধুনিক অর্থ যদি অন্যরূপ হয়, তাহা হইলে, আধুনিক অর্থদ্বারা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যাইবে না। (৩-৪ পয়ার ঝামটপুরেরর গ্রন্থে নাই)।

৫। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ যথাক্রমে যাঁহার অঙ্গকান্তি, অংশ ও স্বরূপ—শ্লোক-ব্যাখ্যার উপক্রমে সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্বই সংক্ষেপে বলিতেছেন, তিন পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব-বর্ণনার উপক্রমে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বলিতেছেন; শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব না জানিলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-তত্ত্ব জানা যাইবে না; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

স্বয়ং ভগবান্—যিনি সকলের মূল, যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা, তিনিই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। শ্রীভা ১।৩।২৮॥" "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ব্রহ্মসংহিতা। ৫।১॥" "কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্। গো, তা, শ্রুতি পূ ৩॥" ভগবান্-শব্দে পরতত্ত্বের সবিশেষত্ব সূচিত হইতেছে।

পরতত্ত্ব—শ্রেষ্ঠতত্ত্ব, সকলের মূলতত্ত্ববস্তু। **পূর্ণজ্ঞান**—পূর্ণতম জ্ঞানতত্ত্ব; অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। চিদ্‌বস্তুকে জ্ঞান বলে; "জ্ঞানং চিদেকরূপম্—সন্দর্ভঃ।" যিনি কেবল মাত্র চিৎস্বরূপ, যাঁহাতে অ-চিৎ বা জড়বস্তু মোটেই নাই,

'নন্দসুত' বলি যারে ভাগবতে গাই।
সে-ই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি॥ ৬

প্রকাশ-বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম—
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর পূর্ণ ভগবান্॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তিনিই জ্ঞান-স্বরূপ। পূর্ণ-শব্দে স্বয়ংসিদ্ধত্ব সূচিত হইতেছে; যিনি কোনও বিষয়েই কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহাকেই পূর্ণ বলা যায়; তিনি স্বয়ংসিদ্ধ। যিনি অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখেন, তাঁহাকে পূর্ণ বলা যায় না; কারণ, তাঁহার অভাব আছে এবং অভাব আছে বলিয়াই অন্যাপেক্ষা। সুতরাং পূর্ণজ্ঞান-শব্দে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব, স্বয়ংসিদ্ধ-সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য চিদেক-স্বরূপকেই বুঝাইতেছে। **পূর্ণানন্দ**—পূর্ণতম আনন্দ; আনন্দস্বরূপ। **পরম-মহত্ত্ব**—পরম-শ্রেষ্ঠবস্তু; বিভুবস্তু; স্বরূপে, শক্তিতে এবং শক্তির কার্য্য লীলায়, ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা সকল প্রকারে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব।

এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বলা হইল। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ; তিনি বিভু, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব এবং স্বরূপে, শক্তিতে ও শক্তির কার্য্যে—ঐশ্বর্য্যে—ও মাধুর্য্যে তিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তিনি নিজে অনাদি, কিন্তু সকলের আদি মূল।

৬। **নন্দসুত**—শ্রীনন্দ-মহারাজার পুত্র। **ভাগবতে গাই**—শ্রীমদ্‌ভাগবত-গ্রন্থে কীর্ত্তিত হয়েন। যিনি অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব, সান্দ্রানন্দ-বিগ্রহ, যিনি স্বয়ং ভগবান্ এবং পুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্‌ভাগবত যাঁহাকে নন্দসুত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন—সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর তত্ত্ব।

প্রশ্ন হইতে পারে, যিনি স্বয়ং ভগবান্, তিনি কিরূপে "নন্দসুত" হইতে পারেন? "নন্দসুত" বলিলেই বুঝা যায়, তাঁহার অস্তিত্বের নিমিত্ত তিনি "নন্দের" অপেক্ষা রাখেন; সুতরাং তিনি স্বয়ং ভগবান্ কিরূপে হইতে পারেন? উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ ভগবান্‌ও বটেন, আবার তিনি নন্দসুতও বটেন। ইহার সমাধান এই। শ্রুতি তাঁহাকে রস-স্বরূপ বলিয়াছেন, "রসো বৈ সঃ।" রস-শব্দের দুই অর্থ—আস্বাদ্য রস এবং রস-আস্বাদক রসিক (রস্যতে ইতি রসঃ এবং রসয়তি ইতি রসঃ)। রস-রূপে তিনি আস্বাদ্য এবং রসিক-রূপে তিনি আস্বাদক। কি আস্বাদন করেন তিনি? তিনি আস্বাদন করেন—লীলারস; তাই শ্রুতিও তাঁহাকে লীলা-পুরুষোত্তম বলিয়াছেন—"কৃষ্ণোবৈ পরমং দৈবতম্। গোঃ তাঃ পূ। ৩॥" দিব্ ধাতুর অর্থ ক্রীড়া বা লীলা; দৈবতম্ অর্থ লীলাপরায়ণ। অনাদিকাল হইতেই তিনি লীলাপুরুষোত্তম, সুতরাং অনাদিকাল হইতেই তিনি লীলা-রস আস্বাদন করিতেছেন। কিন্তু লীলা বা ক্রীড়া একজনে হয় না, লীলার সঙ্গী দরকার। শ্রুতি যখন বলিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই লীলা করিতেছেন, তখন, অনাদিকাল হইতেই যে তাঁহার লীলার সঙ্গী বা লীলা-পরিকর আছেন, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। এই সমস্ত লীলা-পরিকরও তাহা হইলে অনাদি। শ্রীকৃষ্ণ যখন পূর্ণ, অন্য-নিরপেক্ষ ও আত্মারাম, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এই সমস্ত লীলা-পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র নহেন—তাঁহারা তাঁহারই অংশ বা শক্তি। বাস্তবিক, অনাদিকাল হইতেই অংশে বা শক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ লীলা-পরিকর-রূপে-আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিভাবের পরিকরদিগের সঙ্গে চারিভাবের রস আস্বাদন করিতেছেন। বাৎসল্যরস আস্বাদনকরিতে হইলে পিতা-মাতার প্রয়োজন; তাই, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিই অনাদিকাল হইতে পিতা-মাতা (নন্দ-যশোদা) রূপে এক এক স্বরূপে বিরাজিত। স্বরূপতঃ যে নন্দ-যশোদা হইতে কৃষ্ণের জন্ম, তাহা নহে; তবে প্রেম-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন, নন্দ-যশোদাই তাঁহার পিতা-মাতা; তাঁহারাও মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সন্তান। তাঁহাদের আন্তরিক অনুভূতিই এইরূপ। তাই শ্রীকৃষ্ণকে নন্দসুত বা যশোদাসুত বলা হয়। নন্দসুত-শব্দ শ্রীকৃষ্ণের জন্যত্বের পরিচায়ক নহে, পরন্তু তাঁহার বাৎসল্যরস-লোলুপতারই পরিচায়ক।

৭। **প্রকাশ-বিশেষে**—আবির্ভাব-ভেদে। **তেঁহো**—সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। **ধরে তিন নাম**—তিনটী নামে অভিহিত হয়েন। ব্রহ্ম এক নাম, পরমাত্মা এক নাম, আর পূর্ণ ভগবান্ এক নাম—এই তিনটী নাম।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণ "প্রকাশ-বিশেষে" তিনটী নাম ধারণ করেন, ইহাই বলা হইল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এই তিনটী নাম তাঁহার একই রূপের নহে, পরন্তু তাঁহার প্রকাশ-বিশেষের বা আবির্ভাব-বিশেষের নাম। "প্রকাশ-বিশেষে" শব্দের অন্তর্গত "বিশেষ"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, একই প্রকাশ বা আবির্ভাবের তিনটী নাম নহে, বিশেষ বিশেষ প্রকাশের বিশেষ বিশেষ নাম; এক রকম প্রকাশের নাম ব্রহ্ম, আর এক রকম প্রকাশের নাম পরমাত্মা, আবার আর এক রকম প্রকাশের বা আবির্ভাবের নাম পূর্ণ ভগবান্; স্বয়ংরূপের নাম শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং রূপের অতিরিক্ত এই তিনটী আবির্ভাবের কথাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে। এই পয়ারে প্রকাশ-শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; প্রকাশ-অর্থ এস্থলে আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি। ভগবান্-শব্দের তাৎপর্য্যের পর্য্যবসান শ্রীকৃষ্ণে; এজন্য স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলে। পরব্যোমস্থ অনন্ত ভগবৎস্বরূপও ভগবান্, কিন্তু তাঁহারা কেহই স্বয়ং ভগবান্ নহেন; শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাই তাঁহাদের ভগবত্তার মূল। এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্বরূপ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ; তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ; তাঁহাকে পূর্ণ ভগবান্ বলা হয় (১৫শ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্ম—শক্তিবর্গ-লক্ষণ-তদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানম্। পরতত্ত্বের (পরমকারুণিকত্বাদি) ধর্ম্ম তাঁহার শক্তিবর্গ দ্বারা লক্ষিত হয়; এই সমস্ত শক্তিবর্গ-লক্ষিত-ধর্ম্মাতিরিক্ত কেবল-জ্ঞানই (অর্থাৎ জ্ঞান-সত্ত্বামাত্র বা চিৎ-সত্ত্বা মাত্রই) ব্রহ্ম; পরতত্ত্বের যে স্বরূপে শক্তির কোনও ক্রিয়া স্পষ্ট লক্ষিত হয় না, যাহা চিৎসত্ত্বা বা আনন্দ-সত্ত্বামাত্র, তাহাই ব্রহ্ম। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-শক্তি; কিন্তু তাঁহার আবার অনন্ত স্বরূপও আছেন, অর্থাৎ শক্তি-কার্য্যের তারতম্যানুসারে তিনি অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। এই সকল অনন্ত স্বরূপের মধ্যে এমন একটী স্বরূপ আছেন, যাঁহাতে তাঁহার অনন্ত-শক্তির মধ্যে একটী শক্তির লক্ষণও স্পষ্ট প্রকাশ পায় নাই, সুতরাং একটী শক্তির ধর্ম্ম বা কার্য্যও যাঁহাতে দেখা যায় না; ইহা শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষস্বরূপ অর্থাৎ ইঁহার এমন কোনও গুণ বা বিশেষণ নাই, যদ্দ্বারা এই স্বরূপের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। এই স্বরূপটী কেবল চিৎ-সত্ত্বা বা আনন্দ-সত্ত্বা মাত্র। ইঁহার রূপ-গুণ-লীলাদি কিছুই নাই। এই নির্ব্বিশেষ স্বরূপটীর নামই ব্রহ্ম। জ্ঞানমার্গের সাধক অদ্বৈতবাদিগণ এই নির্ব্বিশেষ স্বরূপেরই উপাসক। ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইলেও রূঢ়ি-অর্থে তাঁহার নির্ব্বিশেষ-স্বরূপকেই বুঝায়।

পরমাত্মা—অন্তর্য্যামী। অন্তর্য্যামী তিন রকমের; সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী (কারণার্ণবশায়ী সহস্রশীর্ষা পুরুষ); ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের বা ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী (গর্ভোদশায়ী পুরুষ) এবং ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী (ক্ষীরোদশায়ী চতুর্ভুজ পুরুষ)। ইঁহারা সকলেই সবিশেষ, রূপ-গুণাদি-বিশিষ্ট। ইঁহারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ-বিভূতি (প্রথম পরিচ্ছেদের ৭—১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ, সুতরাং চিচ্ছক্তি-বিশিষ্ট; কিন্তু মায়িক সৃষ্টিকার্য্যের সহিত ইঁহাদের সংস্রব আছে বলিয়া মায়া-শক্তি লইয়াও ইঁহাদিগকে কার্য্য করিতে হয়; কিন্তু তথাপি ইঁহারা মায়াতীত, মায়া-শক্তির নিয়ন্তা মাত্র। অন্তর্য্যামী তিন রকমের হইলেও পরবর্ত্তী ১২।১৩ পয়ারের মর্ম্মে বুঝা যায়, কেবল মাত্র ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকেই এই পয়ারে লক্ষ্য করা হইয়াছে; ইনি যোগ-মার্গের উপাস্য।

পূর্ণ ভগবান্—জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্যবীর্য্য-তেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈ র্গুণাদিভিঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ॥ যাঁহাতে অশেষ-জ্ঞান, অশেষ শক্তি, অশেষ বল, অশেষ ঐশ্বর্য্য, অশেষ বীর্য্য এবং অশেষ তেজঃ আছে, কিন্তু যাঁহাতে হেয় প্রাকৃত গুণ নাই, পরন্তু অপ্রাকৃত অশেষ গুণ আছে, তিনিই ভগবান্। পরবর্ত্তী ১৫।১৬ পয়ারের মর্ম্মে বুঝা যায়, পরব্যোমাধিপতি ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ নারায়ণকেই এই পয়ারে পূর্ণ ভগবান্ বলা হইয়াছে। ইনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-স্বরূপ, ভক্তিমার্গের উপাস্য। ইনি চতুর্ভুজ, শ্যামবর্ণ। কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে "পূর্ণ ভগবান্" স্থলে "স্বয়ং ভগবান্" পাঠ আছে; ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না; কারণ, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্; এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন আবির্ভাবের নামই উল্লিখিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের নামের কথা বলা হয় নাই। অধিকন্তু, "স্বয়ং ভগবান্" পাঠ গ্রহণ করিলে পরবর্ত্তী

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)—
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৪ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসা নাম ধর্ম্মজিজ্ঞাসৈব ধর্ম্ম এব হি তত্ত্বমিতি কেচিৎ তত্রাহ বদন্তীতি। তত্ত্ববিদস্ত তদেব তত্ত্বং বদন্তি, কিং তৎ যৎ জ্ঞানং নাম। অদ্বয়মিতি ক্ষণিকজ্ঞানপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নন্থ তত্ত্ববিদোঽপি বিগীতবচনা এব নৈব তস্থৈব তত্ত্বস্থ নামান্তরৈ রভিধানাদিত্যাহ ঔপনিষদৈর্ব্রহ্মেতি হৈরণ্যগর্ভৈঃ পরমাত্মেতি। সাত্বতৈর্ভগবানিতি শব্দ্যতে অভিধীয়তে॥ শ্রীধরস্বামী॥

বদন্তীতিতৈর্বাখ্যাতং। তত্র বিগীতবচনা ইত্যত্র পরস্পরমিতি শেষঃ। তত্ত্বস্থ নামান্তরৈরভিধানাদিতি ধর্ম্মিণি সর্ব্বেষামভ্রমাৎ ধর্ম্ম এব তু ভ্রমাদিতি। যদ্বা, কিং তত্ত্বমিত্যপেক্ষায়ামাহ বদন্তীতি। জ্ঞানং চিদেকরূপম্। অদ্বয়ত্বঞ্চাস্থ স্বয়ংসিদ্ধতাদৃশতত্ত্বান্তরাভাবাৎ স্বশক্ত্যেক-সহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ। তত্ত্বমিতি পরমপুরুষার্থতাদ্যোতনায় পরমসুখরূপত্বং তস্থ জ্ঞানস্থ বোধ্যতে। অতএব তস্থ নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতম্। অত্র শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য এব শাস্ত্রে ক্বচিদন্যত্রাপি তদেকং তত্ত্বং ত্রিধা শব্দ্যতে। ক্বচিদ্ ব্রহ্মেতি, ক্বচিৎ পরমাত্মেতি, ক্বচিৎ ভগবানিতি চ। কিন্তুত্র শ্রীব্যাসসমাধিলব্ধাদ্ ভেদাৎ জীব ইতি চ শব্দ্যতে ইতি নোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। তত্র শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে। অন্তর্যামিত্বময়মায়াশক্তিপ্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশ-বিশিষ্টং পরমাত্মেতি। পরিপূর্ণ-সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি। এবমেবোক্তং শ্রীজড়ভরতেন। জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহি র্ব্রহ্ম সত্যম্। প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞকং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তীতি॥ তস্মৈ নমো ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মন ইত্যত্র বরুণকৃতস্তুতৌ টীকা চ। পরমাত্মনে সর্ব্বজীবনিয়ন্ত্র ইত্যেষা। ধ্রুবং প্রতি শ্রীমনুনা চ। ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্তে আনন্দমাত্র উপপন্ন-সমস্ত-শক্তাবিতি। তত্রানন্দমাত্রং বিশেষ্যম্। সমস্তাঃ শক্তয়ো বিশেষণানি। বিশিষ্টো ভগবানিত্যায়াতম্। ভগবচ্ছব্দার্থশ্চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রোক্তঃ। জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্তশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈ র্গুণাদিভিরিতি॥ ক্রমসন্দর্ভঃ॥ ৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫—২১ পয়ারের সহিত এই পয়ারের এবং মূল-শ্লোকের অর্থ-সঙ্গতি থাকে না। ঝামটপুরের গ্রন্থেও "পূর্ণ ভগবান্" পাঠই দৃষ্ট হয়।

প্রকাশ-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণের যে তিনটী নাম আছে, তাহার প্রমাণরূপে পরবর্ত্তী "বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। তত্ত্ববিদঃ (তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ) তং (তাহাকে) [এব] (ই) তত্ত্বং (তত্ত্ব—পরমপুরুষার্থ বস্তু) বদন্তি (বলিয়া থাকেন), যৎ (যাহা) অদ্বয়ং (অদ্বয়) জ্ঞানং (জ্ঞান)। [তচ্চ] (সেই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব) ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্ম—এই নামে), পরমাত্মা ইতি (পরমাত্মা—এই নামে) ভগবান্ ইতি (ভগবান্—এই নামে) শব্দ্যতে (কথিত হয়েন)।

অনুবাদ। যাহা অদ্বয়-জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকেই তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিন নামে অভিহিত হয়েন। ৪।

তত্ত্ব—পরম-সুখস্বরূপ বস্তু, সুতরাং পরম-পুরুষার্থ-বস্তু। **তত্ত্ববিৎ—**তত্ত্বজ্ঞ; পরম-পুরুষার্থ-বস্তুর স্বরূপ যিনি জানেন, তাঁহাকে তত্ত্ববিৎ বলে। এইরূপ তত্ত্ববিদ্গণ বলেন, অদ্বয়-জ্ঞানই তত্ত্ববস্তু অর্থাৎ পরম-পুরুষার্থভূত-বস্তু। **জ্ঞান—**চিদেকরূপ, যাহা কেবল মাত্র চিৎ, যাঁহাতে অচিৎ বা জড় (প্রাকৃত) কিঞ্চিন্মাত্রও নাই, তাহাই জ্ঞান-বস্তু, সচ্চিদানন্দ বস্তু। জ্ঞান-শব্দের চিদেকরূপ অর্থ দ্বারা স্থচিত হইতেছে যে, তাঁহাতে যে শক্তি আছে, তাহাও চিচ্ছক্তি—পরন্তু জড়-শক্তি তাঁহাতে নাই। **অদ্বয়—**দ্বিতীয় শূন্য, একমেবাদ্বিতীয়ম্; ভেদশূন্য। ভেদ তিন রকমের—সজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদ এবং স্বগত ভেদ। এক জাতীয় একাধিক বস্তু থাকিলেই সজাতীয় (সমান জাতীয়) ভেদ সম্ভব

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয়; যেমন, রাম ও শ্যাম উভয়েই মানুষ, একই মনুষ্য-জাতিতে অবস্থিত; ইহাদের জাতি সমান বলিয়া ইহারা পরস্পরের সজাতীয় ভেদ। জ্ঞান-বস্তুর যদি এইরূপ সজাতীয় ভেদ না থাকে, তবে তাহা সজাতীয়ভেদশূন্য জ্ঞান হইবে। জ্ঞান হইল চিদ্‌বস্তু; একাধিক চিদ্ বস্তু থাকিলেই সজাতীয় ভেদ থাকার সম্ভাবনা। কিন্তু বাস্তবিক একাধিক চিদ্‌বস্তু থাকিলেও যদি অপরাপর চিদ্‌বস্তুগুলি একই মূল চিদ্‌বস্তুর অংশ হয়, তাহা হইলে সজাতীয় ভেদ হইবেনা—পুত্র পিতার অংশ, সুতরাং পুত্রকে পিতা হইতে স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র বস্তু বলা যায় না। যদি একাধিক স্বয়ংসিদ্ধ চিদ্‌বস্তু থাকে, তাহা হইলেই জ্ঞানের সজাতীয় ভেদ থাকিতে পারে। সজাতীয়ভেদশূন্য জ্ঞান হইবে সেই বস্তুটী—যাহার তুল্য স্বয়ংসিদ্ধ অপর কোনও চিদ্‌বস্তু নাই; অপর অনেক চিদ্‌বস্তু থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের কোনটীই স্বয়ংসিদ্ধ নহে, তাহারা প্রত্যেকেই নিজের সত্তাদির জন্য অদ্বয়-জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। আর ভিন্ন জাতীয় বস্তুই বিজাতীয় ভেদ—যেমন বৃক্ষ, মানুষের বিজাতীয় ভেদ। জ্ঞানের বিজাতীয় বস্তু কি? জ্ঞান হইল চিৎ-জাতীয় বস্তু; যাহা চিৎ নহে, যাহা প্রাকৃত বা জড়, তাহাই জ্ঞানের বিজাতীয় বস্তু; এই বিজাতীয় বস্তু যদি স্বয়ংসিদ্ধ না হয়, যদি এই বিজাতীয় বস্তু নিজের সত্তাদির জন্য ঐ জ্ঞানেরই অপেক্ষা রাখে, তাহা হইলে ঐ বিজাতীয় বস্তুও জ্ঞানের বিজাতীয় ভেদ হইবে না; কিন্তু যদি ঐ বিজাতীয় বস্তু স্বয়ংসিদ্ধ হয়, জ্ঞানের কোন অপেক্ষা না রাখে, তাহা হইলেই তাহা জ্ঞানের বিজাতীয় ভেদ হইবে। যে জ্ঞানের এইরূপ স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয়, কি স্বয়ংসিদ্ধ বিজাতীয় ভেদ নাই, তাহাই **অদ্বয়জ্ঞান**। জ্ঞানবস্তুতে কোনও সময়েই স্বগতভেদ থাকিতে পারে না। স্বগত-শব্দের অর্থ নিজের মধ্যে। যে বস্তুর একাধিক উপাদান আছে, উপাদান-ভেদে তাহার মধ্যেই স্বগতভেদ থাকিতে পারে। যেমন, দালানের ইট আছে, চূণ আছে, লোহা আছে, কাঠ আছে; এই সমস্ত উপাদান পরস্পর বিভিন্ন; ইহারা দালানের স্বগত ভেদ। আবার উপাদানের বিভিন্নতা বশতঃ তাহাদের উপর শক্তির ক্রিয়াও বিভিন্ন হইবে; পরস্পরের সহিত তাহাদের মিলনে পরিমাণের তারতম্যানুসারে দালানের বিভিন্ন অংশে কোনও শক্তির ক্রিয়াও বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইবে; শক্তিক্রিয়ার এইরূপ বিভিন্ন অভিব্যক্তিও স্বগতভেদ। জ্ঞান-বস্তুতে এইরূপ স্বগত ভেদ থাকিতে পারে না; কারণ, জ্ঞান চিদেকরূপ, ইহাতে চিদ্ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তু নাই; উপাদানগত ভেদ না থাকাতে ইহার যে কোনও অংশেই যে কোনও শক্তি অভিব্যক্ত হইতে পারে। জীবের ন্যায় জ্ঞানবস্তুতে দেহ-দেহি-ভেদ নাই; জীবের দেহ জড়—অচিৎ, কিন্তু জীব স্বরূপে চিদ্‌বস্তু, তাই জীবে দেহ-দেহি-ভেদ (স্বগত ভেদ) আছে; কিন্তু জ্ঞান-বস্তুতে এরূপ কোনও দেহ-দেহি-ভেদ থাকিতে পারে না। আবার জীবের জড় দেহেও ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ এই পাঁচটী উপাদান আছে; চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ে এই পাঁচটী বস্তুর তারতম্যানুসারে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের যোগে প্রকাশিত শক্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে; তাই চক্ষু দ্বারা কেবল দেখাই যায়, কিন্তু শুনা যায় না; কর্ণ দ্বারা কেবল শুনা যায়, কিন্তু দেখা যায় না; ইত্যাদি। এই সমস্তই স্বগত-ভেদের ফল। চিদেকরূপ জ্ঞান-বস্তুতে বিভিন্ন উপাদান নাই বলিয়া এই জাতীয় পার্থক্য থাকিতে পারে না; জ্ঞান-বস্তুর প্রত্যেক অংশই অপর প্রত্যেক অংশের কাজ করিতে পারে; তাই ব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন—"অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়-বৃত্তিমন্তি। ৫।৩২॥"

যাহাহউক, এক্ষণে বুঝাগেল, জ্ঞানবস্তু স্বভাবতঃই স্বগতভেদ-শূন্য; এই জ্ঞানবস্তু যদি স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয়-ভেদশূন্য এবং স্বয়ংসিদ্ধ বিজাতীয়-ভেদশূন্য হয়, তবেই তাহাকে অদ্বয়-জ্ঞান বলে। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, এই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুই তত্ত্ব বা পরমসুখরূপ পরমার্থ-ভূত বস্তু এবং অদ্বয়-তত্ত্ব বলিয়া ইহাই অপর সকল জ্ঞান-বস্তুর মূল; অদ্বয়-জ্ঞানবস্তুই স্বয়ংসিদ্ধ, অন্যনিরপেক্ষ; অপর জ্ঞানবস্তুসকল স্বয়ংসিদ্ধ নহে, অন্য-নিরপেক্ষও নহে—তাহারা সকল বিষয়ে অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বের অপেক্ষা রাখে। এই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তু সকলের মূল নিদান বলিয়া ইহাই পরমার্থভূত বস্তু, সুতরাং তত্ত্ব-বস্তু। ইহাই তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অভিমত; সুতরাং এই মতই পরম শ্রদ্ধেয়। শ্রীকৃষ্ণই এই অদ্বয়-জ্ঞানবস্তু, "অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ১।২।৫৩॥"

এই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুই কোনও স্থানে ব্রহ্ম, কোনও স্থানে পরমাত্মা এবং কোনও স্থানে ভগবান্ বলিয়া কথিত হয়েন।

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল। উপনিষদ্ কহে তারে—ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এক্ষণে দেখিতে হইবে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনটি কি অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বেরই নামান্তর বা ভিন্ন ভিন্ন নাম? না কি এই তিনটী তাঁহার আবির্ভাব-বিশেষের নাম? যদি এই তিনটী নাম একই অভিন্ন-বস্তুর নামান্তর মাত্র হয়, তাহা হইলে, সামান্য-লক্ষণে ও বিশেষ-লক্ষণে ঐ তিনটী শব্দের বাচ্য তিনটী বস্তুর কোনও পার্থক্য থাকিবে না। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। জল, বারি ও সলিল এই তিনটী শব্দ একই অভিন্ন বস্তুকে বুঝায়; জল-শব্দের বাচ্য যাহা, বারি-শব্দের বাচ্যও তাহা, সলিল-শব্দের বাচ্যও তাহা—এই তিনটী শব্দের বাচ্যে, সামান্য-লক্ষণে ও বিশেষ-লক্ষণে কোনও পার্থক্য নাই। সুতরাং জল, বারি ও সলিল—একই অভিন্ন বস্তুর নামান্তর মাত্র। কিন্তু বরফ, জল ও জলীয় বাষ্পের বাচ্য একই বস্তু নহে; শীতে জল জমিয়া যখন শক্ত স্ফটিকের আকার ধারণ করে, তখন তাহাকে বলে বরফ; আবার উত্তাপযোগে জল যখন বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন তাহাকে বলে বাষ্প। বরফ, জল ও বাষ্পের উপাদান বা সামান্য-লক্ষণ অভিন্ন হইলেও, তাহাদের বিশেষ-লক্ষণ স্বতন্ত্র—বরফ শক্ত, জল তরল এবং বাষ্প বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য। এই জন্য এই তিনটী শব্দের বাচ্য এক অভিন্ন বস্তু নহে—পরন্তু বরফ, জল ও বাষ্প একই বস্তুর তিনটী অবস্থার বা তিনটী স্বরূপের নাম; বরফ বলিলে জল বা বাষ্পকে বুঝায় না; বাষ্প বলিলে বরফ বুঝায় না। ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্—এই তিনটী শব্দের বাচ্যও একই অভিন্ন বস্তু নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ম পয়ারের টীকায় এই তিনটী শব্দের বাচ্যবস্তুর লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে; এই তিনটী শব্দের বাচ্য তিনটী বস্তুর সামান্য লক্ষণ (সচ্চিদানন্দময়ত্ব) অভিন্ন হইলেও, তাহাদের বিশেষ লক্ষণ অভিন্ন নহে। বস্তুর পরিচয় হয় বিশেষ-লক্ষণের দ্বারা, সামান্য-লক্ষণের দ্বারা নহে; সুতরাং ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে তিনটী বিভিন্ন বস্তু বুঝাইতেছে; সামান্য-লক্ষণে (সচ্চিদানন্দময়ত্বাংশে) এই তিনটী বস্তুর সহিত অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুর ঐক্য থাকাতে এই তিনটী বস্তুকে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বেরই বিভিন্ন অবস্থা বা বিভিন্ন আবির্ভাব বলা যায়—যেমন বরফ এবং জলীয়বাষ্প জলের বিভিন্ন অবস্থা বা বিভিন্ন-স্বরূপ, তদ্রূপ। সুতরাং ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের নামান্তর নহে, পরন্তু অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুর বিভিন্ন আবির্ভাবেরই নাম। যে আবির্ভাবে চিদেকরূপ-জ্ঞানের কেবল সত্তামাত্র বিকশিত, কিন্তু যাহাতে কোনও শক্তির বিলাস নাই, তাঁহার নাম ব্রহ্ম। যে আবির্ভাবে জ্ঞানের সত্তা বিকশিত, শক্তিও বিকশিত (পূর্ণরূপে নহে), কিন্তু যাঁহাতে সাক্ষাদ্ভাবে বিজাতীয়-মায়াশক্তির সংশ্রব আছে (দ্রষ্টা রূপে), তাঁহার নাম পরমাত্মা। আর যে আবির্ভাবে সত্তা বিকশিত, শক্তিও পূর্ণরূপে বিকশিত এবং যাঁহার সহিত সাক্ষাদ্ভাবে বিজাতীয়-মায়াশক্তির কোনও সংশ্রব নাই, তাঁহার নাম ভগবান্। এই শ্লোকের "ভগবান্"-শব্দে স্বয়ং ভগবান্ এবং পরব্যোমস্থিত শ্রীনারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপকেও বুঝাইতে পারে।

মুখ্য অর্থে, মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিনটী শব্দের প্রত্যেকটাই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তু শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায় বটে, কিন্তু রূঢ়ি-অর্থে তাঁহার তিনটী আবির্ভাবকেই সূচিত করে। "ব্রহ্ম-আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়। রূঢ়িবৃত্তে নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয়॥ ২।২৪।৫৯॥" "ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ কৃষ্ণের বিহার।১।২।২৯॥"

৮। ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হইতেছে। **তাঁহার অঙ্গের**—সেই শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গের (দেহের)। **শুদ্ধ**—নির্ম্মল; প্রাকৃতত্বরূপ মলিনতাশূন্য; অপ্রাকৃত; চিন্ময়। **কিরণমণ্ডল**—জ্যোতিঃসমূহ। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি চিন্ময়, অপ্রাকৃত। জ্যোতিষ্মান্ বস্তুর রূপের অনুরূপই তাহার জ্যোতিঃ হইয়া থাকে। আকাশের সূর্য্য প্রাকৃত বস্তু, তাহার জ্যোতিঃও প্রাকৃত; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিঃও অপ্রাকৃত চিন্ময়।

উপনিষদ্—শ্রুতি; পরমার্থ-প্রতিপাদক শাস্ত্র। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর শ্রুতি আছে; এক শ্রেণীর শ্রুতিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বিবরণ এবং আর এক শ্রেণীর শ্রুতিতে সবিশেষ ব্রহ্মের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পয়ারে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-প্রতিপাদিকা শ্রুতিকেই উপনিষদ্-শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। জ্ঞানমার্গাবলম্বী অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ নির্ব্বিশেষ-শ্রুতিরই বিশেষ সমাদর করেন। **তাঁরে**—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের চিন্ময় কিরণমণ্ডলকে। **সুনির্ম্মল**—মায়ার স্পর্শশূন্য, মায়াতীত।

চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ। | জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উপনিষৎ কহে ইত্যাদি—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপর শ্রুতিশাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তিকেই ব্রহ্ম বলেন। নির্ব্বিশেষ-শ্রুতির উপরে প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয়, তিনি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি চিন্ময় এবং মায়াতীত বলিয়া অদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্মও চিন্ময় এবং মায়াতীত।

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের সাধারণতঃ দুই ভাবে অভিব্যক্তি—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, অর্থাৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। "দ্বে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ। ভগবৎসন্দর্ভ—১০০ প্রকরণধৃত বিষ্ণুপুরাণ-বচন।"

স্বয়ংরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণাদি তাঁহার সবিশেষ বা মূর্ত্ত প্রকাশ, আর ব্রহ্ম তাঁহার নির্ব্বিশেষ প্রকাশ। "ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশ। ২।২০।১৩৫॥" স্বয়ংরূপে শ্রীকৃষ্ণে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের—সবিশেষত্বের পূর্ণতম বিকাশ। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম যে স্বরূপতঃই তাঁহার অঙ্গ-কান্তি তাহা নহে; ইহা একটী উপমা মাত্র। আমরা জানি, সূর্য্য একটী সবিশেষ বস্তু, কিন্তু তাহার প্রভা নির্ব্বিশেষ। নির্ব্বিশেষত্বাংশে ব্রহ্মের সঙ্গে সূর্য্য-কিরণের সাদৃশ্য আছে এবং সবিশেষত্বাংশে কৃষ্ণের সহিত সূর্য্যের সাদৃশ্য আছে; তাই সূর্য্যের সহিত কৃষ্ণের উপমা দিয়া সূর্য্যকিরণের সহিত ব্রহ্মের উপমা দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্ম কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের কিরণ তুল্য। লঘুভাগবতামৃতও একথাই বলেন। "ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকং বস্তু নির্ব্বিশেষমমূর্ত্তিকম্। ইতি সূর্য্যোপমস্যাস্য কথ্যতে তৎ প্রভোপমম্॥ ২১৬॥—নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ এবং অমূর্ত্ত ব্রহ্ম, সূর্য্যস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস্থানীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।" ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও তাহাই বলেন। "তদ্ ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ॥ পূঃ ২।১৩৬॥" বাস্তবিক, অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব বস্তু শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ প্রকাশই ব্রহ্ম—ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ।

কোনও বস্তু সম্বন্ধে যাঁহার যতটুকু অনুভব, তিনি ততটুকুই বলিতে পারেন। যিনি দূর হইতে দুগ্ধ দেখিয়াছেন, মাত্র, কিন্তু স্পর্শ করেন নাই, কিম্বা স্বাদও গ্রহণ করেন নাই—দুগ্ধের শ্বেতত্বই তিনি অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু তরলত্ব বা মাধুর্য্য তিনি অনুভব করিতে পারেন না; কেহ যদি বলে দুগ্ধ তরল এবং মধুর, তাহা হইলেও হয়তো তিনি তাহা বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু যিনি দুগ্ধ আস্বাদনও করিয়াছেন, তিনি জানেন, দুগ্ধ শ্বেত, তরল এবং মধুর। ভগবদনুভব-সম্বন্ধেও এইরূপ; যাঁহার যে পরিমাণ ভগবদনুভব, তিনি সেই পরিমাণ পরিচয়ই জানেন। প্রথম পরিচ্ছেদের ২৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা দেখিয়াছি, একমাত্র ভক্তিমার্গেই ভগবানের সম্যক্-অনুভব সম্ভব; জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গে তাহা সম্ভব নহে। জ্ঞানমার্গের অদ্বৈতবাদিগণ অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ অঙ্গ-কান্তিমাত্র অনুভব করিতে পারেন; তাঁহাদের অনুভব-লব্ধ বস্তুকেই তাঁহারা পরতত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। তাই তাঁহারা বলেন, নির্ব্বিশেষ কান্তিস্বরূপ ব্রহ্মই পরতত্ত্ব। বাস্তবিক নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম পরতত্ত্ব নহেন। যাঁহারা ভক্তিমার্গের উপাসক, তাঁহারা জানেন, অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের পূর্ণতম বিকাশ ব্রহ্মে নাই; পূর্ণতম-বিকাশ আছে শ্রীকৃষ্ণে; তাই শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব। এই পয়ার "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা" এই অংশের অর্থ।

৯। জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ যে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের যথার্থ-অনুভব লাভ করিতে পারেন না, সূর্য্যের দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন। সূর্য্যলোকবাসী দেবতাগণ সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটে থাকেন। তাঁহারা দেখিতে পারেন, সূর্য্যের কর-চরণাদি-বিশিষ্ট আকার আছে, তাঁহার যানাদিও আছে। কিন্তু সূর্য্য হইতে বহু দূরে অবস্থিত পৃথিবী হইতে আমরা সূর্য্যের কর-চরণাদি-বিশিষ্ট রূপ দেখিতে পাইনা—আমাদের মনে হয়, সূর্য্য একটী জ্যোতিঃপুঞ্জ মাত্র—নির্ব্বিশেষ বস্তু, কর-চরণাদি-বিশিষ্টতা সূর্য্যের নাই; এইরূপই আমাদের অনুভব। "যথা মাংসময়ী দৃষ্টিঃ সূর্য্যমণ্ডলং প্রকাশমাত্রত্বেন গৃহ্ণাতি। দিব্যাতু প্রকাশমাত্রস্বরূপত্বেঽপি তদন্তর্গতদিব্যসভাদিকং গৃহ্ণাতি। এবমত্র ভক্তেরেব সম্যক্তেন তয়ৈব সম্যক্ত্বং দৃশ্যতে। তচ্চ ভগবানেবেতি তস্যৈব সম্যগ্রূপত্বং জ্ঞানস্য তু অসম্যক্ত্বে দর্শিতত্বাত্তেনাসম্যগেব দৃশ্যতে তচ্চ ব্রহ্মেতি তস্যাসম্যগ্রূপত্বম্। ভগবৎসন্দর্ভঃ॥" কাচ-গোলকের মধ্যে অবস্থিত একটী দীপকে যদি আমরা বহু দূর হইতে দেখি, তাহা হইলে কাচ-গোলক আমরা দেখিতে পাইনা, দীপ-শিখা বা দীপাধারও দেখিতে পাইনা; আমরা দেখি একটা জ্যোতি-র্গোলক মাত্র। কিন্তু দীপের খুব নিকটে গিয়া দেখিলে, কাচগোলক, দীপ-শিখা,

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪০)—
যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে কারিকে। নিষ্কলাদিস্বরূপং তৎ ব্রহ্মাণ্ডার্ব্বুদকোটিষু। বিভূতিভির্বিধাভিৰ্ভিন্নং ভেদমুপাগতম্ ॥ সদা প্রভাবযুক্তস্য ব্রহ্ম যস্য প্রভা ভবেৎ। তং গোবিন্দং ভজামীতি পদ্যস্যার্থঃ স্ফুটীকৃতঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দীপাধারাদি সমস্তই দেখিতে পাই ; দীপ-শিখার আকার, সলিতা, সলিতার উপরিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ অংশও দেখিতে পাই। এইরূপে অবস্থানের বিভিন্নতা-অনুসারে একই প্রদীপ ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। ভগবদনুভব-সম্বন্ধেও এইরূপ। যাঁহারা জ্ঞান-মার্গের উপাসক, তাঁহারা অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের নির্ব্বিশেষ স্বরূপটী মাত্র অনুভব করিতে পারেন—সবিশেষ স্বরূপের অনুভব তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। আবার যাঁহারা যোগমার্গের উপাসক, তাঁহারা অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের পরমাত্ম-স্বরূপকে অনুভব করিতে পারেন এবং যাঁহারা ভক্তি-মার্গের উপাসক, তাঁহারা তাঁহার সম্যক্ অনুভব লাভ করিতে পারেন। উপাসনা-ভেদই অনুভব-পার্থক্যের হেতু।

উপাসনা-ভেদে অনুভব-পার্থক্যের কারণ এই। জীবের কোনওরূপ চেষ্টা দ্বারাই ভগবদনুভব সম্ভব নহে। ভগবদনুভবের একমাত্র হেতু ভগবৎকৃপা। শ্রুতিও একথা বলেন। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ কঠোপনিষৎ ।২।২৩॥" যাঁহার প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা হয়, তাঁহাকেই তিনি নিজের স্বরূপ অনুভব করান এবং যে শক্তিতে তাঁহাকে অনুভব করা যায়, সেই শক্তিও তিনিই প্রকটিত করেন; তাঁহার শক্তি ব্যতীত কেহই তাঁহাকে অনুভব করিতে সমর্থ নহে। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ লক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ॥ লঘু ভা, ৪২২॥" সাধকের চেষ্টা বা সাধন ভগবদনুভবের হেতু না হইলেও সাধনকে উপেক্ষা করা চলে না ; সাধনের দ্বারা জীবের চিত্ত ভগবদনুভব-সম্পাদিকা শক্তিগ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে; সুতরাং সাধনকে ভগবদনুভবের আনুষঙ্গিক বা গৌণ কারণ বলা যায়। সাধন, সাধকের চিত্তকে ভগবদনুভবের যোগ্য করার সঙ্গে সঙ্গে অনুভবের বৈশিষ্ট্যকেও নিয়ন্ত্রিত করে; যিনি যে ভাবে ভগবান্‌কে অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন, সাধনের দ্বারাই সেই ভাবটী গঠিত এবং পরিস্ফুট হয়; ভগবদনুভবও এই ভাবের দ্বারাই আকারিত হয় ; অর্থাৎ যিনি যে ভাবে শ্রীভগবান্‌কে অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভগবান্‌ও তাঁহাকে সেইভাবেই নিজের অনুভব দান করেন। গীতায় শ্রীভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।৪।১১॥" যাঁহারা জ্ঞানমার্গের উপাসক, তাঁহারা অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপেই চিন্তা করেন; তাঁহাদের উপাসনা-পদ্ধতিও এই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-চিন্তারই অনুকূল; এই জাতীয় ভাবই তাঁহাদের চিত্তে গঠিত এবং পরিস্ফুট হয়; সুতরাং অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বও নিজের নির্ব্বিশেষ স্বরূপকেই তাঁহাদের অনুভবের বিষয়ীভূত করেন। তাঁহার সবিশেষ-স্বরূপের অনুভব তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে; কারণ তাঁহাদের উপাসনা এবং মনোগত ভাব সবিশেষ-স্বরূপের অনুকূল নহে। এইরূপে, যোগমার্গের উপাসকগণ তাঁহার পরমাত্ম-স্বরূপের অনুভব এবং ভক্তিমার্গের উপাসকগণ তাঁহার স্বয়ংরূপের অনুভব লাভ করিতে পারেন।

চর্ম্মচক্ষে—চর্ম্মদ্বারা আবৃত মানুষের চক্ষুদ্বারা, সূর্য্য হইতে বহু দূরে অবস্থিত পৃথিবী হইতে। **যৈছে**—যেমন। **সূর্য্য নির্ব্বিশেষ**—কর-চরণাদি-বিশিষ্টতাশূন্য জ্যোতিঃপুঞ্জমাত্র। **জ্ঞানমার্গ**—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক সাধন। **লৈতে নারে**—গ্রহণ করিতে পারে না, অনুভব করিতে পারে না। **কৃষ্ণের বিশেষ**—অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদি বিশিষ্ট সবিশেষ স্বরূপ।

ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিস্থানীয়, তাহার প্রমাণ স্বরূপে ব্রহ্মসংহিতার এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫। অন্বয়। জগদণ্ডকোটিকোটিষু (কোটি-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডে) অশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নং (অশেষ-

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নরাকৃতেঃ সান্দ্রচৈতন্যরাশেঃ কৃষ্ণস্য নিরাকারশ্চৈতন্যরাশিঃ প্রভাস্থানীয়ো ব্রহ্মপ্রকাশত্বেনোচ্যতে, ইত্যত্র প্রমাণং বাচনিকমাহ, যস্য প্রভেত্যাদি। প্রভবতো যস্য প্রভা তৎ ব্রহ্ম, তং গোবিন্দমহং ভজামীত্যন্বয়ঃ। কীদৃশং ব্রহ্ম? ইত্যাহ জগদণ্ডকোটিকোটিষু অসংখ্যাতেষু জগদণ্ডেষু, বসুধাদিভির্বিভূতিভির্ভিন্নং কারণাত্মনা একং তৎকার্য্যাত্মনা অসংখ্যাতমিত্যর্থঃ। নম্ন "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্" ইত্যাদৌ প্রভোরেব পরেশাৎ কার্য্যং শ্রুতং, ন তু তৎপ্রভায়া ইতি চেৎ? উচ্যতে। প্রভোঃ প্রভৈব কার্য্যনিষ্পাদিকেতি বিবক্ষয়া তদুক্তিরিতি তৎপ্রভয়ৈব ক্ষুব্ধা প্রকৃতি র্জগদণ্ডান্যসূতেত্যর্থঃ। কেবলাদ্বৈতিভি র্যদ্ ব্রহ্মস্বরূপং নির্ণয়তে, তদত্র নাভিমতং তদ্ধি নির্ধর্ম্মকং শব্দাবাচ্যমদ্বিতীয়ঞ্চ। ইদং তু বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রকাশময়ত্বাদি ধর্ম্মযুক্, শাস্ত্রবাচ্যং, জগৎকারণত্বাৎ সদ্বিতীয়ঞ্চ ইতি মহদন্তরম্। কিঞ্চ, তদভিমতং ব্রহ্ম তু ন শ্রদ্ধেয়ং, তস্মিন্ প্রমাণাভাবাৎ; ন তাবৎ তত্র প্রত্যক্ষং প্রমাণং, রূপাদিবিরহাৎ; নাপ্যনুমানং, তদ্ব্যাপ্যলিঙ্গাভাবাৎ; ন চ শব্দঃ, প্রবৃত্তি-নিমিত্তস্য জাত্যাদেরভাবাৎ; ন চ লক্ষণা, সর্ব্বশব্দাবাচ্যে তস্যা অসম্ভবাৎ; ন চ তৎপক্ষে তত সৃষ্টিঃ, তদ্ধেতোঃ সঙ্কল্পশক্তিবিহরাৎ, ন চোপদেশঃ, উপদেষ্টৃরূপদেশস্য চাভাবাৎ। নমু ভ্রান্ত্যা তত্তৎসিদ্ধিঃ? মৈবম্। ক্ব ভ্রমঃ- ব্রহ্মণি জীবে বা? নাদ্যঃ, বিজ্ঞানরাশেস্তস্য তদসম্ভবাৎ। নান্ত্যঃ, প্রাগভ্রান্তেস্তস্যৈবাভাবাৎ, ইতি তুচ্ছং তৎ॥ শ্রীজীবগোস্বামী॥ ৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বসুধাদি বিভূতি দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত) নিষ্কলং (পূর্ণ) অনন্তং (অপরিচ্ছিন্ন) অশেষভূতং (মূলভূত) [যৎ] (যেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), তৎ (সেই ব্রহ্ম) প্রভবতঃ (প্রভাবযুক্ত) যস্য (যাঁহার) প্রভা (কান্তি), তং (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)।

অনুবাদ। অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্ত-বসুধাদি বিভূতিদ্বারা যিনি ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পূর্ণ, নিরবচ্ছিন্ন এবং অশেষভূত ব্রহ্ম—প্রভাবশালী যাঁহার প্রভা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ৫।

জগদণ্ড—জগদ্রূপ অণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড। **জগদণ্ডকোটি-কোটিষু**—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে; তাহার প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে। **অশেষ-বসুধাদি**—অশেষ অর্থ অনন্ত; বসুধাদি অর্থ পৃথিবী-আদি, ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতি লোক। **বিভূতি**—শ্রীভগবানের বিভূতি; পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতি, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, ষোড়শ বিকার (অর্থাৎ ক্ষিতি-অপ্-তেজ-আদি পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়) পুরুষ, অব্যক্ত (প্রকৃতি), সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ব্রহ্ম ইত্যাদিই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীভগবানের বিভূতি। "পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিরহং মহান্। বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্। শ্রীভা, ১১।১৬।৩৭॥" **ভিন্নং**—ভেদপ্রাপ্ত। **অশেষ-বসুধাদি-বিভূতি-ভিন্ন**—প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী-আদি অনেক লোক আছে; এইরূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি পৃথিবী আদি লোক আছে; ইহাদের প্রত্যেক লোকেই বায়ু, আকাশ, জল, প্রভৃতি—শ্রীভগবানের অনন্ত বিভূতি আছে। এই সকল অনন্ত বিভূতি দ্বারা যিনি অনন্ত প্রকারে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, (সেই ব্রহ্ম)। জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ, উভয়ই ব্রহ্ম; ব্রহ্ম কারণ এবং পৃথিবী বায়ু আকাশাদি তাঁহার অনন্ত কার্য্য। কারণ কার্য্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়া কারণরূপে এক হইলেও ব্রহ্ম, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত-কার্য্যরূপে অনন্ত প্রকারে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, এস্থলে ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলা হইল এবং এই শ্লোকে ব্রহ্মকে আবার শ্রীগোবিন্দের প্রভা বা অঙ্গকান্তিও বলা হইয়াছে; তাহা হইলে শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তিই হইল জগতের কারণ; এই অঙ্গকান্তিই অনন্ত বিভূতি দ্বারা অনন্তরূপে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রুতি বলেন, শ্রীগোবিন্দই বহু হওয়ার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন; "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্। তৈঃ উঃ ২।৬॥"; এই ইচ্ছা হইতেই সৃষ্টির সূচনা; সুতরাং শ্রীগোবিন্দই জগতের কারণ। ব্রহ্মসংহিতাও একথাই বলেন। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥" কিন্তু তাঁহার প্রভার কারণত্বের কথা শুনা যায় না। তথাপি ব্রহ্মকে

কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম—গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি ॥ ১০

সে গোবিন্দ ভজি আমি—তেঁহো মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি ॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জগতের কারণ বলা হইল কেন? ইহার উত্তরে শ্রীজীবগোস্বামিচরণ বলেন, "প্রভোঃ প্রভৈব কার্য্যনিষ্পাদিকেতি বিবক্ষয়া তদুক্তিরিতি, তৎপ্রভয়ৈব ক্ষুব্ধা প্রকৃতি র্জগদণ্ডান্যসূতেত্যর্থঃ। শ্রীগোবিন্দের প্রভাই কার্য্য-নিষ্পাদিকা—ইহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই প্রভাস্থানীয় ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রভাদ্বারাই প্রকৃতি ক্ষুব্ধা হইয়াছে এবং অনন্তকোটি জগৎ প্রসব করিতে সমর্থা হইয়াছে। সুতরাং প্রভা বা ব্রহ্মই জগতের অব্যবহিত কারণ।"

ব্রহ্ম জগতের কারণ হইলে আরও প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। কেবলাদ্বৈত্যবাদিগণ ব্রহ্মের যে স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, সেই ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক, শব্দের অবাচ্য এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু এস্থলে যে ব্রহ্মের কথা বলা হইতেছে, তিনি ধর্ম্মযুক্ত, শব্দবাচ্য এবং সদ্বিতীয়; কারণ, তিনি জগতের কারণ। কেবলাদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্ম এবং এই শ্লোকোক্ত ব্রহ্ম কি একই বস্তু নহে? উত্তর—এই শ্লোকে উক্ত ব্রহ্ম কেবলাদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্ম নহেন। এই শ্লোকোক্ত ব্রহ্ম সৃষ্টির কারণ; কিন্তু কেবলাদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্ম সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন না। কারণ, নিঃশক্তিক বলিয়া তাঁহার সঙ্কল্প-শক্তি নাই, অথচ সঙ্কল্প ব্যতীতও বৈচিত্র্যপূর্ণ এই জগৎ রচিত হইতে পারে না।

নিষ্কলং—কলা (অংশ) নাই যাহার; পূর্ণ। **অনন্তং**—অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বব্যাপক। **অশেষভূতং**—মূলভূত, কারণ। **প্রভবতঃ**—প্রভাবযুক্তের; যাঁহার প্রভাব আছে, তাঁহার। **প্রভা**—জ্যোতিঃ, অঙ্গকান্তি। **আদিপুরুষ**—যিনি সকলের আদি, সকলের মূল (সুতরাং ব্রহ্মেরও মূল); কিন্তু যাঁহার আদি বা মূল কেহ নাই। **গোবিন্দ**—শ্রীকৃষ্ণ, গোপবেশ-বেণুকর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন।

এই শ্লোকটী সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উক্তি; শ্রীগোবিন্দের মহিমা বর্ণনা করিতে করিতে তিনি বলিতেছেন—"অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি পৃথিবী-আদি লোক আছে; ইহাদের প্রত্যেক লোকেই বায়ু আকাশ প্রভৃতিরূপে ভগবানের অনন্ত বিভূতি বিরাজিত; পৃথিব্যাদিও তাঁহারই বিভূতি। পূর্ণ এবং নিরবচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মই জগদাদি সৃষ্টবস্তুর কারণ; তিনি কারণরূপে এক হইয়াও অনন্ত-কার্য্যরূপে অনন্তরূপে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এতাদৃশ ব্রহ্মও যাঁহার প্রভা বা অঙ্গকান্তি, আমি সেই শ্রীগোবিন্দের ভজন করি।"

শ্রীগোবিন্দ ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক হইলেও শ্রীগোবিন্দ সবিশেষ-আবির্ভাব এবং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব; সুতরাং শ্রীগোবিন্দ হইলেন ধর্ম্মী এবং ব্রহ্ম হইলেন তাঁহার ধর্ম্ম; যেমন সূর্য্য ধর্ম্মী, আর কিরণ তাঁহার ধর্ম্ম, তদ্রূপ। তাই শ্রীগোবিন্দকে সূর্য্যস্থানীয় মনে করিয়া ব্রহ্মকে প্রভাস্থানীয় মনে করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা, তাহার প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্লোকে যে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সৃষ্টিশক্তিরূপ। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারদ্বয়ে যে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি অদ্বৈতবাদীদিগের নির্ধর্ম্মক ব্রহ্ম। তথাপি, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মের প্রমাণ-স্বরূপ সধর্ম্মক-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক এই শ্লোক উদ্ধৃত করার হেতু বোধ হয় এই যে, এই শ্লোকে গোবিন্দকে "আদি পুরুষ" বলায় এবং অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীগোবিন্দ স্বয়ংসিদ্ধ-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদশূন্য হওয়ায়, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মও যে শ্রীগোবিন্দেরই বিভূতি, তাহাই প্রমাণিত হইল। অধিকন্তু "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং" এই প্রমাণানুসারে নিরাকার চৈতন্যরাশিরূপ ব্রহ্ম যে, সান্দ্র-চৈতন্য-রাশিরূপ শ্রীগোবিন্দেরই প্রভাস্থানীয়, তাহাও প্রমাণিত হইল।

১০-১১। এই দুই পয়ারে "যস্যপ্রভা প্রভবতঃ" ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করা হইতেছে।

বিভূতি—প্রাকৃতাপ্রাকৃতবস্তূনি ইতি চক্রবর্ত্তী। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিব্যাদি যে সমস্ত বস্তু আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের বিভূতি। **তাঁহার প্রসাদে**—তাঁর (সেই গোবিন্দের) কৃপায়। শ্রীগোবিন্দের শক্তিতেই ব্রহ্মা ব্যাষ্টিজীবাদির সৃষ্টি করেন। **মোর**—আমার, ব্রহ্মার॥ **সৃষ্টি-শক্তি**—জগৎ সৃষ্ট করিবার ক্ষমতা। এই দুই পয়ার ব্রহ্মার উক্তি।

তথাহি (ভাঃ ১১।৬।৪৭)—
মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥৬॥

আত্মান্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয় ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সন্ন্যাসিনো হি ব্রহ্মচর্য্যাদিক্লেশৈঃ কথঞ্চিত্তরন্তি বয়ন্ত্বনায়াসেনৈব তরিষ্যাম ইত্যাহ বাতবসনা ইতি। ঊর্দ্ধমন্থিনঃ ঊর্দ্ধরেতসঃ॥ শ্রীধরস্বামী॥

বাতবসনাদ্যাস্তৈস্তৈর্জ্ঞানবৈরাগ্যাদিভিঃ সাধনৈঃ ব্রহ্মাখ্যং তব ধাম। তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারতেত্যর্জ্জুনং প্রতি ত্বদুক্তেস্তবৈব তেজোবিশেষং তে যান্তি। সত্যং তে যান্তু, বয়ন্তু ন তৎ যিযাসামঃ, কিন্তু ত্বন্মুখচন্দ্রমধুরস্মিতসুধাপানমত্তা এব তিষ্ঠাসাম ইতি ভাবঃ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৬ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৬। **অন্বয়।** মুনয়ঃ (মননশীল) বাতবসনাঃ (দিগম্বর) শ্রমণাঃ (পরমার্থ বিষয়ে শ্রমশীল) ঊর্দ্ধমন্থিনঃ (ঊর্দ্ধরেতা) শান্তাঃ (কামনাশূন্য) অমলাঃ (বিমলচিত্ত) সন্ন্যাসিনঃ (সন্ন্যাসিগণ) তে (তোমার) ব্রহ্মাখ্যং (ব্রহ্মনামক) ধাম (তেজ) যান্তি (প্রাপ্ত হয়েন)।

অনুবাদ। পরমার্থ-বিষয়ে মননশীল, দিগম্বর, পরমার্থ-বিষয়ে শ্রমশীল, ঊর্দ্ধরেতা, কামনাশূন্য, বিমলচিত্ত, সন্ন্যাসিগণ তোমার (ভগবানের) ব্রহ্ম-নামক তেজকে প্রাপ্ত হয়েন। ৬।

কোন কোন গ্রন্থে "বাতবসনাঃ" স্থলে "বাতরসনাঃ" পাঠান্তর আছে। অর্থ একই; রসনা অর্থও বসন। "বাতরসনেতি রসনা-শব্দেন বস্ত্রং লক্ষ্যতে হিরণ্যরসন ইত্যত্র চতুর্থে তৈরেব তথা ব্যাখ্যাতত্বাৎ॥ দীপিকা-দীপন-টীকা॥"

বাতবসনাঃ—বাত (বায়ু)ই বসন (বস্ত্র) যাঁহাদের, যাঁহারা বস্ত্র পরিধান করেন না; দিগম্বর। **শ্রমণ**-অন্য বিষয়ে পরিশ্রম না করিয়া যাঁহারা পরমার্থবিষয়েই পরিশ্রম করেন; সাধনকার্য্য-রত। **ঊর্দ্ধমন্থিনঃ**—ঊর্দ্ধরেতা; যাঁহারা স্ত্রী-সঙ্গ করেন না—স্ত্রীসঙ্গের ইচ্ছাও যাঁহাদের নাই। **শান্ত**—ভগবন্নিষ্ঠ-বুদ্ধিবশতঃ যাঁহাদের চিত্তে অন্য কামনা নাই, তাঁহাদিগকে শান্ত বলে। "কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ২।১৯।১৩২॥" **অমলাঃ**—যাঁহাদের মধ্যে মলিনতা নাই; বিশুদ্ধচিত্ত। **সন্ন্যাসী**—দেহ-দৈহিক বিষয় সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিয়াছেন যিনি। **ব্রহ্মাখ্য-ধাম**—ব্রহ্মনামক তেজ (অঙ্গকান্তি)। **ধাম**—তেজ, কিরণ, কান্তি।

ব্রহ্মচর্য্য-ক্লেশসহিষ্ণু সন্ন্যাসিগণ শ্রীভগবানের ব্রহ্ম-নামক তেজ বা অঙ্গকান্তিকে প্রাপ্ত হয়েন, ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তি। এই শ্লোকটী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধবের উক্তি। সাযুজ্য-মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ সিদ্ধাবস্থায় যে জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বিশেষ ধাম প্রাপ্ত হয়েন, অন্যত্রও তাঁহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়। সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥১।৫।৩২॥ সিদ্ধ-লোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি। সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণাঃ হতাঃ॥ ভ, র, সি, পূ, ২।১৩৮॥"

এই পর্য্যন্ত "যদদ্বৈতং"-শ্লোকের প্রথম চরণের অর্থ শেষ হইল।

১২। এক্ষণে "যদদ্বৈতং" শ্লোকের "য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভব" এই দ্বিতীয় চরণের অর্থ করিতেছেন। যোগশাস্ত্রে যেই ভগবৎস্বরূপকে অন্তর্য্যামী পরমাত্মা বলা হয়, তিনিও শ্রীগোবিন্দের অংশমাত্র, ইহাই তাৎপর্য্য।

আত্মান্তর্য্যামী—আত্মা (পরমাত্মা) ও অন্তর্য্যামী। ইনি প্রত্যেক ব্যষ্টিজীবের হৃদয়ে অবস্থিত প্রাদেশ-পরিমিত চতুর্ভুজ পুরুষ। **যোগশাস্ত্র**—যোগ-মার্গ-প্রতিপাদক শাস্ত্র। যাঁহারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ কামনা করেন, তাঁহাদিগকে যোগী বলে; তাঁহাদের অনুসরণীয় শাস্ত্রের নাম যোগশাস্ত্র। **অংশ-বিভূতি**—শ্রীগোবিন্দের অংশস্বরূপ বিভূতি (ঐশ্বর্য্য)।

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥ ১৩

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।৪২)—
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৭ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এবমবয়বশো বিভূতীরুপবর্ণ্য সামস্ত্যেন তাঃ প্রাহ, অথবেতি। বহুনা পৃথক্ পৃথগুপদিশ্যমানেন বিভূতিবিষয়কেণ জ্ঞানেন তব কিং প্রয়োজনম্? হে অর্জ্জুন! চিদচিদাত্মকং হরবিরিঞ্চিপ্রমুখং কৃৎস্নং জগদহমেকেনৈব প্রকৃত্যান্তর্য্যামিনা-পুরুষাখ্যেনাংশেন বিষ্টভ্য স্রষ্টৃত্বাৎ সৃষ্ট্বা ধারকত্বাৎ ধৃত্বা ব্যাপকত্বাদ্ব্যাপ্য পালকত্বাৎ পালয়িত্বা চ স্থিতোঽস্মীতি সর্জ্জনাদীনি মদ্বিভূতয়ঃ মদ্ব্যাপ্তেষু সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদিসর্ব্বাণি বস্তূনি মদ্বিভূতিতয়া বোধ্যানীতি॥ বলদেব বিদ্যাভূষণঃ ॥ ৭ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩। শ্রীগোবিন্দের অংশ পরমাত্মা এক বস্তু, তিনি বহু নহেন; কিন্তু জীব অনন্ত; একই পরমাত্মা কিরূপে অনন্তকোটি জীবে অবস্থান করিতেছেন, সূর্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন। একই সূর্য্য যেমন অনন্ত স্ফটিকের প্রত্যেকটীতে প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ একই পরমাত্মা অনন্তকোটি জীবে ব্যষ্টিজীবান্তর্য্যামিরূপে প্রকাশিত হয়েন। এস্থলে একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রকাশত্বাংশেই দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য; সর্ব্ববিষয়ে এই দৃষ্টান্তের প্রযোজ্যতা নাই। অনন্তস্ফটিকে সূর্য্য প্রকাশিত হয় প্রতিবিম্বরূপে; প্রতিবিম্ব অবাস্তব বস্তু। কিন্তু জীব-হৃদয়ে পরমাত্মা প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত হয়েন না—বাস্তবরূপেই প্রকাশিত হয়েন; তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই এক হইয়াও তিনি অনন্তকোটি জীবের প্রত্যেকের হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতে পারেন। পরমাত্মার প্রতিবিম্ব সম্ভবপরও নহে; কারণ, পরমাত্মা অপরিচ্ছিন্ন বিভু বস্তু। পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব সম্ভব; বিভু-বস্তুর প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে।

দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি অনন্ত প্রকারের অনন্ত-জীব আছে; সৃষ্টি-লীলানুরোধে একই পরমাত্মা এই সমস্ত জীবের প্রত্যেকের মধ্যেই অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত। ইহা দেখিয়া, কেহ কেহ আশঙ্কা করিতে পারে যে, বিভিন্ন জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মাও বিভিন্ন; এই আশঙ্কা-নিরসনের নিমিত্ত এই পয়ারে বলা হইল—পরমাত্মা একই বস্তু, বহু নহেন। আপন কর্ম্মফলে জীব মায়িক দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু জীবদেহে পরমাত্মার অবস্থিতি কর্ম্মফলজন্য নহে, ইহা তাঁহার লীলামাত্র; পরমাত্মার কর্ম্ম নাই, কারণ তিনি মায়াতীত। জীবদেহের সঙ্গে পরমাত্মার কোনও সম্বন্ধও নাই; তিনি নির্লিপ্তভাবে জীবান্তর্য্যামিরূপে জীবদেহে অবস্থিত। একই বায়ু যেমন বিভিন্ন বেণুরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া ষড়্জাদি বিভিন্ন ভেদ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ একই পরমাত্মা বিভিন্ন দেহে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন বলিয়া, আপাতঃ-দৃষ্টিতে দেহাদি-উপাধিভেদে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বিভিন্ন বেণুরন্ধ্রগত বায়ু যেমন একই বস্তু, তদ্রূপ বিভিন্ন জীব-দেহগত পরমাত্মাও অবিচ্ছিন্ন বস্তু। "বেণুরন্ধ্রবিভেদেন ভেদঃ ষড়্জাদি-সংজ্ঞিতঃ। অভেদব্যাপিনো বায়োস্তথা তস্য মহাত্মনঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ-২।১৪।৩২॥"

অনন্ত—অসংখ্য। **স্ফটিক**—এক রকম স্বচ্ছ প্রস্তর। **যৈছে**—যেমন। **এক-সূর্য্য**—একই সূর্য্য, বহু সূর্য্য নহে। **ভাসে**—প্রকাশিত হয়। একই সূর্য্য বহু স্ফটিকে প্রকাশিত হয়; বহু স্ফটিকে যে বহু প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহারা একই সূর্য্যের প্রতিবিম্ব, বহু সূর্য্যের প্রতিবিম্ব নহে। **তৈছে**—সেইরূপে। **জীবে**—অনন্ত-কোটি জীবের প্রত্যেকের হৃদয়ে। **প্রকাশে**—প্রকাশিত হয়।

"তৈছে জীবে" ইত্যাদি স্থলে ঝামটপুরের গ্রন্থে "তৈছে গোবিন্দের অংশ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ।" এইরূপ পাঠান্তর আছে। এস্থলে ব্রহ্মাণ্ডে অর্থ—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনন্তকোটি জীবের প্রত্যেকের হৃদয়ে।

এই পয়ারের প্রমাণস্বরূপে গীতা ও ভাগবতের শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৭। **অন্বয়।** অথবা (কিম্বা) অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) এতেন (এইরূপ) বহুনা (পৃথক্ পৃথক্

তথাহি (ভাঃ ১।৯।৪২)—
তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥ ৮ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পরমাত্মত্বস্থাপনায় তত্র বিভুমত্ত্বং দর্শয়ন্ স্বমত্যুপকল্পনমেবোপসংহরতি তমিতি। তমিমগ্রত এবোপবিষ্টং শ্রীকৃষ্ণং ব্যষ্ট্যন্তর্য্যামিরূপেণ নিজাংশেন শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্টিতম্। কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তমিত্যুক্তদিশা তত্তদ্রূপেণ ভিন্নমূর্ত্তিমৎসু বসন্তমপি একমভিন্নমূর্ত্তিমেব সমধিগতোঽস্মি। অয়ং পরমানন্দবিগ্রহ এব ব্যাপকঃ স্বান্তর্ভূতেন নিজাকারবিশেষেণান্তর্য্যামিতয়া তত্র তত্র স্ফুরতীতি বিজ্ঞাতবানস্মি। যতোঽহং বিধূতভেদমোহঃ। অস্যৈব কৃপয়া দূরীকৃতো ভেদমোহো ভগবদ্বিগ্রহস্য ব্যাপকত্বাসম্ভাবনাজনিত-নানাত্ব-জ্ঞানলক্ষণো মোহো যস্য তথা-ভূতোঽহম্। তেষু ব্যাপকত্বে হেতুঃ। আত্মকল্পিতানাং আত্মন্যেব পরমাশ্রয়ে প্রাদুষ্কৃতানাম্। অত্র দৃষ্টান্তঃ প্রতিদিশমিতি। প্রাণিনাং নানাদেশস্থিতানামবলোকনং প্রতি যথৈক এবার্কো বৃক্ষকুড্যাদ্যপরিগতত্বেন তত্রাপি কুত্রচিদব্যবধানঃ সংপূর্ণত্বেন সব্যবধানস্ত্বসংপূর্ণত্বেনানেকধা দৃশ্যতে তথেত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তোঽয়মেকস্যৈব তত্র তত্রোদয় ইত্যেতন্মাত্রাংশে। বস্তুতস্তু ভগবদ্বিগ্রহোঽচিন্ত্যশক্ত্যা তথা তথা ভাসতে। সূর্য্যস্তু দূরস্থবিস্তীর্ণাত্মতাস্বভাবেনেতি শেষঃ। অথবা তং পূর্ব্ববর্ণিত-স্বরূপং ইমমগ্রত এবোপবিষ্টং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি সন্তমপি সমধিগতোঽস্মি, যদপ্যন্তর্যামিরূপমেতস্মাদ্রূপাদন্যাকারং তথাপ্যেতদ্রূপমেবাধুনা তত্র তত্র তথা পশ্যামি সর্ব্বতো মহাপ্রভাবস্যৈব তস্য রূপস্যাগ্রতোঽন্যস্য রূপস্য স্ফুরণাশক্তেরিতি ভাবঃ। অত্র দৃষ্টান্তো দেশভেদেঽপ্যভেদ-বোধনায় জ্ঞেয়ম্। ন তু পূর্ণত্ববিবক্ষায়ৈ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ॥ ৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনেক বিষয়ে) জ্ঞাতেন (জ্ঞানদ্বারা) তব (তোমার) কিং (কি) [প্রয়োজনং] (প্রয়োজন) ? অহং (আমি) একাংশেন (এক অংশ দ্বারা—পরমাত্মরূপে) ইদং (এই) কৃৎস্নং (সকল) জগৎ (জগৎ) বিষ্টভ্য (ব্যাপিয়া) স্থিতঃ (অবস্থিত)।

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন, "অথবা, হে অর্জ্জুন! পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এই সকল বহু বিষয় জানিবার তোমার প্রয়োজন কি ? আমিই এক অংশদ্বারা (পরমাত্মরূপে) এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি"। ৭।

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজের অনেক বিভূতির বিষয়ে উপদেশ দিয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন,—অর্জ্জুন! পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রত্যেক বিভূতির কথা জানিয়া কি হইবে ? এক কথাতেই সমস্ত বলিতেছি শুন! এই যে চিজ্জড়াত্মক জগৎ দেখিতেছ—যাহাতে চিৎ—জীব এবং জড়—প্রকৃতি, এই দুইই বর্ত্তমান—আমিই এক অংশে, পরমাত্মরূপে তাহাকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি ; প্রকৃতির অন্তর্য্যামি যে পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামি যে পুরুষ, কিম্বা ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামি যে পুরুষ—তাঁহাদের প্রত্যেকেই আমার অংশ। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—তাঁহারাও আমারই অংশ—সৃষ্টিকর্ত্তারূপে আমিই জগতের সৃষ্টি করি, পালনকর্ত্তারূপে আমিই জগতের পালন করি, সংহারকর্ত্তারূপে আমিই জগতের সংহার করি। আমি সর্ব্বব্যাপী, আমিই সমস্তকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে এবং সমস্ত জীবে যে শ্রীগোবিন্দের অংশ প্রকাশিত আছেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৮। অন্বয়। প্রতিদৃশং (প্রত্যেকের দৃষ্টিতে) নৈকধা (বহু প্রকারে) [প্রতিভাতং] (প্রতিভাত) একং (একই) অর্কং ইব (সূর্য্যের ন্যায়), আত্মকল্পিতানাং (স্ব-নির্ম্মিত) শরীরভাজাং (দেহধারী প্রাণিগণের) হৃদি হৃদি (হৃদয়ে হৃদয়ে—প্রত্যেকের হৃদয়ে) ধিষ্টিতং (অধিষ্ঠিত) তং (সেই) ইমং (এই) অজং (জন্মরহিত শ্রীকৃষ্ণকে) বিধূত-ভেদমোহঃ (দূরীভূত-ভেদমোহ) অহং (আমি) সমধিগতঃ (প্রাপ্ত) অস্মি (হইয়াছি)।

অনুবাদ। ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—"একই সূর্য্য যেরূপ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন লোকের দৃষ্টিতে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ জন্মরহিত এই শ্রীকৃষ্ণও স্বনির্ম্মিত জীবকুলের প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকাশিত হয়েন। (এই শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপায় অদ্য) আমার ভেদ-মোহ দূরীভূত হওয়ায় সেই এই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলাম (উপলব্ধি করিতে পারিলাম)। ৮।

সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্যগোসাঞি। জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই। ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রতিদৃশং—বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জীব আছে; তাহাদের প্রত্যেকের দৃষ্টিতে। **নৈকধা**—ন একধা; একরূপে নহে, বহুরূপে। **অর্ক**—সূর্য্য। একটীমাত্র সূর্য্য আকাশে আছে; কিন্তু বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন লোকের প্রত্যেকেই যেমন আকাশস্থ ঐ একই সূর্য্যকে তাহার নিকটে বলিয়াই মনে করে, এইরূপে ঐ একই সূর্য্য যেমন বহুস্থানে বহুরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ। **আত্মকল্পিতানাং**—শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মিত। **শরীরভাজাং**—দেহধারী জীবগণের। দেহধারী জীবগণ যে শ্রীভগবানেরই রচিত, "আত্মকল্পিতানাং শরীরভাজাং" বাক্যে তাহাই বলা হইল। **তং**—সেই পরমাত্মাকে, যিনি দেহীদিগের প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। **ইমং**—এই সম্মুখভাগে দৃষ্ট। **অজং**—যাঁহার জন্ম নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণ। **বিধুতভেদমোহঃ**—যাঁহার ভেদ-জ্ঞানরূপ মোহ দূরীভূত হইয়াছে (সেই আমি—ভীষ্ম)। **ভেদমোহ**—ভেদজ্ঞানরূপ মোহ। ভীষ্মদেব বলিতেছেন—"শ্রীভগবান্ অনন্ত কোটি জীব সৃষ্টি করিয়া পরমাত্মরূপে তাহাদের প্রত্যেকের চিত্তেই অবস্থান করেন। ভগবদ্‌বিগ্রহের বিভুত্ব অসম্ভব মনে করিয়া বিভিন্ন জীবের হৃদয়ে অবস্থিত বিভিন্ন পরমাত্মাকেও আমি পৃথক্ পৃথক্ বস্তু বলিয়া মনে করিতাম। (জীবহৃদয়স্থিত পরমাত্মগণকে পৃথক্ পৃথক্ বস্তু মনে করাই ভেদজ্ঞান)। এই ভেদ-জ্ঞানরূপ যে মোহ, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাহা এখন আমার দূরীভূত হইয়াছে। এই মোহ দূরীভূত হইয়াছে বলিয়াই আমি এখন উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে, শ্রীভগবদ্-বিগ্রহ বিভু—সর্ব্বব্যাপক বলিয়া তিনি এক হইয়াও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে অনন্তকোটি জীবের হৃদয়ে অনন্তকোটি অন্তর্য্যামিরূপে প্রকাশিত হইতে পারেন; এবং আমি ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে—এই যে আমার সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া আছেন—ইনিই পরমাত্মরূপে অনন্তকোটি জীবে অবস্থিত। আকাশস্থ একই সূর্য্য যেমন বহুস্থানে অবস্থিত বহুলোকের প্রত্যেকের দৃষ্টিতেই প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ একই শ্রীকৃষ্ণ অনন্তকোটি জীবের চিত্তে পরমাত্মরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন। একই বস্তুর বহুরূপে প্রকাশত্বাংশেই এই দৃষ্টান্ত। সূর্য্য দূরদেশে অবস্থিত বলিয়া বহুস্থান হইতে দৃষ্ট হয়; কিন্তু পরমাত্মা বিভু বলিয়া এক হইয়াও বহুস্থানে বহুরূপে প্রকটিত হয়েন। ১৩শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪। **সেইত গোবিন্দ**—ব্রহ্মা যাঁহার অঙ্গকান্তি এবং পরমাত্মা যাঁহার অংশ, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দ। স্বয়ং তিনিই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শ্রীচৈতন্যে ও শ্রীগোবিন্দে কোনও পার্থক্য নাই। **জীবনিস্তারিতে** ইত্যাদি—মায়াবদ্ধজীবের নিস্তার-বিষয়ে শ্রীচৈতন্যের মত দয়ালু আর কেহই নাই। জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত অনেক সময়ে অনেক অবতার জগতে আসিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়া যেরূপ সার্ব্বজনীন ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, এরূপ আর কাহারও হয় নাই। কেবল ইহাই নহে—অন্যান্য অবতার জ্ঞান, যোগ, কর্ম্মাদির উপদেশ দিয়া জীবের উদ্ধারের উপায় করিয়াছেন; কিন্তু যদ্দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অন্তরঙ্গ-সেবা পাওয়া যায়, সেই প্রেমভক্তি শ্রীচৈতন্য ব্যতীত আর কেহই দেন নাই, দিতে পারিতেনও না; কারণ, দুর্ল্লভ ব্রজপ্রেম ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহই দিতে পারেন না। "সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥ ল, ভা, পু ৫।৩৭॥" ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়ার বিশিষ্টতা। সকল অবতারই জীব-নিস্তারের উপায় উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের আস্বাদন-লাভের উপায়টী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত অপর কেহই জানান নাই, দেনও নাই। ইহাই জীব-নিস্তার-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়ার বৈশিষ্ট্য।

যদদ্বৈতং শ্লোকের মর্ম্মানুসারে ব্রহ্মা হয়েন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি এবং পরমাত্মা তাঁহার অংশবিভব; কিন্তু ঐ শ্লোকের অর্থ করিতে যাইয়া গ্রন্থকার তাঁহার উক্তির প্রমাণস্বরূপে ব্রহ্মসংহিতার, শ্রীমদ্‌ভাগবতের এবং শ্রীগীতার যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, শ্রীগোবিন্দের বা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি ব্রহ্ম এবং তাঁহারই অংশ অন্তর্য্যামী;

পরব্যোমেতে বৈসে—নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ॥ ১৫
বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম।
'পূর্ণ তত্ত্ব' যাঁরে কহে—নাহি যাঁর সম ॥ ১৬
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি বা অংশ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেন না। এজন্য কাহারও সন্দেহ জন্মিতে পারে আশঙ্কা করিয়াই এই পয়ারে বলিলেন, শ্রীগোবিন্দে ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে কোনও পার্থক্য নাই; জীব-নিস্তারের উদ্দেশ্যে স্বয়ং শ্রীগোবিন্দই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—এতদুভয়ের একত্ব-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তিই ব্রহ্ম এবং তাঁহারই অংশ পরমাত্মা। এপর্য্যন্ত "যদদ্বৈতং" শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের অর্থ শেষ হইল।

১৫। এক্ষণে "ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ ইত্যাদি" অংশের অর্থ করিতেছেন। পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিলাস, ইহাই স্থূলার্থ।

পরব্যোম—মহাবৈকুণ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণরূপ ব্যতীত অন্য যে সমস্ত ভগবৎস্বরূপ আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একটী চিন্ময় নিত্যধাম আছে; এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের ধামসমূহের সমষ্টিগত নাম পরব্যোম। পরব্যোমের অধিপতি ভগবৎস্বরূপের নাম শ্রীনারায়ণ। তাঁহার কান্তার নাম শ্রীলক্ষ্মী। **বৈসে**—বসেন; অধিপতিরূপে বিরাজ করেন। **ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ**—সমগ্র ঐশ্বর্য্য (সর্ব্ববশীকারিত্বের সমগ্রশক্তি), সমগ্র বীর্য্য (মণিমন্ত্রাদির ন্যায় অচিন্ত্য শক্তি), সমগ্র যশঃ (সদ্গুণের খ্যাতি), সমগ্র শ্রী (সর্ব্বপ্রকার সম্পৎ), সমগ্রজ্ঞান (সর্ব্বজ্ঞতা) এবং সমগ্র বৈরাগ্য (প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি), এই ছয় রকম ভগ বা ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥ এই ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণরূপে যাঁহাতে বিদ্যমান, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। **লক্ষ্মীকান্ত**—লক্ষ্মীদেবীর কান্ত বা পতি; লক্ষ্মী যাঁহার কান্তা।

এই পয়ারের অন্বয় এইরূপ:—যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্, তাঁহার নাম নারায়ণ; তিনি পরব্যোমে বিরাজ করেন।

১৬। **বেদ**—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারি বেদ; ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শাস্ত্রই বেদ। **ভাগবত**—শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ। **উপনিষদ্**—বেদের ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণায়ক অংশের নাম উপনিষদ। **আগম**—তন্ত্রশাস্ত্র। **যাঁরে**—যে ভগবান্ নারায়ণকে। **পূর্ণতত্ত্ব**—পূর্ণবস্তু; যাহাতে কোনও কিছুরই অভাব নাই। **নাহি যাঁর সম**—যাঁহার সমান আর কেহ নাই।

১৭। **ভক্তিযোগে**—ভক্তিমার্গের সাধনে। ভগবান্কে সেব্য এবং নিজকে সেবক মনে করিয়া ভগবানের সেবা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যিনি ভজন করেন, তাঁহাকে বলে ভক্ত, আর তাঁহার সাধনকে বলে ভক্তিযোগ। **যাঁহার দর্শন**—যে নারায়ণের করচরণাদিবিশিষ্ট রূপের দর্শন পায়েন (ভক্ত)। যাঁহারা ভক্তিমার্গের উপাসক, একমাত্র তাঁহারাই শ্রীভগবানের করচরণাদিবিশিষ্ট রূপের দর্শন পাইতে পারেন। **যেন**—যেমন। **সবিগ্রহ**—বিগ্রহের সহিত; করচরণাদিবিশিষ্ট মূর্ত্তি। **দেবগণ**—সূর্য্যলোকবাসী, অথবা সূর্য্যলোকের নিকটবর্ত্তী দেবতাগণ। যে সমস্ত দেবতা সূর্য্যলোকে, অথবা সূর্য্যলোকের নিকটবর্ত্তী কোনও লোকে বাস করেন, তাঁহারা সূর্য্যের করচরণাদিবিশিষ্ট রূপ দেখিতে পায়েন। তদ্রূপ যাঁহারা ভক্তি-মার্গের উপাসক, ভক্তির কৃপায় তাঁহারা ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইয়া যায়েন বলিয়া, শ্রীভগবানের কর-চরণাদি-বিশিষ্টরূপের দর্শন পায়েন। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি-বিশেষই ভক্তি; তাই ভক্তির কৃপায় জীব শ্রীভগবানের স্বরূপ সম্যক্রূপে অবগত হইতে পারে, সুতরাং শ্রীভগবানের করচরণাদি-বিশিষ্ট রূপও দর্শন করিতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৯ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

জ্ঞান-যোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্মআত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব ॥ ১৮
উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়ে ত উপমা ॥ ১৯
সেই নারায়ণ—কৃষ্ণের স্বরূপ-অভেদ।
একই বিগ্রহ, কিন্তু আকার-বিভেদ ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮। **জ্ঞান-যোগমার্গে**—জ্ঞানমার্গে ও যোগমার্গে। যাঁহারা ভগবানের নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য কামনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা-পদ্ধতিকে জ্ঞানমার্গ বলে। যাঁহারা পরমাত্মার সহিত সংযোগ কামনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা-পদ্ধতিকে যোগ বলে। **তাঁরে**—ভগবান্ নারায়ণকে। **ব্রহ্ম-আত্মারূপে**—(জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে এবং (যোগমার্গের উপাসকগণ) পরমাত্মারূপে। যাঁহারা জ্ঞানমার্গের উপাসক, তাঁহারা ভগবানের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপের অনুভব লাভ করিতে পারেন; আর যাঁহারা যোগমার্গের উপাসক, তাঁহারা পরমাত্ম-স্বরূপের অনুভব লাভ করিতে পারেন; কিন্তু ইঁহাদের কেহই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নারায়ণ-স্বরূপের অনুভব লাভ করিতে পারেন না; স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অনুভব তো দূরের কথা। পূর্ব্ববর্ত্তী ৯ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পয়ারে বলা হইল, ভক্ত ভগবানের দর্শন পায়েন, জ্ঞানী তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে এবং যোগী তাঁহাকে পরমাত্মরূপে অনুভব করেন; ইহাতে বুঝা গেল, ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগী এই তিনজনেই ভগবানের অনুভব লাভ করিতে পারেন। কিন্তু এই তিন জনের অনুভবের যে পার্থক্য আছে, তাহাই এই পয়ারে বলা হইতেছে। ভক্তের অনুভব যোগীর অনুভবের তুল্য নহে; আবার যোগীর অনুভবও জ্ঞানীর অনুভবের তুল্য নহে। উপাসনার পার্থক্যই এই অনুভব-পার্থক্যের হেতু (পূর্ব্ববর্ত্তী ৯ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই অনুভব-পার্থক্য বুঝাইবার নিমিত্ত সূর্য্যের উপমা দেওয়া হইয়াছে। একই সূর্য্যকে, পৃথিবীস্থ জীবগণ দেখে কিরণ-জালরূপে, দেবতারা দেখেন বিগ্রহরূপে এবং সূর্য্যলোক-বাসিগণ দেখেন তাঁহার কর-চরণ-বিশিষ্ট রূপের বৈশিষ্ট্য ও তাঁহার রথাদির বৈশিষ্ট্য। তদ্রূপ, শ্রীভগবান্ একই বস্তু হইলেও জ্ঞানী অনুভব করেন তাঁহার অঙ্গকান্তিরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে, যোগী অনুভব করেন তাঁহার অংশস্বরূপ পরমাত্মাকে এবং ভক্ত অনুভব করেন তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ স্বরূপকে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের শক্তির বিলাস নাই, রূপ নাই, গুণ নাই, লীলা নাই; সুতরাং জ্ঞানিগণ কেবল আনন্দ-সত্তা মাত্র অনুভব করেন। পরমাত্মার রূপ আছে, সৃষ্টিকার্য্য-সম্বন্ধিনী লীলাও আছে; কিন্তু জীব-সম্বন্ধে তিনি উদাসীন, সাক্ষিমাত্র; ভক্তচিত্ত-বিনোদনার্থ বৈচিত্র্যময়ী লীলাও তাঁহার নাই। যোগী তাঁহাকে হৃদয়ে অনুভব করিয়া আনন্দলাভ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার লীলার অভাবে আনন্দ-বৈচিত্রী অনুভব করিতে পারেন না। তথাপি, জ্ঞানীর অনুভব অপেক্ষা যোগীর অনুভব শ্রেষ্ঠ; কারণ, যোগী ভগবানের একটী আনন্দ-ঘনরূপের মাধুর্য্য অন্তরে অনুভব করিতে পারেন। ভক্তের উপাস্য ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ; তাঁহার পরিকর আছেন, পরিকরদের সহিত লীলাও আছে। ভক্ত তাঁহাকে ভিতরেও অনুভব করিতে পারেন, বাহিরেও অনুভব করিতে পারেন; তাঁহার পরিকরত্ব লাভ করিয়া তাঁহার সেবা-সুখ-বৈচিত্রীও অনুভব করিতে পারেন; সুতরাং জ্ঞানী ও যোগীর অনুভব অপেক্ষা ভক্তের অনুভব শ্রেষ্ঠ।

উপাসনা-ভেদে—উপাসনার (সাধনের) পার্থক্য অনুসারে। "উপাসনানুসারেণ দত্তে হি ভগবান্ ফলম্॥ —সাধকের উপাসনানুসারেই ভগবান্ ফল দিয়া থাকেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্ ।২।৪।২৮৯॥" **জানি ঈশ্বর-মহিমা**—ঈশ্বরের মহিমা জানা যায়; যাঁহার যেরূপ উপাসনা, তাঁহার ভগবদনুভবও তদনুরূপ হয়। **অতএব সূর্য্য** ইত্যাদি—এই জন্য সূর্য্যের সঙ্গে ভগবানের উপমা দেওয়া হইয়াছে। একই-সূর্য্য যেমন বিভিন্ন স্থানবাসীর নিকটে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়েন, তদ্রূপ একই ভগবান্ বিভিন্ন উপাসকের নিকটে বিভিন্নরূপে অনুভূত হয়েন। ২।৯।১৪১ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২০। "ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণ য ইহ ভগবান্" ইত্যাদি বাক্যের অর্থের উপসংহার করিতেছেন। যেই নারায়ণকে বিভিন্ন উপাসক বিভিন্নরূপে অনুভব করেন, সেই নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-অভেদ।

স্বরূপ-অভেদ—স্বরূপে অভিন্ন; স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীনারায়ণ একই বস্তু; উভয়েই সচ্চিদানন্দ-

ইঁহো ত দ্বিভুজ, তিঁহো ধরে চারি হাথ।
ইঁহো বেণু ধরে, তিঁহো চক্রাদিক সাথ ॥ ২১

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৯ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তর্হি ত্বং নারায়ণস্য পুত্রঃ স্যাঃ মম কিমায়াতং তত্রাহ—নারায়ণস্ত্বমিতি। নহীতি কাক্বা ত্বমেব নারায়ণ ইত্যাপাদয়তি কুতোঽহং নারায়ন ইতি চেদত আহ—সর্ব্বদেহিনামাত্মাসীতি। এবমপি কিং নারায়ণো ন ভবসি নারং জীবসমূহোঽয়নম্ আশ্রয়ো যস্য স তথেতি ত্বমেব সর্ব্বদেহিনামাত্মত্বান্নারায়ণ ইতি ভাবঃ। হে অধীশ! ত্বং নারায়ণো নহীতি পুনঃ কাকু অধীশঃ প্রবর্ত্তকঃ ততশ্চ নারস্যায়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ স তথেতি পুনস্ত্বমেবাসাবিতি। কিঞ্চ, ত্বমখিল-লোক-সাক্ষী অখিলং লোকং সাক্ষাৎ পশ্যসি, অতো নারময়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণ ইত্যর্থঃ। নম্বেবং নারায়ণ-পদব্যুৎপত্তৌ ভবেদেবং তত্ত্বন্যথা প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নারায়ণোঽঙ্গমিতি। নরাদুদ্ভূতা যেঽর্থাঃ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং তদয়নাৎ যো নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ সোঽপি তবৈবাঙ্গং মূর্ত্তিঃ, তথা স্মর্য্যতে—"নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥" ইতি। তথা—আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥" ইতি চ। নন্বু মন্মূর্ত্তেরপরিচ্ছিন্নায়াঃ কথং জলাশ্রয়ত্বমত আহ, তচ্চাপি সত্যং নেতি॥ শ্রীধরস্বামী।

নারায়ণস্ত্বম্। যদ্বা অধীশ প্রথমপুরুষস্যাপ্যুপরিবর্ত্তমানো নারায়ণস্ত্বং নারাণাং দ্বিতীয়-তৃতীয়-পুরুষভেদানাং সমূহো নারং তৎসমষ্টিরূপঃ প্রথমপুরুস এব তস্যাপ্যয়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ স অতঃ সর্ব্বদেহিনামাত্মা যস্তৃতীয়পুরুষো যশ্চাখিল-লোকসাক্ষী দ্বিতীয়পুরুষো যশ্চ নরভূজলায়নাৎ তৃতীয়পুরুষো নারায়ণঃ সন্নসি কিন্তু স স তবাঙ্গং ত্বং পুনরঙ্গীত্যর্থঃ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ॥

তর্হি ত্বং নারায়ণস্য পুত্রঃ স্যাস্তেন মম কিং তত্রাহ, নারায়ণস্ত্বং নহীতি কাক্বা নারায়ণো ভবস্ত্বেবেত্যর্থঃ। হে অধীশ! ঈশানামপ্যধিপতে! "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইতি ত্বদুক্তেঃ সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি আত্মত্বাদেবাখিল-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ঘন-বিগ্রহ। **একই বিগ্রহ**—তাঁহাদের বিগ্রহ (দেহ) স্বরূপতঃ একই, অভিন্ন। **আকার-বিভেদ**—আকার-অর্থ অঙ্গ-সন্নিবেশ; বিভেদ অর্থ পার্থক্য। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ স্বরূপতঃ এক হইলেও অঙ্গ-সন্নিবেশে তাঁহাদের পার্থক্য আছে। শ্রীনারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল; কারণ, "একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন। অনেক প্রকাশ হয়, বিলাস তার নাম। ১।১।৩৮॥" পরবর্ত্তী ৪৭শ পয়ারে গ্রন্থকার স্পষ্টভাবেই নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বলিয়া তত্ত্ব-নির্ণয় করিয়াছেন। "অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম-নারায়ণ। তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস, এই তত্ত্ব-নিরূপণ॥" আকার-বিভেদের পরিচয় পরবর্ত্তী পয়ারে দেওয়া আছে।

২১। ইঁহো—শ্রীকৃষ্ণ। **তিঁহো**—শ্রীনারায়ণ। **চক্রাদিক সাথ**—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। শ্রীকৃষ্ণের দুই হাত, কিন্তু শ্রীনারায়ণের চারি হাত; শ্রীকৃষ্ণের হাতে থাকে বেণু; কিন্তু শ্রীনারায়ণের হাতে থাকে, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। তাই, আকারে শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীনারায়ণে পার্থক্য আছে; অথচ স্বরূপতঃ তাঁহারা অভিন্ন; এজন্য শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ যে স্বরূপতঃ অভিন্ন, নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, তাহার প্রমাণ-স্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৯। অন্বয়। ত্বং (তুমি) নারায়ণঃ (নারায়ণ) ন হি (নও)? [অপি তু নারায়ণ এব ত্বং] (বাস্তবিক তুমি নারায়ণই হও); [যতঃ] (যে হেতু) সর্ব্বদেহিনাং (সমস্ত দেহীদিগের) আত্মা (আত্মা) অসি (হও); অধীশ (হে ঈশ্বর-সমূহের অধিপতে)! [ত্বম্] (তুমি) অখিল-লোকসাক্ষী (সমস্ত লোকের দ্রষ্টা) [অসি] (হও); নরভূজলায়নাৎ (জীব-হৃদয়ে এবং জলে বাসহেতু) [যঃ প্রসিদ্ধঃ] (যিনি প্রসিদ্ধ) নারায়ণঃ (নারায়ণ) [সঃ] (তিনি)

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

লোকসাক্ষী চ স চ নারায়ণো জীবমাত্রান্তর্য্যামিত্বাদাত্মা সাক্ষী চেত্যতস্ত্বদেকাংশ এব সোঽবগম্যতে ইতি ত্বমেব স ইত্যর্থঃ। ননু ব্রহ্মন্নহং কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ কৃষ্ণনামা বৃন্দাবনস্থঃ, স তু নারশব্দোক্তজলস্থত্বান্নারায়ণনামেত্যতঃ কথমহমেব স ইতি তত্রাহ—নরভূজলায়নাৎ—"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥" ইতি নিরুক্তের্নরোদ্ভূতজলবর্ত্তিত্বাৎ যো নারায়ণঃ স তবাঙ্গং ত্বদংশত্বাদিতিভাবঃ অতস্তৎকুক্ষিগতোঽপ্যহং ত্বৎকুক্ষিগত এব। কিঞ্চ, "স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য" ইত্যুক্ত্যা তব বালবপুর্ব্বাসুদেববপুশ্চ সচ্চিদানন্দময়ত্বেনৈব বর্ণিতং তথা তচ্চাপ্যঙ্গং নারায়ণাখ্যং সত্যং সর্ব্বকাল-দেশবর্ত্তি-শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং এব, নতু বৈরাজস্বরূপমিব মায়য়া মায়িকমিত্যর্থঃ। চকারাদন্যদপি মৎস্যকূর্ম্মাদ্যঙ্গং সত্যম্॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৭॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তব (তোমার) অঙ্গং (দেহ, মূর্ত্তি), তৎ (সেই অঙ্গ) চ অপি (ও) সত্যং (অপ্রাকৃত, সত্য) এব (ই), [তৎ] (তাহা) তব (তোমার) মায়া (মায়া) ন (নহে)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন "তুমি কি নারায়ণ নও? (অর্থাৎ নিশ্চয়ই তুমি নারায়ণ; যেহেতু) তুমি সমস্ত দেহীদিগের আত্মা হও; এবং হে অধীশ! তুমি সকল-লোকের সাক্ষী হও (অর্থাৎ তুমি দেহীদিগের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান কর্ম্ম সকল নিরীক্ষণ কর); আর, জীবের হৃদয় এবং জল যাঁহার আশ্রয়, (সেই প্রসিদ্ধ) নারায়ণও তোমার অঙ্গ (বা মূর্ত্তি-বিশেষ); তাহাও (তোমার অঙ্গ এই নারায়ণও) সত্যবস্তু, তাহা তোমার মায়া (মায়িক বস্তু) নহে। ৭।

প্রকট-ব্রজলীলা-কালে গোপশিশুগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন বৎস-চারণ করিতেন, তখন এক দিন ব্রহ্মা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য গোপশিশুগণকে এবং সমস্ত বৎসগণকে চুরি করিয়াছিলেন; পরে নিজের ত্রুটী বুঝিতে পারিয়া অপরাধ-ক্ষমার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা যাহা নিবেদন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটী শ্লোকে তাহা বিবৃত হইয়াছে; "নারায়ণস্ত্ব" মিত্যাদি শ্লোকও ঐ সমস্ত শ্লোকের মধ্যে একটী। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন "ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি?—আমি কি তোমা হইতেই উৎপন্ন হই নাই? অর্থাৎ আমি তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি।" একথা বলিয়াই ব্রহ্মা আশঙ্কা করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হয়তো বলিতে পারেন—"ব্রহ্মন্! তুমি তো নারায়ণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছ; আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ—একথা কেন বলিতেছ?" এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মা "**নারায়ণস্ত্ব-মিত্যাদি**" শ্লোকে বলিলেন "হে শ্রীকৃষ্ণ! নারায়ণস্ত্বং ন হি? তুমি কি নারায়ণ নহ? অর্থাৎ তুমিই নারায়ণ—মূল নারায়ণই তুমি। কিরূপে তুমি নারায়ণ, তাহা বলিতেছি।" "নার" এবং "অয়ন" এই শব্দদ্বয়ের সমবায়ে "নারায়ণ" শব্দ নিষ্পন্ন হয়। "নার" এবং "অয়ন" এই দুইটী শব্দের বিভিন্ন রূপ অর্থ করিয়া ব্রহ্মা দেখাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ। প্রথমতঃ "নারং জীবসমূহঃ—নার শব্দের অর্থ জীব-সমূহ, সমস্ত জীবগণ (শ্রীধর স্বামী)," আর "অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয়।" নার (অর্থাৎ জীবসমূহ) আশ্রয় যাঁহার তিনি নারায়ণ। পরমাত্মরূপে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি জীবের মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন; সুতরাং নার বা জীবসমূহই পরমাত্মার (বা পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের) আশ্রয় বা অয়ন বলিয়া পরমাত্মাই নারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মার মূল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ। এইরূপ অর্থ ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা বলিলেন "**সর্ব্বদেহিনাং আত্মা অসি**—হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সমস্ত জীবেরই আত্মা বা পরমাত্মা; পরমাত্মরূপে তুমি জীব-সমূহের (নারের) মধ্যে অবস্থান করিতেছ; সুতরাং জীব-সমূহ (বা নার) তোমার আশ্রয় (বা অয়ন); কাজেই তুমি নারায়ণ!" দ্বিতীয় প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে "অধীশ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। **অধীশ**—ঈশানাং অধিপতিঃ (চক্রবর্ত্তী); ঈশ্বর-সমূহের অধিপতি বা প্রবর্ত্তক। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, গর্ভোদকশায়ী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ—এই তিন পুরুষই ব্রহ্মাণ্ডের ও ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অব্যবহিত কারণ; সুতরাং এই তিন পুরুষই ব্রহ্মাণ্ডের এবং জীব-সমূহের ঈশ্বর; আবার শ্রীকৃষ্ণ হইতেই এই তিন পুরুষের উদ্ভব, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের প্রবর্ত্তক বা অধীশ্বর। সুতরাং উক্ত ঈশ্বর-সমূহের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণই হইলেন অধীশ।

অস্বয়ার্থঃ—

শিশু-বৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ। অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ— ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উক্ত তিন পুরুষের প্রত্যেকের সাধারণ নাম নারায়ণ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আশ্রয় (অয়ন) বা মূল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইলেন মূল নারায়ণ। অথবা, **নার**—নর-সম্বন্ধি বস্তু; নর-সম্বন্ধে ঈশ্বর বলিয়া উক্ত পুরুষত্রয়কেও "নার" বলা যায়; আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের (নারের) অয়ন বা আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ (অধীশ-শব্দের ধ্বনি হইতে এইরূপ অর্থ হইতে পারে)। তৃতীয় প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব স্থাপন করিতে যাইয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমিই নারায়ণ, যেহেতু তুমি **অখিল-লোকসাক্ষী**।" অখিল-লোক-শব্দে, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড সমূহে যত প্রাকৃত জীব আছে এবং অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদিতে যত অপ্রাকৃত জীব আছে, সেই সমস্ত জীবকে (নারকে) বুঝায়। এই সমস্ত জীবের (নারের) সাক্ষী—অখিল-লোকসাক্ষী। যিনি দেখেন, তাঁকে বলে সাক্ষী; শ্রীকৃষ্ণ অখিল-লোকের ত্রৈকালিক কর্ম্মাদি দেখেন বলিয়া তিনি অখিল-লোকসাক্ষী। অয়্ ধাতুর এক অর্থ—জানা বা দেখা। (নারময়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণঃ ইতি চক্রবর্ত্তী)। অয়্ ধাতু হইতে অয়ন-শব্দ নিষ্পন্ন; সুতরাং অয়ন-শব্দের অর্থ—জানা বা দেখা। অখিল-লোকের (নারের) (ত্রৈকালিক কর্ম্মের) জানা বা দেখা (অয়ন) যাঁহা দ্বারা হয় অর্থাৎ যিনি অখিল-লোকসাক্ষী, তিনিই নারায়ণ। শ্রীকৃষ্ণ অখিল-লোকের ত্রৈকালিক কর্ম্মের সাক্ষী বলিয়া তিনিই নারায়ণ। এই পর্য্যন্ত বলিয়া ব্রহ্মার মনে আর একটী আশঙ্কার উদয় হইল। তিনি মনে করিলেন, নার-শব্দের একটী অর্থ জল (আপো নারা); এই জলই অয়ন বা আশ্রয় যাঁহার তিনিই নারায়ণ; প্রথম-পুরুষ কারণ-জলে থাকেন, সুতরাং কারণ-জল (নারা) তাঁহার আশ্রয় বলিয়া তিনিই নারায়ণ। এইরূপে গর্ভোদক দ্বিতীয়-পুরুষের আশ্রয় বলিয়া তিনিও নারায়ণ এবং ক্ষীরোদক তৃতীয়-পুরুষের আশ্রয় বলিয়া তিনিও নারায়ণ; এইরূপে তিন পুরুষই নারায়ণ হয়েন। আবার নর হইতে উদ্ভব যাহাদের, তাহাদিগকে নার বলা যায়; সুতরাং নরোদ্ভব জীব-সমূহই (নারই) আশ্রয় বা অয়ন যাঁহার (যে পরমাত্মার) তিনিও নারায়ণ। এইরূপ মনে করিয়া ব্রহ্মা আশঙ্কা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ হয়তো বলিতে পারেন যে, "ব্রহ্মন্! নারা বা জল যাঁহাদের অয়ন বা আশ্রয়, সেই পুরুষাবতারত্রয়ই নারায়ণ হইতে পারেন; অথবা নরোদ্ভব জীব-সমূহই (বা তাহাদের হৃদয়ই) যাঁহার আশ্রয়, সেই পরমাত্মাই নারায়ণ হইতে পারেন। তুমি আমাকে নারায়ণ বলিতেছ কেন? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ।" **নর**—বিষ্ণু (শব্দকল্পদ্রুমধৃত মেদিনীকোষ)। **নরভূ**—নর (বিষ্ণু) হইতে উদ্ভূত।

নরভূজলায়নাৎ—নরভূ (নর হইতে উদ্ভূত জীব বা জীব-হৃদয়) এবং জলই অয়ন (আশ্রয়)=নরভূ-জলায়ন। নরভূজলায়নাৎ অর্থাৎ জীব-হৃদয়কে এবং জলকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া যিনি **নারায়ণ**-নামে প্রসিদ্ধ, সেই নারায়ণ তোমারই (শ্রীকৃষ্ণেরই) অঙ্গ (অংশ), আর তুমি (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহার অঙ্গী (অংশী); অংশ ও অংশীর অভেদ-বশতঃ, তুমিই (শ্রীকৃষ্ণই) নারায়ণ। আবার আশঙ্কা হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ তো অপরিচ্ছিন্ন বিভুবস্তু, তাঁহার অংশও অপরিচ্ছিন্ন বিভুবস্তু; শ্রীকৃষ্ণের অংশ যে নারায়ণ, তিনি কিরূপে পরিচ্ছিন্ন জীবের হৃদয়ে এবং জলে অবস্থান করেন? তবে কি নারায়ণ পরিচ্ছিন্ন অনিত্য মায়িক বস্তু? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মা আবার বলিলেন—"না, তাহা নয়; তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া—তোমার অংশ যে নারায়ণ, তিনিও সচ্চিদানন্দময়, সত্য, সর্ব্বদেশ-কালবর্ত্তী এবং শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক; তিনি বৈরাজ-স্বরূপের ন্যায় মায়িক বস্তু নহেন।"

পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২২। "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিবার উপক্রম করিতেছেন ২২-২৫ পয়ারে। **শিশু-বৎস** শিশু ও বৎস; গোপশিশু ও গোবৎস; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার সখা যে সকল গোপ-বালক বৎস চরাইতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে এবং তাঁহারা যে সমস্ত বৎসকে চরাইতে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাদিগকে। **হরি**—হরণ করিয়া, চুরি করিয়া। **ক্ষমাইতে**—ক্ষমা করাইতে (শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা); **মাগেন**—যাচ্ঞা করেন। **প্রসাদ**—প্রসন্নতা, কৃপা (শ্রীকৃষ্ণের)।

তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয়।
তুমি পিতা-মাতা—আমি তোমার তনয় ॥ ২৩
পিতা-মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষম—মোরে করহ প্রসাদ ॥ ২৪
কৃষ্ণ কহেন—ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন ? ॥ ২৫
ব্রহ্মা বলেন—তুমি কি না হও নারায়ণ ?।
তুমি নারায়ণ, শুন তাহার কারণ—॥ ২৬
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্ট্যে যত জীব-রূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মুল-স্বরূপ ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অনেক গোপ-বালক বৎস চরাইতে গিয়াছিলেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের আবার অনেক বৎস ছিল। ব্রহ্মা ঐ সমস্ত গোপ-বালককে এবং সমস্ত বৎসকে চুরি করিয়াছিলেন; পরে যখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার কার্য্যদ্বারা ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধী হইয়াছেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ভিক্ষা করিলেন—যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করেন। এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি।

২৩। এই পয়ার ব্রহ্মার উক্তি। **তোমার**—শ্রীকৃষ্ণের। **নাভিপদ্ম**—নাভিরূপ পদ্ম। **জন্মোদয়**—জন্মরূপ উদয়; উদ্ভব। **তনয়**—পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার নাভিপদ্ম হইতেই আমার উদ্ভব; সুতরাং তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার মাতা; আমি তোমার পুত্র।" "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন "জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ। বিনির্গ-তোঽজস্ত্বিতি বাঙ্ন বৈ মৃষা কিন্ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি। শ্রীভা ১০।১৪।১৩॥" এই শ্লোকের মর্ম্মই এই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

২৪। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আমার পিতা, তুমি আমার মাতা; আমি তোমার সন্তান। অজ্ঞ সন্তান পিতা-মাতার নিকট কত অপরাধই করিয়া থাকে; পিতামাতা অপরাধী সন্তানকে দণ্ড দিতে সমর্থ; কিন্তু স্নেহবশতঃ দণ্ড না দিয়া তাঁহারা সন্তানকে ক্ষমাই করিয়া থাকেন। হে পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ! তুমি কৃপা করিয়া তোমার অজ্ঞ অপরাধী এই সন্তানকে ক্ষমা কর, ইহাই তোমার চরণে প্রার্থনা।"

২৫। এই পয়ার শ্রীকৃষ্ণের (সম্ভাবিত) উক্তি। ব্রহ্মার উল্লিখিত কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে কিছু বলিয়াছেন, এরূপ উক্তি শ্রীমদ্‌ভাগবতে নাই; ব্রহ্মার কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিতে পারেন বলিয়া ব্রহ্মা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের উক্তিরূপে এই পয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের এই সম্ভাবিত উক্তি এইরূপ—"ব্রহ্মন্! তুমি যে বলিলে, আমি তোমার পিতামাতা, তুমি আমার সন্তান, যেহেতু আমার নাভিপদ্ম হইতেই নাকি তোমার উদ্ভব হইয়াছে—তাহা কিরূপে হইতে পারে? কারণ, নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতেই তোমার জন্ম হইয়াছে, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। আমি তো নারায়ণ নই? আমি গোপ-বালক—গোপ মাত্র; আমি কিরূপে তোমার পিতামাতা হইতে পারি?"

এইরূপে শ্লোকব্যাখ্যার উপক্রম করিয়া পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

২৬। ব্রহ্মা বলিলেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি যে বলিলে, নারায়ণই আমার পিতামাতা, তুমি নও। কিন্তু তুমি কি নারায়ণ নও? বাস্তবিক তুমিই নারায়ণ; কেন তোমাকে নারায়ণ বলিতেছি, তাহা বলি শুন।" এই পয়ার শ্লোকস্থ "নারায়ণস্ত্বং ন হি" অংশের অর্থ।

তুমি কি না হও নারায়ণ—তুমি কি নারায়ণ হও না?

২৭। তিন পয়ারে শ্লোকস্থ "সর্ব্বদেহিনামাত্মা অসি" অংশের অর্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণই যে মূল নারায়ণ, তাহা প্রমাণ করিতেছেন।

প্রাকৃতাপ্রাকৃতসৃষ্ট্যে—প্রাকৃত সৃষ্টিতে এবং অপ্রাকৃত সৃষ্টিতে; প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে।

পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ-আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি—তুমি সর্ব্বাশ্রয়॥ ২৮

'নার'-শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয়।
'অয়ন'-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অপ্রাকৃত সৃষ্টি বলিতে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের প্রকাশ বুঝায়; কারণ, ভগবদ্ধাম নিত্য, তাহা সৃষ্টবস্তু নহে। **যত জীবরূপ**—যে সকল জীবের রূপ বা মূর্ত্তি আছে; যে সমস্ত জীব আছে। জীব দুই রকমের—মায়াবদ্ধ সংসারী জীব এবং নিত্য-মায়ামুক্ত জীব; নিত্যমুক্ত জীব ভগবৎ-পার্ষদগণের অন্তর্ভুক্ত। "সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার। এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্য সংসার। নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ। কৃষ্ণ-পারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ॥ ২।২২।৮-৯॥" আলোচ্য পয়ারে প্রথম অর্দ্ধে এই উভয় প্রকার জীবের কথাই বলা হইয়াছে। অধিকন্তু, যে সমস্ত জীব সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথাও বলা হইয়াছে। ইহা শ্লোকস্থ "সর্ব্বদেহী" শব্দের অর্থ। **তাহার**—জীবসমূহের।

আত্মা—সর্ব্বব্যাপক বস্তু। "আত্মা-শব্দে কহে—কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ। সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরম স্বরূপ॥ ২।২৪।৫৬॥" শ্রীধরস্বামি-চরণও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মাহি পরমো হরিঃ। শ্রীভা ১১।২।৪৫ ভাবার্থ-দীপিকা।" এই পয়ারে আত্মা-শব্দের তাৎপর্য্য আশ্রয়; সমস্ত জীবের আত্মা যিনি, তিনি সমস্তজীবকে ব্যাপিয়া বিরাজিত আছেন বলিয়া, তিনি ব্যাপক আর জীব ব্যাপ্য; সুতরাং তিনি আশ্রয়, আর জীব তাঁহার আশ্রিত। আত্মা-শব্দের এক অর্থ দেহও হয় (বিশ্ব-প্রকাশ); জীবের আত্মা—জীবের দেহ বা জীবের উপাদান; মূলস্বরূপ শব্দে ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

মূলস্বরূপ—মূল-উপাদান; জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের অণু-অংশ বলিয়া জীবের মূলস্বরূপ বা অংশী হইলেন শ্রীকৃষ্ণ; জীবের উপাদান-কারণও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইলেন জীবের মূল উপাদান।

"প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডসমূহে যে সকল প্রাকৃত জীব আছে এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে যে সমস্ত অপ্রাকৃত নিত্যমুক্ত এবং সাধনসিদ্ধ জীব আছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি তাঁহাদের সকলেরই মূল উপাদান এবং মূল আশ্রয়।" পরবর্ত্তী পয়ারে একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

২৮। পৃথ্বী—পৃথিবী। **যৈছে**—যেরূপ। **ঘটকুলের**—ঘটসমূহের; মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত বস্তুসমূহের। **কারণ-আশ্রয়**—কারণ এবং আশ্রয়। কারণ দুই রকমের—নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ; যে বস্তুদ্বারা কোনও জিনিষ প্রস্তুত হয়, সে বস্তুকে বলে ঐ জিনিষের উপাদান-কারণ; যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান-কারণ। আর যে বস্তু ঐ জিনিসটী প্রস্তুত করে, তাহাকে বলে ঐ জিনিষের নিমিত্ত-কারণ; যেমন কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত-কারণ। পৃথিবী ঘটসমূহের উপাদান-কারণ মাত্র। মৃত্তিকাদ্বারা ঘটাদি যে সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করা হয়, সে সমস্ত বস্তু পৃথিবীর উপরেই অবস্থিত থাকে; তাই পৃথিবীকে ঘটকুলের আশ্রয় বা আধার বলা হইয়াছে। **জীবের নিদান**—জীবসমূহের কারণ। কারণ-শব্দে উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ উভয়কে বুঝাইলেও পৃথিবীর দৃষ্টান্তে কেবল উপাদান-কারণই লক্ষিত হইতেছে। **সর্ব্বাশ্রয়**—সমস্ত জীবের আশ্রয়; শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়তত্ত্ব বলিয়াই তিনি সমস্তেরই আশ্রয়, সুতরাং জীবসমূহেরও আশ্রয়। **নিদান**—আদি কারণ।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"ঘটাদির উপাদান এবং আশ্রয় যেমন পৃথিবী, তদ্রূপ জীবসমূহের উপাদান এবং আশ্রয় তুমি (শ্রীকৃষ্ণ)।" এইরূপে "সর্ব্বদেহিনাং আত্মা" এই বাক্যের অর্থ করিলেন—"সমস্ত জীবের উপাদান এবং আশ্রয়।" কিন্তু এই অর্থে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে নারায়ণ হইলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

২৯। নারায়ণ-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করিতেছেন। নার এবং অয়ন এই দুইটী শব্দের যোগে নারায়ণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। নার-শব্দের অর্থ জীবসমূহ; আর অয়ন-শব্দের অর্থ আশ্রয়। নারের অয়ন অর্থাৎ জীবসমূহের আশ্রয় যিনি, তিনি নারায়ণ। পূর্ব্ববর্ত্তী-পয়ারসমূহে দেখান হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণই জীবসমূহের আশ্রয়; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই

অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ—॥ ৩০
জীবের ঈশ্বর—পুরুষাদি অবতার।
তাহা-সভা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার ॥ ৩১

অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা
তোমার শক্তিতে তারা জগত রক্ষিতা ॥ ৩২
নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নারায়ণ। ইহাই এই পয়ারে ব্যক্ত করা হইয়াছে। **নিচয়**—সমূহ। **তাহার**—সর্ব্বজীব-নিচয়ের, জীবসমূহের।

পূর্ব্ব-পয়ারদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণকে জীবের উপাদান ও আশ্রয় বলা হইলেও এই পয়ারে কেবল আশ্রয়রূপেই তাঁহার নারায়ণত্বের প্রমাণ করা হইল ; শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব-প্রমাণে তাঁহার উপাদানত্ব এস্থলে ধরা হয় নাই।

৩০। **অতএব**—পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত কারণবশতঃ। **তুমি**—শ্রীকৃষ্ণ। **মূল-নারায়ণ**—জীবসমূহের মূল আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মূল নারায়ণ বলা হইল। **এই এক হেতু**—শ্রীকৃষ্ণ যে মূল নারায়ণ, তাহার এক হেতু। **দ্বিতীয় কারণ**—শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্বের দ্বিতীয় হেতু (পরবর্ত্তী তিন পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে)।

৩১। এক্ষণে শ্লোকস্থ "অধীশ" শব্দের অর্থ করিতেছেন। অধীশ অর্থ—ঈশ্বর-সকলের অধিপতি। শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর-সকলের অধিপতি, তিন পয়ারে তাহা দেখাইয়া তাঁহার নারায়ণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

জীবের ঈশ্বর—জীবের প্রভু, জীবসমূহের সৃষ্টি-স্থিতি-পালনকর্ত্তা। **পুরুষাদি-অবতার**—পুরুষ আদিতে যে সমস্ত অবতারের ; কারণার্ণবশায়ী প্রথম-পুরুষ, গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়-পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয়-পুরুষ। ইঁহারাই সাক্ষাদ্‌ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির ও পালনের কর্ত্তা ; সুতরাং সাক্ষাদ্‌ভাবে ইঁহারাই ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবসমূহের ঈশ্বর ; ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ-অবতার। **তাহা সভা হৈতে**—পুরুষাদি-অবতার অপেক্ষা। **তোমার**—শ্রীকৃষ্ণের। **ঐশ্বর্য্য**—মহিমা, বশীকারিতাশক্তি ; ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদিকাশক্তি। **অপার**—অসীম, অনেক বেশী। পুরুষাদি-অবতার হইতেও যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অনেক বেশী, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে দেখাইতেছেন।

৩২। এই পয়ারের অন্বয়—"তুমি সর্ব্বপিতা, তোমার শক্তিতে তাঁহারা জগত-রক্ষিতা ; অতএব তুমি অধীশ্বর।"

সর্ব্বপিতা—পুরুষাদি-অবতার-সকলের পিতা অর্থাৎ প্রবর্ত্তক বা মূল॥ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই পুরুষাদি-অবতারের আবির্ভাব বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মূল অংশী বলিয়া, তিনি তাঁহাদের পিতা।

তোমার শক্তিতে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াই পুরুষাদি-অবতার জগতের সৃষ্টি ও পালন করেন। সুতরাং পুরুষাদি-অবতার হইতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অনেক বেশী ; শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যই পুরুষাদি অবতারের ঐশ্বর্য্যের মূল ; তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদেরও ঈশ্বর ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই অধীশ্বর। এইরূপ অর্থে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব প্রতিপাদিত হয়, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

৩৩। অয়ন-শব্দের অর্থ আশ্রয় হইলেও আশ্রয়দাতাই রক্ষক হয়েন বলিয়া অয়ন-শব্দে রক্ষা বা পালনও বুঝাইতে পারে ; পুরুষাদি-অবতারকে এই পয়ারে "নারের অয়ন" এবং পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারে "জগত-রক্ষিতা" বলায়, **অয়ন** শব্দ এস্থলে "রক্ষণ" অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

নারের—জীবসমূহের। **অয়ন**—রক্ষণ বা পালন। **নারের অয়ন**—জীবসমূহের রক্ষণ অর্থাৎ জীবসমূহের রক্ষক পুরুষাদি-অবতার। **যাতে**—যে হেতু। **করহ পালন**—শক্তি-আদি দ্বারা রক্ষা কর।

নারের (জীব-সমূহের) অয়ন (পালন) করেন বলিয়া পুরুষাদি-অবতারই নারায়ণ হয়েন ; শ্রীকৃষ্ণ আবার এই পুরুষাদি-অবতারকে পালন করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই মূল পালনকর্ত্তা বা মূল নারায়ণ হইলেন। পুরুষাদি-অবতার

তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।--
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৩৪
ইথে যত জীব,— তার ত্রৈকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জানসব মর্ম্ম ॥৩৫
তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কারো নাহি স্থিতি-গতি ॥৩৬
নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই জীব-জগৎ পালন করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই মূল রক্ষক বা মূল নারায়ণ হইলেন। প্রথম প্রকারের অর্থে অয়ন শব্দের অর্থ "আশ্রয়" এবং দ্বিতীয় প্রকারের অর্থে অয়ন শব্দের অর্থ "পালন" ধরা হইয়াছে।

৩৪-৩৫। তৃতীয়কারণ—শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্বের তৃতীয় হেতু। ৩৪-৩৭ পয়ারে শ্লোকস্থ "অখিল-লোকসাক্ষী" শব্দের অর্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন। এই কয় পয়ার ব্রহ্মার উক্তি।

বহু বৈকুণ্ঠাদিধাম—বৈকুণ্ঠাদি অনন্ত ভগবদ্ধাম।

ইথে—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ও অনন্ত ভগবদ্ধামে। **যত জীব**—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত মায়াবদ্ধ জীব আছে এবং অনন্ত ভগবদ্ধামে যত মায়মুক্ত জীব আছে, তাহারা সকলে। ইহা শ্লোকস্থ "অখিললোক" শব্দের অর্থ। **তার**—ঐ সমস্ত জীবের। **ত্রৈকালিককর্ম্ম**—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই তিন কালের কর্ম্ম। মায়াবদ্ধ ও মায়ামুক্ত জীব-সকল অতীতকালে যে কর্ম্ম করিয়াছে, বর্ত্তমানে যাহা করিতেছে এবং ভবিষ্যতে যাহা করিবে, তৎসমস্ত কর্ম্ম। **তাহা দেখ**—ত্রৈকালিক কর্ম্ম দেখ। **মর্ম্ম**—অভিপ্রায়। **সাক্ষী**—জীবসমূহের ত্রৈকালিক-কর্ম্ম তুমি দেখ এবং ঐ সমস্ত কর্ম্মে তাহাদের অভিপ্রায়ও তুমি জান এবং তাহাদের (জীবসমূহের) যে সমস্ত অভিপ্রায় কর্ম্মে অভিব্যক্ত হয় নাই, হৃদয়ে মাত্র অবস্থিত, তাহাও তুমি জান; অতএব, সর্ব্বতোভাবেই তুমি জীবসমূহের কর্ম্মের ও মর্ম্মের সাক্ষী বা দ্রষ্টা।

এই দুই পয়ারে শ্লোকস্থ "অখিললোকসাক্ষী"-শব্দের অর্থ করা হইল।

৩৬। শ্রীকৃষ্ণ জীবের ত্রৈকালিক কর্ম্মাদি কেন দেখেন এবং তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে নারায়ণ হইলেন, তাহা এই পয়ারে বলা হইতেছে।

তোমার দর্শনে—শ্রীকৃষ্ণকৃত দর্শনে। **স্থিতি**—অবস্থান, অস্তিত্ব। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেন বলিয়াই সমস্ত জগৎ রক্ষা পাইতেছে।

নাহি স্থিতি গতি—স্থিতি ও গতি (উপায়) থাকিতে পারেনা। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন না করিলে জগতের অস্তিত্ব-রক্ষার অন্য কোনও উপায়ও (গতিও) নাই। এই পয়ারে অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী ভাবে দেখান হইল যে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত জগৎ ও জগদ্বাসী জীব রক্ষা পাইতে পারেনা; জগৎ রক্ষার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ জীবের ত্রৈকালিক কর্ম্মাদি দর্শন করেন।

এস্থলে, **অয়ন**—দর্শন। নারের (জীব-সমূহের) অয়ন (দর্শন) করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ হইলেন। ইহাই তৃতীয় হেতু।

৩৭। প্রশ্ন হইতে পারে, কারণার্ণবশায়ী পুরুষই দৃষ্টিদ্বারা প্রকৃতিতে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত করেন, তাঁহা হইতেই ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি হয়; আবার গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়-পুরুষই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয়-পুরুষই প্রতি জীবের অন্তর্য্যামী সাক্ষী। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের ও জীবের দ্রষ্টা বলিয়া এবং তাঁহাদের দৃষ্টিই ব্রহ্মাণ্ডের ও জীবের স্থিতি-কারণ বলিয়া পুরুষাদি-অবতারই নারায়ণ হয়েন; এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে নারায়ণ হইলেন? এই প্রশ্নের উত্তরই ৩৭শ পয়ারে দেওয়া হইয়াছে।

নারের—জীব-সমূহের। **অয়ন**—দর্শন। **যাতে**—যাহা হইতে বা যাহা কর্ত্তৃক। **নারের অয়ন**

কৃষ্ণ কহেন—ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।
জীবহৃদি জলে বৈসে, সে-ই নারায়ণ ॥ ৩৮
ব্রহ্মা কহে—জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ, এ সত্য বচন ॥ ৩৯
কারণাব্ধি-ক্ষীরোদ-গর্ভোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে, তাতে সব মায়ী ॥ ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাতে—নারের (জীব-সমূহের) অয়ন (দর্শন) হয় যাহা কর্তৃক ; জীবসমূহের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা পুরুষাদি-অবতার। **কর দরশন**—এই পুরুষাদি-অবতারকে দর্শন কর বলিয়া, তোমার ইচ্ছাতেই তাঁহারা আবির্ভূত হয়েন বলিয়া এবং তোমার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াই তাঁহারা জগতের সৃষ্টি-স্থিতি করেন বলিয়া। **তাহাতেও**—সেই হেতুও ; পুরুষাদি-অবতারকে দর্শন কর বলিয়াও।

জীবসমূহের দ্রষ্টা বলিয়া পুরুষাদি-অবতারই নারায়ণ হইলেও, শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিতেই পুরুষাদি-অবতারের দৃষ্টিক্ষমতা জন্মে বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টির অভাবে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনও ক্ষমতা থাকেনা বলিয়া স্থূলতঃ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের মূল বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ হইলেন।

৩৮। উপরোক্ত অর্থ-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন আশঙ্কা করিতেছেন ; সেই প্রশ্ন এই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রশ্নটী এই :—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "ব্রহ্মন্ ! তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছিনা। যিনি জলে এবং অন্তর্যামিরূপে জীবের হৃদয়ে বাস করেন, তিনিইতো নারায়ণ ; ইহা সর্ব্বজনবিদিত ; তথাপি তুমি আমাকে নারায়ণ বলিতেছ কেন ?"

জীবহৃদিজলে বৈসে—জীবের হৃদয়ে এবং জলে বাস করেন যিনি। যিনি জীবের হৃদয়ে বাস করেন, তিনি অন্তর্যামী পরমাত্মা। জীব বা জীবের হৃদয় তাঁহার আশ্রয়, নার (জীব-সমূহ) তাঁহার অয়ন (আশ্রয়) বলিয়া তিনি নারায়ণ। আর, নারা অর্থ আপ বা জল ; নারা (বা জল) অয়ন (বা আশ্রয়) যাঁহার অর্থাৎ যিনি জলে বাস করেন, তিনিও নারায়ণ। পুরুষাদি-অবতার জলে বাস করেন—প্রথম-পুরুষ বাস করেন কারণ-জলে, দ্বিতীয়-পুরুষ বাস করেন ব্রহ্মাণ্ডগর্ভজলে, আর তৃতীয়-পুরুষ বাস করেন ক্ষীরোদকে ; সুতরাং তিন পুরুষাবতারও নারায়ণ।

সেই নারায়ণ—যিনি জীবের হৃদয়ে বা জলে বাস করেন, তিনিই তো প্রসিদ্ধ নারায়ণ। এই পয়ার শ্লোকস্থ "নরভূজলায়নাৎ নারায়ণঃ"-অংশের অর্থ।

৩৯। পূর্ব্বপয়ারোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন ব্রহ্মা।

জলে জীবে যেই নারায়ণ—জলে এবং জীবে (জীবহৃদয়ে) যেই নারায়ণ বাস করেন। **সে সব**—সে সকল প্রসিদ্ধ নারায়ণ।

ব্রহ্মা বলিলেন "হে শ্রীকৃষ্ণ ! কারণোদকে, গর্ভোদকে, ক্ষীরোদকে এবং জীব-সমূহের হৃদয়ে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারাই প্রসিদ্ধ নারায়ণ, একথা সত্যই। কিন্তু তাঁহারা তোমারই অংশ—একথাও সত্য।" পরবর্ত্তী ৪৫শ পয়ারে এই বাক্যের উপসংহার করিয়াছেন।

৪০। কারণার্ণবশায়ী নারায়ণাদি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেন, তাহা বলিতেছেন, ৪০—৪৩ পয়ারে। অংশ ও অংশীতে পার্থক্য এই যে, যে স্বরূপে মূলস্বরূপ অপেক্ষা কম-শক্তি প্রকাশ পায়, তাহাকে অংশ বা স্বাংশ বলে। "তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। ল, ভা, ১৭।"

কারণাব্ধি ইত্যাদি—কারণাব্ধি (কারণ-সমুদ্র)-শায়ী, গর্ভোদকশায়ী এবং ক্ষীরোদকশায়ী, এই তিন পুরুষ। **মায়াদ্বারা**—মায়া ও মায়িক-বস্তুর সহায়তায়। **মায়ী**—মায়ার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ; শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির নাম মায়া ; মায়া শ্রীভগবান্ হইতে বহুদূরে, কারণার্ণবের বাহিরে অবস্থান করেন।

মায়ার দুই অংশ, গুণ-মায়া ও নিমিত্ত-মায়া। গুণ-মায়া মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডের গৌণ-নিমিত্ত কারণ ; মূল নিমিত্ত-কারণ ও মূল উপাদান কারণ হইলেন ঈশ্বর (বিশেষ বিচার আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দৃষ্টিদ্বারা

সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী।
ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষনামী ॥ ৪১
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টিজীব-অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥ ৪২
এসভার দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শক্তি সঞ্চার করিয়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বিক্ষুব্ধা করেন, তাহা হইতে ক্রমে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়; দ্বিতীয়-পুরুষ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভস্থ জলে, ব্রহ্মার অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন; তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াই ব্রহ্মা ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টি করেন। আর তৃতীয়-পুরুষ প্রতি জীবের অন্তর্য্যামিরূপে প্রতি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন, আবার একস্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডস্থ-ক্ষীরোদ-সমুদ্রেও অবস্থান করেন। এইরূপে মায়ার সংশ্রবে থাকিয়া, মায়ার নিয়ন্তারূপে তিন পুরুষ সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। মায়ার সহিত সংস্রব আছে বলিয়া তাঁহারা মায়ী (কিন্তু তাঁহারা জীবের ন্যায় মায়ার অধীন নহেন, মায়াই তাঁহাদের অধীন, তাঁহারা মায়ার নিয়ন্তা মাত্র, মায়াতীত বস্তু। মায়ার সাহচর্য্যে তাঁহারা সৃষ্টিলীলা নির্ব্বাহ করিলেও মায়ার সহিত তাঁহাদের স্পর্শ নাই, পরবর্ত্তী ৪৪শ পয়ারে এবং ১১শ শ্লোকে ইহা পরিস্ফুটরূপে বলা হইয়াছে)।

৪১-৪২। উক্ত তিন পুরুষের মধ্যে কে কাহার অন্তর্য্যামী, তাহা বলিতেছেন।

এই তিন জলশায়ী—কারণ-জলশায়ী প্রথমপুরুষ, ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভ-জলশায়ী দ্বিতীয়-পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষ, এই তিন পুরুষ। **সর্ব্বঅন্তর্য্যামী**—ব্রহ্মাণ্ডের ও ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীব-সকলের অন্তর্য্যামী। **ব্রহ্মাণ্ড-বৃন্দের**—সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের, মায়ার। **আত্মা**—অন্তর্য্যামী। **পুরুষ-নামী**—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ। কারণার্ণবশায়ী পুরুষই সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের বা মায়ার অন্তর্য্যামী, তিনি সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের বা মায়ার নিয়ন্তা বলিয়া। পরবর্ত্তী পয়ারে গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ীর নাম উল্লেখ করায়, পুরুষ-নামী শব্দে এস্থলে কারণার্ণবশায়ীকেই বুঝাইতেছে। **হিরণ্য-গর্ভের**—ব্রহ্মার। যিনি গর্ভোদকশায়ী নারায়ণ, তিনি সমষ্টি-জীব-রূপ ব্রহ্মার বা ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী। **ব্যষ্টিজীব**—প্রত্যেক জীব। যিনি ক্ষীরোদকশায়ী নারায়ণ, তিনি প্রতিজীবের অন্তর্য্যামী। এইরূপে তিনপুরুষই ব্রহ্মাণ্ডের এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীব-সমূহের অন্তর্য্যামী, তাঁহারা সর্ব্বান্তর্য্যামী।

৪৩। তিন পুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাহা দেখাইতেছেন।

এসভার—তিন পুরুষের। **দর্শনেতে**—দৃষ্টিতে। **মায়াগন্ধ**—মায়ার সহিত সম্বন্ধ; মায়ার প্রতি এবং মায়িক বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করেন বলিয়াই তাঁহাদের দৃষ্টিতে মায়ার সম্বন্ধ আছে। **তুরীয়**—চতুর্থ; তিন নারায়ণের (পুরুষের) কথা বলিয়া পরবর্ত্তী চতুর্থ বস্তু কৃষ্ণের কথা উল্লেখ করিতেছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণকে তুরীয় বলা হইয়াছে।

তুরীয় কৃষ্ণের—উক্ত তিন নারায়ণের পরবর্ত্তী চতুর্থ বস্তু যে উপাধিহীন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার। **নাহি মায়ার সম্বন্ধ**—শ্রীকৃষ্ণের কোনও লীলায় মায়ার সহিত তাঁহার কোনওরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। কপাটিনীমায়া শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপথে যাইতেও লজ্জিত হয়েন, শ্রীকৃষ্ণের লীলায় নিজের প্রভাব বিস্তার করা তো দূরের কথা। "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। শ্রীভা ২।৫।১৩॥" মায়িক সৃষ্টি-কার্য্যে নিয়োজিত আছেন বলিয়া এবং মায়িক বস্তুর সাহায্যেই মায়িক সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় বলিয়া, অধিকন্তু, মায়িক বস্তুর স্রষ্টা বলিয়া তিন পুরুষের লীলায় মায়ার সম্বন্ধ আছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোনও লীলায় বা কার্য্যে মায়ার সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহাই পুরুষাদির অংশত্বের এবং শ্রীকৃষ্ণের অংশিত্বের হেতু। পুরুষাদির দৃষ্টি মায়ার সহিত সম্বন্ধযুক্তা, কিন্তু তুরীয় শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি মায়ার সহিত সম্বন্ধশূন্যা; এজন্য পুরুষাদির মাহাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অপেক্ষা কম; কিন্তু যে স্বরূপে মূল স্বরূপ অপেক্ষা কম শক্তির প্রকাশ পায়, তাঁহাকেই মূল স্বরূপের অংশ বা স্বাংশ বলে। "তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরীতঃ। ল, ভা, ১৭।" সুতরাং মাহাত্ম্যের ন্যূনতাবশতঃ তিন পুরুষ হইলেন অংশ এবং মাহাত্ম্যের পূর্ণতা বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইলেন অংশী। ঘটাদি

তথাহি (ভাঃ ১১।১৫।১৬) স্বামিটীকায়াম্,—

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যত্ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তুরীয়স্য লক্ষণমাহ বিরাটিতি। বিরাট্ স্থূলদেহঃ, হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মদেহঃ, কারণং মহত্তত্ত্বাদি বা মায়া, এতে ঈশস্য উপাধয়ঃ ভেদকা ইত্যর্থঃ। এতৈঃ ত্রিভিঃ বিরাজাদিভিঃ হীনং রহিতং যদ্বস্তু তৎ তুরীয়ং চতুর্থং নারায়ণং প্রচক্ষতে কথয়ন্তীতি তুরীয়লক্ষণম্। এতেন চ অত্রেদমপি ব্যজ্যতে, যথা ঘটাকাশঃ পটাকাশঃ মঠাকাশঃ ইত্যত্র ঘটাদ্যুপাধিন তে আকাশাঃ অংশাঃ তদভাবেনচ মহাকাশঃ অংশী, তথা বিরাজাদ্যুপাধিনা তে শ্রীনারায়ণাঃ অংশাঃ, তদভাবেন চ শ্রীকৃষ্ণঃ অংশী ইতি ভাবঃ। চক্রবর্ত্তী॥ ১০॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যেমন আকাশ হইতে ভিন্ন বস্তু, মায়াও তদ্রূপ পুরুষত্রয় হইতে ভিন্ন জাতীয় বস্তু। ঘটাদির সম্বন্ধযুক্ত-আকাশ যেমন ঘটাদির সম্বন্ধশূন্য বৃহদাকাশের অংশ, তদ্রূপ মায়ার সম্বন্ধযুক্ত পুরুষত্রয়ও মায়ার সম্বন্ধহীন শ্রীকৃষ্ণের অংশ। ঘট-মধ্যস্থ আকাশ এবং বৃহদাকাশ এক জাতীয় বস্তু হইয়াও ভিন্নজাতীয়-বস্তু-ঘটাদির সম্বন্ধবশতঃ ঘটাকাশ যেমন বৃহদাকাশের অংশ হইল, তদ্রূপ পুরুষত্রয় এবং শ্রীকৃষ্ণ এক জাতীয় (সচ্চিদানন্দময়) বস্তু হইয়াও মায়ার সম্বন্ধবশতঃ পুরুষত্রয় মায়া-সম্বন্ধহীন শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেন। মায়ায় সম্বন্ধই পুরুষের অংশত্বের হেতু। (পরবর্ত্তী শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

তিন পুরুষরূপ নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাহাই এই পয়ারে প্রমাণিত হইল। ইহা শ্লোকস্থ "নারায়ণোঽঙ্গং তবৈব"-অংশের তাৎপর্য্য।

শ্লো। ১০। অন্বয়। বিরাট্ (স্থূলদেহ) চ (এবং) হিরণ্যগর্ভঃ (সূক্ষ্মদেহ) চ (এবং) কারণং (মহত্তত্ত্বাদি বা মায়া) ইতি (এই সমস্ত) ঈশস্য (ঈশ্বরের—পুরুষের) উপাধয়ঃ (উপাধি—ভেদক); ত্রিভিঃ (এই তিন উপাধির সহিত) হীনং (সম্বন্ধশূন্য) যৎ (যে) [বস্তু] (বস্তু), তৎ (তাহা) তুরীয়ং (তুরীয়—চতুর্থ) প্রচক্ষ্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ। স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও মায়া এই তিনটী পুরুষের উপাধি (ভেদক); এই তিন উপাধির সহিত সম্বন্ধশূন্য যে বস্তু, তাহাকে তুরীয় বলে। ১০।

বিরাট্—আমরা যাহা দেখিতে পাই, সেই স্থূল জগৎ। **হিরণ্যগর্ভ**—স্থূল জগতের সূক্ষ্মাবস্থা; স্থূলত্বলাভ করার পূর্ব্বে জগৎ যে অবস্থায় ছিল, তাহা। **কারণ**—প্রকৃতির প্রথম বিকার মহত্তত্ত্বাদি বা প্রকৃতি। ইহা হিরণ্য-গর্ভের পূর্ব্বাবস্থা, পরিদৃশ্যমান্ জগতের বা মায়ার আদি অবস্থা। অন্তর্য্যামিরূপে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপ জগতের প্রত্যেকের মধ্যে এক এক পুরুষ অবস্থান করেন।

এই শ্লোকে তুরীয়ের লক্ষণ বলা হইয়াছে। স্থূল, সূক্ষ্ম ও মায়া এই তিন উপাধি যাহার নাই, সেই বস্তুই তুরীয়; ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য। কিন্তু **উপাধি**-শব্দের তাৎপর্য্য কি? ইহা একটী পারিভাষিক শব্দ। নৈয়ায়িকদের মতে, যাহা সাধ্যের ব্যাপক, কিন্তু সাধনের ব্যাপক নহে, তাহাকে উপাধি বলে। "সাধ্যস্য ব্যাপকো যস্তু হেতোরব্যাপকস্তথা। স উপাধি র্ভবেত্তস্য নিষ্কর্ষোঽয়ং প্রদর্শ্যতে॥ যথা, ধূমবান্ বহ্নিরিত্যত্র আর্দ্রকাষ্ঠত্বং উপাধিঃ।" বহ্নি বা আগুনের সঙ্গে আর্দ্রকাষ্ঠের যোগ হইলে ধূম উৎপন্ন হয়; এস্থলে ধূম হইল সাধ্য বস্তু, আর বহ্নি বা আগুন হইল ধূমের হেতু বা সাধন; আর্দ্রকাষ্ঠের সংযোগ হওয়াতে যখন ধূমের উৎপত্তি হইল, তখন সাধ্য-ধূমে আর্দ্রকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু আগুন জ্বালাইতে আর্দ্রকাষ্ঠের প্রয়োজন হয় না বলিয়া ধূমের সাধন অগ্নিতে আর্দ্রকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব দৃষ্ট হয় না। এইরূপে সাধ্য-ধূমে আর্দ্রকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব থাকায় এবং ধূমের সাধন অগ্নিতে আর্দ্রকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব না থাকায়, ধূমোৎপাদন-কার্য্যে আর্দ্রকাষ্ঠ হইল অগ্নির উপাধি। তদ্রূপ, পুরুষত্রয় মায়ার সাহচর্য্যে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন বলিয়া, সৃষ্টিকার্য্য হইল সাধ্য, পুরুষত্রয় তাহার হেতু বা সাধন; আর্দ্রকাষ্ঠের সাহচর্য্যে ধূমোৎপাদনের ন্যায়, মায়ার সাহচর্য্যে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ হয় বলিয়া সৃষ্টিকার্য্যে মায়ার ব্যাপকত্ব দৃষ্ট হয়; কিন্তু পুরুষত্রয়ের আবির্ভাব-বিষয়ে মায়ার সাহচর্য্যের অপেক্ষা নাই বলিয়া

যদ্যপি তিনের মায়া লঞা ব্যবহার। তথাপি তৎস্পর্শ নাহি—সভে মায়াপার ॥৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পুরুষত্রয়রূপ সাধনে মায়ার ব্যাপকত্ব নাই। সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যে মায়া হইল পুরুষত্রয়ের উপাধি। এইরূপে স্থুলদেহ (বিরাট), সূক্ষ্ম দেহ (হিরণ্যগর্ভ) এবং কারণও পুরুষত্রয়ের উপাধি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন না বলিয়া মায়ার সহিত, (সুতরাং মায়িক উপাধিত্রয়ের সহিত) তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই। তাই তিনি তুরীয়, ইহাও ব্যঞ্জিত হইল।

অথবা, যেমন ঘটের দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশ অনবচ্ছিন্ন বৃহদাকাশেরই অংশ—বৃহদাকাশই এই ঘটাকাশের হেতু বা সাধন। ঘটাকাশ বা ঘটাকার আকাশের অবচ্ছিন্নত্ব হইল সাধ্য। ঘটের সাহচর্য্যে আকাশের এই অবচ্ছিন্নত্ব উৎপন্ন হয় বলিয়া, ঘটাকাশে ঘটের ব্যাপকত্ব আছে। কিন্তু বৃহদাকাশে ঘটের ব্যাপকত্ব নাই। সুতরাং ঘট হইল আকাশের উপাধি। তদ্রূপ, বিরাটাদির সাহচর্য্যে—ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামি, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী, মায়ার অন্তর্য্যামী ইত্যাদিরূপে জীবাদির মধ্যে অবস্থিত বলিয়া—পুরুষত্রয় ঘটাকাশের ন্যায় অবচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন; তাই বিরাটাদি তাঁহাদের উপাধি। ঘটাদি-উপাধি যুক্ত ঘটাকাশাদি যেমন ঘটাদি-উপাধিশূন্য বৃহদাকাশের অংশ, তদ্রূপ বিরাটাদি-উপাধিযুক্ত পুরুষত্রয় (নারায়ণ) বিরাটাদি-উপাধি শূন্য শ্রীকৃষ্ণের অংশ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অংশী—ইহাও ব্যঞ্জিত হইল।

উপাধি দ্বারা বস্তু ভেদ প্রাপ্ত হয়; যেমন বৃহদাকাশ ঘটাদিদ্বারা ঘটাকাশাদিরূপ ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরুষত্রয়ও এইরূপে বিরাট্‌, হিরণ্যগর্ভ ও মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ ইত্যাদি রূপে ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোনও উপাধি নাই বলিয়া তিনি কোনওরূপ ভেদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। ভেদ প্রাপ্ত বস্তুই সমজাতীয় ভেদহীন বস্তুর অংশ; যেমন ঘটাকাশ বৃহদাকাশের অংশ; তদ্রূপ পুরুষত্রয়ও শ্রীকৃষ্ণের অংশ।

শ্রীকৃষ্ণ যে বিরাটাদি-উপাধি হীন, সুতরাং তুরীয় এবং তুরীয় বলিয়া তিনি যে লোকসৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত পুরুষরূপ নারায়ণের অংশী—ইহাই এই শ্লোক হইতে প্রমাণিত হইল।

৪৪। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪০শ পয়ারে বলা হইয়াছে "তাতে সব মায়ী—তিন পুরুষই মায়ার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট।" আবার "বিরাট্‌" ইত্যাদি শ্লোকেও বলা হইল, তাঁহারা মায়িক-উপাধি-বিশিষ্ট। কিন্তু সাধারণ জীবও মায়িক-উপাধি-বিশিষ্ট, মায়ার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। তবে কি তিন পুরুষও জীবই? তাঁহারা যদি জীবই হয়েন, তবে তাঁহারা অন্তর্য্যামীই বা কিরূপে হইতে পারেন? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া এই পয়ারে বলা হইয়াছে—"যদিও মায়ার সংশ্রবেই তিন পুরুষকে সৃষ্টি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, সুতরাং যদিও তাঁহারা মায়িক উপাধিবিশিষ্ট, তথাপি তাঁহাদের সহিত মায়ার স্পর্শ নাই, তাঁহারা প্রত্যেকেই মায়াতীত। জীব মায়াধীন। তাঁহারা মায়াতীত বলিয়াই অন্তর্য্যামী হইতে পারেন।"

তিনের—তিন পুরুষের। **মায়া লঞা ব্যবহার**—মায়ার সাহচর্য্যে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। **তথাপি**—মায়ার সাহচর্য্য থাকিলেও। **তৎস্পর্শ**—মায়ার স্পর্শ। **সভে**—সকলে, তিন পুরুষের প্রত্যেকেই। **মায়াপার**—মায়ার অতীত, মায়ার স্পর্শের বাহিরে। স্বরূপ-লক্ষণে তিন পুরুষই সচ্চিদানন্দময়, সুতরাং তাঁহারা স্বরূপ-লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। "কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার। যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাই মায়ার অধিকার॥" এইজন্য তিন পুরুষকে মায়া স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহারা মায়াতীত। ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই মায়ার সংশ্রবে থাকিয়াও তিন-পুরুষ মায়ার স্পর্শশূন্য হইয়া থাকিতে পারেন। পরবর্ত্তী শ্লোক তাহার প্রমাণ।

তিন পুরুষে এবং জীবে পার্থক্য এই যে, প্রথমতঃ, তিন পুরুষ এবং জীব উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেও তিন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের অংশ, স্বাংশ; কিন্তু জীব তাঁহার স্বাংশ নহে, তাঁহার তটস্থাখ্য জীবশক্তির অংশ মাত্র; জীবকে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ বলে। দ্বিতীয়তঃ, মায়াবদ্ধ জীব মায়ার অধীন, মায়াকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু তিন পুরুষ মায়াতীত, তাঁহারা মায়ার নিয়ন্তা, তাঁহাদের উপর মায়ার কোনও অধিকার নাই; মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, তিন পুরুষের সৃষ্টি-শক্তি আছে, কিন্তু জীবের তাহা নাই। চতুর্থতঃ, জীব স্বরূপে অণু, কিন্তু তিন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ স্বরূপ বলিয়া স্বরূপে পূর্ণ (ল- ভা, পু, ৪৪।৪৫)।

তথাহি (ভাঃ ১।১১।৩৯)—

এতদীশনমশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ১১।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

প্রাকৃতগুণেষ্বসক্তত্বে হেতুঃ এতদিতি। অতএবাদৌ প্রকৃতিগুণময়ে প্রপঞ্চে তিষ্ঠন্নপি সদৈব তদ্‌গুণৈর্ন যুজ্যত ইতি যৎ এতদীশস্যেশনমৈশ্বর্য্যম্। তত্র ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তঃ যথেতি তদাশ্রয়া প্রকৃত্যাশ্রয়া বুদ্ধিঃ জীবজ্ঞানং যথা যুজ্যতে তথা নেতি। অন্বয়ে বা তদাশ্রয়া শ্রীভগবদাশ্রয়া পরমভাগবতানাং বুদ্ধির্যথা প্রকৃতিস্থা কথঞ্চিত্তত্র পতিতাপি ন যুজ্যতে তদ্বৎ। এবমোক্তং তৃতীয়ে। ভগবানপি বিশ্বাত্মা লোকবেদপথানুগঃ। কামান্ সিষেবে দ্বার্বত্যামসক্তঃ সাংখ্যমাশ্রিত ইতি ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ১১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১১। **অন্বয়।** ঈশস্য (ঈশ্বরের) এতৎ (ইহা) ঈশনং (ঐশ্বর্য্য); [কিং তৎ ঈশনং] (সেই ঐশ্বর্য্যটী কি)? প্রকৃতিস্থঃ (প্রকৃতি বা মায়ার মধ্যে থাকিয়া) অপি (ও) তদ্‌গুণৈঃ (মায়ার গুণ সুখদুঃখাদি দ্বারা) সদা (সর্ব্বদা—কোনও সময়েই) [ন যুজ্যতে] (যুক্ত হয়েন না); যথা (যেমন) তদাশ্রয়া (ভগবদাশ্রয়া) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি—মতি) আত্মস্থৈঃ (দেহস্থ সুখ দুঃখাদি দ্বারা) [ন যুজ্যতে] (যুক্ত হয় না)।

অথবা, ঈশস্য (ঈশ্বরের) এতৎ (ইহা) ঈশনং (ঐশ্বর্য্য); [কিং তৎ ঈশনং] (সেই ঐশ্বর্য্যটী কি)? তদাশ্রয়া (প্রকৃত্যাশ্রয়া—মায়ার আশ্রিতা) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি—মতি) আত্মস্থৈঃ (দেহস্থিত সুখ-দুঃখাদি) [গুণৈঃ] (গুণ দ্বারা) যথা (যেমন) যুজ্যতে (যুক্ত হয়), প্রকৃতিস্থোঽপি (প্রকৃতির বা মায়ার মধ্যে থাকিয়াও) [ঈশঃ] (ঈশ্বর) তদ্‌গুণৈঃ (প্রকৃতির গুণের সহিত) [তথা] (সেইরূপ) ন যুজ্যতে (যুক্ত হয় না)।

অনুবাদ। (পরমভাগবতদিগের) ভগবদাশ্রয়া বুদ্ধি যেমন দেহের মধ্যে থাকিয়াও দেহের সুখদুঃখাদি গুণের সহিত যুক্ত হয় না, তদ্রূপ মায়াতে থাকিয়াও ঈশ্বর মায়ার গুণের সহিত যুক্ত হয়েন না—ইহাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য।

অথবা, (সাধারণ জীবের) দেহস্থিত-বুদ্ধি যেরূপ দেহের সুখ-দুঃখাদির সহিত যুক্ত হয়, মায়ার মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বর মায়িক গুণের সহিত সেইরূপ যুক্ত হয়েন না—ইহাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য। ১১।

ঈশনং—ঐশ্বর্য্য, ঐশ্বরিক শক্তি। **প্রকৃতিস্থঃ**—প্রকৃতিতে বা প্রকৃতির (মায়ার) সংশ্রবে অবস্থিত।

তদ্‌গুণৈঃ—তাহার (প্রকৃতির) গুণের সহিত।

আত্মস্থৈঃ—আত্মা অর্থ দেহ; দেহস্থিত গুণের সহিত; দেহের সুখ-দুঃখাদির সহিত। **তদাশ্রয়া বুদ্ধিঃ**—তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে যে বুদ্ধি; পরমভাগবতদিগের ভগবদাশ্রিতা বুদ্ধি; অথবা, মায়াবদ্ধ জীবের মায়াশ্রিতা বুদ্ধি।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৪শ পয়ারে বলা হইয়াছে যে, মায়ার সংশ্রবে থাকিয়াও পুরুষত্রয় মায়াতীত, মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না; এই শ্লোকে তাহার হেতু দেখাইতেছেন। ঈশ্বরের একটী অচিন্ত্য-শক্তি এই যে, মায়ার মধ্যে থাকিয়াও তিনি মায়ার গুণে আসক্ত হয়েন না—মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; পুরুষত্রয় শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ বলিয়া ঈশ্বর; তাঁহাদেরও ঐরূপ অচিন্ত্য-শক্তি আছে; তাই মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝাইয়াছেন। যাঁহারা পরমভাগবত, তাঁহাদের মন, বুদ্ধি আদি সমস্তই শ্রীভগবানের আশ্রিত; মায়িক জগতের সুখ-দুঃখাদিতে তাঁহাদের মন বা বুদ্ধি কখনও লিপ্ত হয় না; ঈশ্বরাশ্রিতা বুদ্ধিই যখন মায়িকগুণে লিপ্ত হয় না, তখন ঈশ্বর যে লিপ্ত হইবেন না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ব্যতিরেক-দৃষ্টান্তও দেওয়া যায়। মায়িক জীবের মায়িকী বুদ্ধি মায়িক বস্তুতে যেরূপ আসক্ত হয়, শ্রীভগবান্ মায়ার মধ্যে

সেই তিনজনের তুমি পরম আশ্রয়।
তুমি মূল নারায়ণ—ইথে কি সংশয় ? ॥ ৪৫
সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ তোমার বিলাস, তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৪৬
অতএব ব্রহ্মবাক্যে—পরব্যোম-নারায়ণ।
তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস, এই তত্ত্ব-বিবরণ ॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

থাকিয়াও সেইরূপ আসক্ত হয়েন না—তাঁহার ঐশ্বর্য্য বা অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব। মায়িক বস্তুতেও এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মপত্র জলেই থাকে, কিন্তু জল তাহার উপর কোনও ক্রিয়া করিতে পারে না—জলের মধ্যে কাপড় বা অন্য কোনও বস্তু রাখিলে তাহা যেমন ভিজিয়া যায়, তাহার গায়ে যেমন জল লাগিয়া থাকে, পদ্মপত্রে তেমন ভাবে জল লাগে না। তদ্রূপ, মায়াবদ্ধ জীবকে মায়িক গুণ অভিভূত করিতে পারে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে মায়া তাঁহার উপর কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। মায়ার সংশ্রবে থাকিয়াও ঈশ্বর মায়াতীত—যেমন জলের মধ্যে থাকিয়াও পদ্মপত্র জল-স্পর্শশূন্য অবস্থায় থাকে। বস্তুতঃ ঈশ্বরের স্বরূপশক্তির অচিন্ত্য প্রভাবেই মায়া তাঁহা হইতে দূরে থাকে। শ্রীমদ্‌ভাগবত ইহাই বলেন। "ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকম্।১।১।১॥ স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়াগুণপ্রবাহম্।১০।৩৭।২২॥"

৪৫। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, "হে শ্রীকৃষ্ণ! নারায়ণ-নামক পুরুষত্রয়ের তুমিই পরম-আশ্রয়; তোমার শক্তিতে শক্তিমান্ হওয়াতেই তাঁহাদের নারায়ণত্ব প্রসিদ্ধ; সুতরাং তুমিই মূল নারায়ণ; ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি আছে ?"

সেই তিন পুরুষের—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের। **ইথে**—ইহাতে।

৪৬। শ্রীকৃষ্ণ হয়তো বলিতে পারেন—"পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই মূল নারায়ণ; যেহেতু পুরুষত্রয় তাঁহারই অংশ, তিনি তাঁহাদের অংশী; এমতাবস্থায়, তুমি আমাকে মূল নারায়ণ বলিতেছ কেন ?" এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বলিতেছেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ যে পুরুষত্রয়ের অংশী বলিয়া মূল নারায়ণ, তাহা সত্যই; কিন্তু সেই পরব্যোমাধিপতি তো তোমারই বিলাস-মূর্ত্তি; সুতরাং তুমিই মূল নারায়ণ।"

প্রথম পরিচ্ছেদের "সঙ্কর্ষণঃ কারণ-তোয়শায়ী" ইত্যাদি ৭ম শ্লোকানুসারে শ্রীবলদেবই পুরুষত্রয়ের অংশী হয়েন; কিন্তু এই পয়ারে পরব্যোমাধিপতি-নারায়ণকে পুরুষত্রয়ের অংশী বলা হইয়াছে। ইহার হেতু এই; পরব্যোমাধিপতি-নারায়ণ এবং বলদেব—উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি; বিলাসত্ব-হিসাবে তাঁহাদের অভেদ-মনন করিয়াই বোধ হয় নারায়ণকে পুরুষত্রয়ের অংশী বলা হইয়াছে।

সেই তিনের—কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী এবং ক্ষীরোদকশায়ীর। **অংশী**—পুরুষত্রয় যাঁহার অংশ; মূল। **পরব্যোম-নারায়ণ**—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ। **তেঁহ**—পরব্যোম-নারায়ণ। **বিলাস**—১।১।৩৮ পয়ারে বিলাসের লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

৪৭। এক্ষণে গ্রন্থকার "ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্" এই বাক্যের অর্থের উপসংহার করিতেছেন। উক্ত বাক্যের অর্থ-করণ উপলক্ষেই ২০শ পয়ারে নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বলিয়া তাহার প্রমাণস্বরূপ "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। ২২-৪৬ পয়ারে এই শ্লোকের অর্থ শেষ করিয়া এক্ষণে মূলবাক্যের অর্থোপসংহার করিতেছেন।

অতএব—পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার সমূহের মর্ম্মানুসারে। **ব্রহ্মবাক্যে**—"নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মার ব্যাক্যানুসারে। **তত্ত্ব-বিবরণ**—তত্ত্বের নির্দ্ধারণ।

"নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুসারে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি ইহাই নিরূপিত হইল।

নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি, স্পষ্টভাবে তাহা শ্লোকে উল্লিখিত হয় নাই; তবে শ্লোকের মর্ম্ম এবং ব্রহ্মার

এই শ্লোক তত্ত্বলক্ষণ ভাগবতসার। পরিভাষা-রূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বচন-ভঙ্গী হইতে তাহা বুঝা যায়। যিনি স্বরূপে অভিন্ন, কিন্তু আকৃতিতে ভিন্ন, তাঁহাকে বলে বিলাস। শ্লোকে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"নারায়ণস্ত্বং ন হি ?—তুমি কি নারায়ণ নও ? অর্থাৎ তুমিই নারায়ণ।" এই বাক্যে বুঝা গেল, নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে অভিন্ন। আবার "নারায়ণোঽঙ্গং" এই বাক্যে নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বা দেহ বলা হইল। শ্রীকৃষ্ণে যখন দেহ-দেহী ভেদ নাই, তখন এই অঙ্গ বা দেহ বলিতে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি-বিশেষকেই বুঝায়। নারায়ণ বলিলে পরব্যোমাধিপতিকেই সাধারণতঃ বুঝাইয়া থাকে; সুতরাং ব্রহ্মার বাক্যভঙ্গীতে বুঝা গেল—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে অভিন্ন, কিন্তু নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ একই বিগ্রহ নহেন; নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের এক মূর্ত্তি বা আবির্ভাব-বিশেষ। আবার শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, নারায়ণ চতুর্ভুজ—ইহাও প্রসিদ্ধ কথা। সুতরাং স্বরূপে অভিন্ন হইলেও তাঁহাদের আকৃতিতে ভেদ আছে; তাই শ্রীনারায়ণ হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি—ব্রহ্মার বাক্যভঙ্গী হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ উভয়ে যখন স্বরূপে অভিন্ন এবং উভয়ের আকৃতিতে যখন পার্থক্য আছে, তখন কে কাহার বিলাস, তাহা কিরূপে স্থির করা যায় ? শ্রীকৃষ্ণও তো নারায়ণের বিলাস হইতে পারেন ? উত্তর—না, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস হইতে পারেন না; কারণ, শ্লোকে নারায়ণকেই কৃষ্ণের অঙ্গ বলা হইয়াছে; সুতরাং কৃষ্ণ হইলেন নারায়ণের অঙ্গী; ইহাতে অঙ্গী-কৃষ্ণ অপেক্ষা অঙ্গ-নারায়ণের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা সূচিত হইল; মূলস্বরূপ অপেক্ষা বিলাসেরই ন্যূনতা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় (প্রথম পরিচ্ছেদের ৩৫শ শ্লোক-টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং নারায়ণই বিলাস, শ্রীকৃষ্ণ মূলস্বরূপ।

৪৮। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে নানাবিধ বিরুদ্ধমত খণ্ডনের উপক্রম করিতেছেন।

এই শ্লোক—"নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোক। **তত্ত্ব-লক্ষণ**—তত্ত্বের লক্ষণ আছে যাহাতে। যে যে লক্ষণ দ্বারা তত্ত্বের নিরূপণ করিতে হইবে, তাহা আছে যাহাতে। ইহা শ্লোকের বিশেষণ। "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকটী তত্ত্ব-লক্ষণ, অর্থাৎ তত্ত্ব-নির্ণায়ক লক্ষণযুক্ত; যে যে লক্ষণ দ্বারা তত্ত্ববস্তুর নিরূপণ করা যায়, তাহা এই শ্লোকে পাওয়া যায়। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ, আর শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অঙ্গী, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই মূল স্বরূপ, স্বয়ং ভগবান্—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব-নির্ণায়ক লক্ষণ এবং ইহাই এই শ্লোকে পাওয়া যায়। সুতরাং এই শ্লোকটী তত্ত্ব-লক্ষণ। **ভাগবত-সার**—শ্রীমদ্ভাগবতের সার শ্লোক। স্বয়ং ভগবানের লীলা-বিবরণাদিই ভাগবতের মুখ্য আলোচ্য বিষয়; তাহার মধ্যে আবার স্বয়ং-ভগবানের তত্ত্বই হইল মুখ্যতম বিষয়; কারণ, ভগবৎ-স্বরূপের লীলাদি তাঁহার তত্ত্বের অনুকূলই হইয়া থাকে; সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব অবগত না হইলে ভগবৎ-লীলার রহস্য বুঝা যায় না। তত্ত্বকে ভিত্তি বা আশ্রয় করিয়াই গুণ-লীলাদির বর্ণনাদি করিতে হয়; ভগবৎ-তত্ত্বই হইল ভাগবতের মুখ্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় বা সারবস্তু; সুতরাং যে শ্লোকে ভগবত্তত্ত্ব-নির্ণায়ক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সার-শ্লোক। এইরূপে "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোক হইল শ্রীমদ্ভাগবতের সার-শ্লোক; কারণ, ইহাতে স্বয়ং ভগবানের বিশেষ লক্ষণ বলা হইয়াছে যে, তিনি অঙ্গী; নারায়ণাদি তাঁহার অঙ্গ। **পরিভাষা**—পদার্থ-বিবেচকাচার্য্যাণাং যুক্তিযুক্তা বাক্—ইতি কাব্যপ্রকাশটীকায়াং চণ্ডীদাসঃ। বস্তু-তত্ত্ব-বিবেচক আচার্য্যদিগের যুক্তিযুক্ত বাক্য; কোনও তত্ত্ব-বিষয়ে প্রামাণ্য ব্যক্তিদিগের সার-সিদ্ধান্ত বা নিয়ামক সিদ্ধান্ত। কোনও তত্ত্ব-বিষয়ে সিদ্ধান্ত-রাজ।

সর্ব্বত্রাধিকার—সকলস্থলেই অধিকার। নিজের রাজ্যের মধ্যে সকল স্থানেই যেমন রাজার অধিকার অব্যাহত থাকে, তদ্রূপ, কোনও তত্ত্ব-বিষয়ে যে স্থলে যে আলোচনাই থাকুক না কেন, ঐ তত্ত্বের পরিভাষা-বাক্যের সেই স্থলেই অধিকার থাকিবে অর্থাৎ ঐ তত্ত্বের আলোচনায় সর্ব্বত্রই পরিভাষা-বাক্যের অনুগতভাবে অর্থ করিতে হইবে; পরিভাষা-বাক্যই সর্ব্বত্র সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। **ইহার**—নারায়ণস্ত্বং ইত্যাদি শ্লোকের। **পরিভাষারূপে ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকই পরিভাষা-বাক্য বা নিয়ামক-সিদ্ধান্ত। এই

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্—কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর॥ ৪৯

'অবতারী—নারায়ণ, কৃষ্ণ—অবতার।
তেঁহ চতুর্ভুজ, ইঁহ মনুষ্য-আকার।' ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লোকটী সর্ব্বতত্ত্ব-বিদ্ ব্রহ্মার উক্তি—ভগবান্ স্বয়ংই ব্রহ্মার নিকটে (চতুঃশ্লোকীতে) নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং কৃপা করিয়া নিজের উপদিষ্ট বিষয়ে ব্রহ্মার অনুভব জন্মাইয়াছেন; সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে ব্রহ্মার উক্তিকে স্বয়ং ভগবানের উক্তি বলিয়াই মনে করা যায়; কাজেই ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণ্য বাক্য আর কিছু থাকিতে পারেনা; তাই ঐ শ্লোকটীকে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে পরিভাষা-বাক্য বলা হইয়াছে। এই শ্লোকের সিদ্ধান্ত এই যে—শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গী বা অংশী, নারায়ণ (সুতরাং অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপও) শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বা অংশ—শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে ইহাই পরিভাষা-বাক্য বা নিয়ামক-সিদ্ধান্ত; শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-বিচারে সর্ব্বত্রই এই সিদ্ধান্ত রক্ষা করিয়া—এই সিদ্ধান্তের অনুগতভাবে অর্থ করিতে হইবে। (ইহাই "পরিভাষারূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার" বাক্যের তাৎপর্য্য।)

একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। ব্রাহ্মণকুমারদ্বয়ের আনয়নের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যখন অষ্টভুজ-ভগবানের পুরীতে গমন করিয়াছিলেন, তখন সেই কোটিব্রহ্মাণ্ডস্থ চতুর্মুখের অধীশ্বর অষ্টভুজ-ভগবান্ বলিয়াছিলেন, "দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দ্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে। কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্ হত্বেহ ভূয়স্তরয়েতমন্তি মে॥ শ্রীভা ১০৮৯।৫৮॥" এই বাক্যের যথাশ্রুত অর্থে বুঝা যায় যে, অষ্টভুজ-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে তাঁহার অংশ বলিলেন—"মে (আমার) কলাবতীর্ণে ী—কলয়া অবতীর্ণে ী (অংশে অবতীর্ণ তোমরা)।" কিন্তু এই যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে সিদ্ধান্ত-বিরোধ ঘটে; শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বিভিন্নশ্লোকের একবাক্যতাও থাকেনা; শ্রীমদ্-ভাগবতের অন্যত্রও দেখা যায়—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—১।৩।২৮॥" এক শ্লোকে যাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইয়াছে, অন্য শ্লোকে তাঁহাকে অষ্টভুজ-ভগবানের অংশ বলা হইল; স্বয়ং ভগবান্ কাহারও অংশ হইতে পারেন না, অংশের স্বয়ংভগবত্তা থাকিতে পারেনা। পরিভাষা-বাক্যের অনুগতভাবে অর্থ করিলে সর্ব্বত্র একবাক্যতা রক্ষিত হইতে পারে। পরিভাষা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অংশী; সর্ব্বত্রই এই সিদ্ধান্তের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত স্থির রাখিয়া "দ্বিজাত্মজা" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিলে "কলাবতীর্ণে ী" শব্দের অর্থ এইরূপ হইবে—"কলাভিঃ সর্ব্বাভিঃ শক্তিভিঃ যুক্তৌ অবতীর্ণে ী—সমস্ত শক্তির সহিত যুক্ত হইয়া অবতীর্ণ অর্থাৎ পূর্ণতমস্বরূপ।" এই অর্থে শ্রীকৃষ্ণ, অষ্টভুজ-ভগবানের অংশ হয়েন না, পরন্তু পূর্ণতমস্বরূপ বলিয়া অংশীই হয়েন।

৪৯। উক্ত পরিভাষা-বাক্যের অনুগতভাবে অর্থ করিলে ব্রহ্ম, আত্মা বা পরমাত্মা এবং ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্ নারায়ণ ইহারা যে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব-শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষই হয়েন, পরন্তু অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব নহেন, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়; কিন্তু তত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকগণ অন্যরূপ অর্থই করিয়া থাকে।

"যদদ্বৈতং" শ্লোকের অর্থ উপলক্ষ্যে, "যস্য প্রভা প্রভবতঃ" ইত্যাদি এবং "মুনয়ো বাতবসনাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে গ্রন্থকার প্রমাণ করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিসদৃশ নির্ব্বিশেষ স্বরূপ; "অথবা বহুনৈতেন" ইত্যাদি এবং "তমিমমহমজং" ইত্যাদি শ্লোকে প্রমাণ করিয়াছেন যে, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশ; আর "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস। এক্ষণে বিরুদ্ধ-মতের উত্থাপন করিয়া খণ্ডনের উপক্রম করিতেছেন—"মূর্খ অর্থ করে আর" ইত্যাদি বাক্যে।

কৃষ্ণের বিহার—শ্রীকৃষ্ণ যে যে রূপে বিহার করেন, সেই সেইরূপ; শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ। **এ অর্থ**—ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ, ইহা।

মূর্খ—তত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তি। **আর**—অন্যরূপ, তত্ত্ব-বিরুদ্ধ।

৫০। খণ্ডনের অভিপ্রায়ে একটী বিরুদ্ধ-মতের উত্থাপন করিতেছেন। তাহা এই:—"নারায়ণই অবতারী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশ; এই সিদ্ধান্তের হেতু এই যে, নারায়ণ চতুর্ভুজ—ঈশ্বরাকার, আর শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ—মনুষ্যাকার।

এইমতে নানারূপ করে পূর্ব্বপক্ষ।
তাহারে নির্জ্জিতে ভাগবতপদ্য দক্ষ ॥৫১

তথাহি (ভাঃ—১।২।১১)—
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মানুষ অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রাধান্য, সুতরাং মনুষ্যাকার শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা, ঈশ্বরাকার নারায়ণের প্রাধান্য; সুতরাং নারায়ণই অংশী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশ"। ইহাই তত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধ মত।

অবতারী—যাঁহা হইতে অবতারের আবির্ভাব হয়, তাঁহাকে বলে অবতারী; অংশী। **অবতার**—সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যের নিমিত্ত অবতারী হইতে যে স্বরূপের আবির্ভাব হয়, তাঁহাকে বলে অবতার; অংশ। **তেঁহ**—নারায়ণ। **ইহ**—কৃষ্ণ। **মনুষ্য-আকার**—মানুষের ন্যায় দ্বিভুজ।

পরব্যোমাধিপতিকে নারায়ণ বলে; তিন পুরুষের প্রত্যেককেও নারায়ণ বলে। এই চারি নারায়ণের মধ্যে কাহাকে এই পয়ারে অবতারী বলা হইল? প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষের অনন্ত বাহু, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত মস্তক; তৃতীয় পুরুষ ও পরব্যোমাধিপতি চতুর্ভুজ। পয়ারে অবতারী নারায়ণকে চতুর্ভুজ বলিয়া উল্লেখ করায়, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অনন্ত-বাহু প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষ এই পয়ারের লক্ষ্য নহেন; পরব্যোমাধিপতি অথবা ক্ষীরাব্ধিশায়ী তৃতীয় পুরুষই এই পয়ারের লক্ষ্য; কারণ, তাঁহারাই চতুর্ভুজ। অবতার বলিতে পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার প্রভৃতি সকলকেই বুঝায়; সুতরাং যাঁহা হইতে এই সকল অবতারের আবির্ভাব হয়, তিনিই অবতারী। তৃতীয়-পুরুষ নিজেই পুরুষাবতার এবং গুণাবতারও; সুতরাং তিনি অবতার মাত্র, অবতারী হইতে পারেন না। ইহাতে বুঝা যায়, পরব্যোমাধিপতি চতুর্ভুজ নারায়ণকেই এই পয়ারে অবতারী বলা হইয়াছে। অথবা, শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া, অবতারী শব্দে যদি—যাঁহা হইতে অবতার-রূপে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন,—কেবল তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষীরাব্ধিশায়ী চতুর্ভুজ নারায়ণও এই পয়ারের লক্ষ্য হইতে পারেন; পরব্যোমাধিপতিও হইতে পারেন। লঘু-ভাগবতামৃত হইতে জানা যায়, বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষীরাব্ধিশায়ীর অবতারও বলিয়া থাকেন (ল-ভা-শ্রীকৃষ্ণামৃত ১৩৭-১৪০)। ইঁহাদের যুক্তি এই যে, "শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত দেবগণ ক্ষীর-সমুদ্রের তীরে যাইয়া, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণেরই উপাসনা করিয়াছিলেন এবং ক্ষীরোদশায়ীর মুখেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণাবতারের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং দেবগণের প্রার্থনায় পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্ত ক্ষীরোদশায়ীই অবতীর্ণ হইয়া "কৃষ্ণ" নামে অভিহিত হইয়াছেন। (ল, ভা, শ্রীকৃষ্ণামৃত ১৪০॥)।" আবার কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বিলাসও বলিয়া থাকেন (ল, ভা, শ্রীকৃষ্ণামৃত ২২৬-২৯৯)।

৫১। **এইমতে**—পূর্ব্বপয়ারোক্ত প্রকারে। **নানারূপ**—বহু প্রকার। **করে পূর্ব্বপক্ষ**—বিরুদ্ধমত উত্থাপিত করে। ভিন্ন ভিন্ন বিরুদ্ধ মত এই:—কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ীর অবতার, সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন; কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরাব্ধিশায়ীর কেশের অবতার; কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমাধিপতির বিলাস; কেহ বলেন, পরব্যোমাধিপতির প্রথমব্যূহ যে বাসুদেব, সেই বাসুদেবের অবতারই শ্রীকৃষ্ণ; আবার কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ মহাকালপুরের ভূমাপুরুষের অংশ; ইত্যাদি। **তাহাকে**—পূর্ব্বপক্ষকে। **নির্জ্জিতে**—পরাজিত করিতে; বিরুদ্ধমতের খণ্ডন করিতে। **ভাগবত-পদ্য**—শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক। **দক্ষ**—সমর্থ।

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে যাঁহারা এইরূপ বিরুদ্ধমত উত্থাপিত করেন, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকই তাঁহাদের বিরুদ্ধ-মতের খণ্ডন করিতে সমর্থ। বিরুদ্ধমত-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে "বদন্তি" ইত্যাদি, "এতে চাংশঃ" ইত্যাদি, এবং "অত্র সর্গঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক এবং "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ" ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১২। অন্বয়াদি এই পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শুন ভাই! এই শ্লোক করহ বিচার।
এক মুখ্যতত্ত্ব, তিন তাহার প্রচার ॥ ৫২
অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্—তিন তাঁর রূপ ॥ ৫৩
এইশ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বচন।
আর এক শুন ভাগবতের বচন ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫২। **শুন ভাই**—পূর্ব্বপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য বলিতেছেন। **এই শ্লোক**—পূর্ব্বোক্ত "বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোক। **মুখ্যতত্ত্ব**—প্রধানতম তত্ত্ব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। **তিন**—তিন রূপে। **তাহার প্রচার**—সেই মুখ্যতত্ত্বের আবির্ভাব।

পূর্ব্বপক্ষের যুক্তির উত্তরে, গ্রন্থকার বলিতেছেন "বদন্তি ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ-বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তোমার যুক্তি ভিত্তিহীন। এই শ্লোক হইতে জানা যাইতেছে যে, অদ্বয়-জ্ঞানই (১।২।৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) মুখ্যতত্ত্ব-বস্তু; উপাসনাভেদে এই অদ্বয়-জ্ঞানরূপ মুখ্যতত্ত্ব-বস্তুই স্বয়ংরূপ ব্যতীত আরও তিনটী পৃথক্ পৃথক্ রূপে আবির্ভূত হয়েন। মুখ্যতত্ত্ব একবস্তু মাত্র, তাহা একাধিক নহেন; স্বয়ংরূপ ব্যতীত আর যে তিনরূপে তিনি আত্মপ্রকট করেন, সেই তিন রূপের কোনও রূপই মুখ্যতত্ত্ব নহেন, মুখ্যতত্ত্বের আবির্ভাব-বিশেষ মাত্র।"

৫৩। সেই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু কে এবং তাঁহার তিনপ্রকারের আবির্ভাবই বা কে, তাহা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্য্যামী পরমাত্মা ও পরব্যোমাধিপতি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ নারায়ণ—এই তিনই তাঁহার আবির্ভাব।

অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু—স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদশূন্য পরমতত্ত্ব (১।২।৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। **ব্রহ্ম**—নিরাকার নির্ব্বিশেষ আনন্দ-সত্তামাত্র স্বরূপ। **আত্মা**—পরমাত্মা, অন্তর্য্যামী। **ভগবান্**—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ (১।২।১৫-১৬ পয়ারের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। **তাঁর**—অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের। **রূপ**—আবির্ভাব।

৫৪। "বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোকার্থের উপসংহার করিতেছেন।

এই শ্লোকের—"বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোকের। **তুমি**—প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। **নির্ব্বচন**—কথা বলিবার শক্তিশূন্য; অন্য কোনও যুক্তি দেখাইতে অসমর্থ।

পরতত্ত্বের শ্রুতিবিহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ বিচার ব্রহ্মসূত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়; ব্রহ্মসূত্রের বাক্যই স্বতঃপ্রমাণ বেদের বাক্য। ব্রহ্মসূত্রের প্রমাণের সঙ্গে যাহার ঐক্য নাই, এমন কোনও প্রমাণই শ্রদ্ধেয় নহে। শ্রীমদ্ভাগবত সেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ॥ ইতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাস (১০।২৮৩) ধৃত গারুড়বচন।"; শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তসার (সর্ব্ববেদান্ত-সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে। শ্রীভা ১২।১৩।১৫॥); আবার, যিনি ব্রহ্মসূত্রের সঙ্কলন করিয়াছেন, সেই ব্যাসদেব নিজেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়াছেন; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতেই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থ এবং ব্যাসদেবের স্বীয় অভিপ্রায় জানিতে পারা যায়; এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ-শিরোমণি; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণের সহিত যে যুক্তির বা প্রমাণের ঐক্য নাই, সেই প্রমাণ বা যুক্তি গ্রাহ্য হইতে পারেনা। কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু এবং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ তাঁহার আবির্ভাব-বিশেষ (বিলাসরূপ ১।২।৪৬); সুতরাং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অবতারী হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু বলিয়া ক্ষীরাব্ধিশায়ী নারায়ণাদিও তাঁহার অবতারী হইতে পারেন না। ইহাই যখন প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতেব সিদ্ধান্ত, তখন ইহার প্রতিকূলে কোনরূপ যুক্তি-প্রমাণই গ্রহণীয় হইতে পারেনা—এইরূপই এই পয়ারের প্রথমার্দ্ধের তাৎপর্য্য।

আর এক শুন ইত্যাদি—পূর্ব্বোক্ত শ্লোক ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের আরও একটী শ্লোক (নিম্নোদ্ধৃত এতে চাংশ ইত্যাদি) উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষকে বলিতেছেন—"শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকের প্রমাণ তো দেখাইলাম; আর একটী প্রমাণও বলিতেছি, শুন।" **বচন**—শ্লোক, প্রমাণ।

তথাহি (ভাঃ—১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥১৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেবং পরমাত্মানং সাঙ্গমেব নির্দ্ধার্য্য প্রোক্তানুবাদপূর্ব্বকং শ্রীভগবন্তমপ্যাকারেণ নির্দ্ধারয়তি এত ইতি। ততশ্চ এতে পূর্ব্বোক্তাঃ চ-শব্দাদনুক্তাশ্চ প্রথমমুদ্দিষ্টস্য পুংসঃ পুরুষস্য অংশকলাঃ, কেচিৎ স্বয়মেবাংশাঃ সাক্ষাদংশত্বেনাংশাংশত্বেন দ্বিবিধাঃ। কেচিদংশাবিষ্টত্বাদংশাঃ। কেচিত্তু কলাঃ বিভূতয়ঃ। ইহ যো বিংশতিতমাবতারত্বেন কথিতঃ, স কৃষ্ণস্তু ভগবান্, এষ পুরুষস্যাপ্যবতারী ভগবানিত্যর্থঃ। অত্র অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েদিতি দর্শনাৎ কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণো ধর্ম্মঃ সাধ্যতে, নতু ভগবতঃ কৃষ্ণত্বমিত্যায়াতম্। ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণধর্ম্মত্বে সিদ্ধে মূলত্বমেব সিদ্ধ্যতি। নতু ততঃ প্রাদুর্ভূতত্বং এতদেব ব্যনক্তি স্বয়মিতি। তত্র চ স্বয়ংএব ভগবান্, নতু ভগবতঃ প্রাদুর্ভূততয়া, নতু বা ভগবত্তাধ্যাসেনেত্যর্থঃ। নচাবতারপ্রকরণে পঠিত ইতি সংশয়ঃ। পৌর্ব্বাপর্য্যেঃ পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবদিতি ন্যায়াৎ। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি শ্রুত্যা প্রকরণস্য বাধঃ। * * *। অত এতৎ প্রকরণেঽপি অন্যত্র ক্বচিদপি ভগবচ্ছব্দমকৃত্বা তত্রৈব ভগবানহরদ্ভরমিতি কৃতবান্। ততশ্চাস্যাবতারেষু গণনা তু স্বয়ং ভগবানপ্যসৌ স্বরূপস্থ এব নিজপরিজনবৃন্দানামানন্দবিশেষচমৎকারায় কিমপি মাধুর্য্যং নিজজন্মাদিলীলয়া পুষ্ণন্ কদাচিৎ সকল-লোকদৃশ্যো ভবতীত্যপেক্ষয়ৈবেত্যাগতম্। * * *। অবতারশ্চ প্রাকৃত বৈভবেঽবতরণমিতি কৃষ্ণসাহচর্য্যেণ রামস্যাপি পুরুষাংশত্বাত্যয়ো জ্ঞেয়ঃ। অত্র তু-শব্দোঽংশকলাভ্যঃ পুংসশ্চ সকাশাৎ ভগবতো বৈলক্ষণ্যং বোধয়তি। যদ্বা অনেন তু-শব্দেন সাবরণা শ্রুতিরিয়ং প্রতীয়তে। ততশ্চ সাবরণা শ্রুতির্বলবতীতি ন্যায়েন শ্রুত্যৈব শ্রুতমপ্যন্যেষাং মহানারায়ণাদীনাং স্বয়ং ভগবত্ত্বং গুণীভূতমাপদ্যতে। এবং পুংস ইতি ভগবানিতি চ প্রথমমুপক্রমোদ্দিষ্টস্য শব্দদ্বয়স্য তৎসহোদরেণ তেনৈব চ শব্দেন প্রতিনির্দ্দেশাত্তাবেব খল্বেতাবিতি স্মারয়তি। উদ্দেশপ্রতিনির্দ্দেশয়োঃ প্রতীতিঃ স্থগিততা তন্নিরসনায় বিদ্বদ্ভিরেক এব শব্দঃ প্রযুজ্যতে তৎসমো বা। যথা জ্যোতিষ্টোমাধিকারে বসন্তে জ্যোতিষা যজেতেত্যত্র জ্যোতিঃশব্দো জ্যোতিষ্টোমবিষয়ো ভবতীতি। ইন্দ্রারীতি পদ্যার্দ্ধং ত্বত্র নাম্বেতি। তু-শব্দেন বাক্যস্য ভেদাৎ। তচ্চ তাবতৈবাকাঙ্ক্ষাপরিপূর্ত্তেঃ একবাক্যত্বে তু চ-শব্দ এবাকরিষ্যত। ততশ্চেন্দ্রারীত্যত্র অর্থাৎ ত এব পূর্ব্বোক্তা মৃড়য়ন্তীত্যায়াতি। অত্র বিশেষজিজ্ঞাসায়াং কৃষ্ণসন্দর্ভো দৃশ্যঃ। তত্তৎপ্রসঙ্গে চ দর্শয়িষ্যতে ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥১৩॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। এতে চ (এই সমস্ত—উক্ত এবং অনুক্ত অবতার সকল) **পুংসঃ** (পুরুষের) **অংশকলাঃ** (অংশ এবং বিভূতি); [ইহ] (এই প্রকরণে) [বিংশতিতমাবতারত্বেন] (বিংশতিতম অবতাররূপে) [যঃ] (যিনি) [কথিতঃ] (উক্ত হইয়াছেন), [সঃ] (সেই) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণ) তু (কিন্তু) স্বয়ং (নিজেই) ভগবান্ (ভগবান্)। [তে চ অবতারাঃ] (সেই সমস্ত অবতার) ইন্দ্রারিব্যাকুলং (ইন্দ্রশত্রু দৈত্যগণ কর্তৃক উপদ্রুত) লোকং (জগৎকে) যুগে যুগে (প্রত্যেক যুগে, যুগাবতার-সময়ে) মৃড়য়ন্তি (সুখী করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ। উক্ত এবং অনুক্ত অবতার সকল পুরুষের অংশ ও বিভূতি; (অবতারগণের নামোল্লেখ সময়ে বিংশতিতম অবতাররূপে যাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সেই) শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু (পুরুষের অংশ নহেন, বিভূতি নহেন, অংশী পুরুষও নহেন, কিন্তু তিনি) স্বয়ং ভগবান্। (উক্ত অবতার-সকল) দৈত্যগণ কর্তৃক উপদ্রুত জগৎকে যুগে যুগে সুখী করিয়া থাকেন। ১৩।

এতে—পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক-সমূহে কৌমার-শৌকরাদি যে সমস্ত অবতারের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা। **চ**—অনুক্ত সমুচ্চয়-অর্থ প্রকাশ করিতেছে। অবতার অসংখ্য, সকলের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব। কয়েক অবতারের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, আরও অনেকেরই নাম উল্লেখ করা হয় নাই; এতে-শব্দে উল্লিখিত এবং চ-শব্দে অনুল্লিখিত অবতার-সমূহকে বুঝাইতেছে; ইঁহারা সকলেই পুরুষের অংশ। **অংশকলাঃ**—অংশ এবং কলা। অংশ দুইরকমের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

—স্বয়ং অংশ এবং অংশাবিষ্টতা হেতু অংশ ; স্বয়ং অংশ আবার দুইরকম—পুরুষের সাক্ষাৎ অংশ এবং অংশের অংশ। অংশাবিষ্ট—শক্তি-আদি দ্বারা আবিষ্ট। **কলা**—বিভূতি। অবতার-সমূহের মধ্যে কেহবা পুরুষের সাক্ষাৎ অংশ, কেহবা পুরুষের অংশের বা অংশাংশের অংশ, কেহবা পুরুষের শক্তি-আদি দ্বারা আবিষ্ট, আবার কেহবা পুরুষের বিভূতি। **কৃষ্ণস্তু**—কৃষ্ণঃ+তু ; কিন্তু কৃষ্ণ। স্বয়ং ভগবান্ই হউন, আর তাঁহার অন্য কোনও স্বরূপই হউন, যিনিই প্রাকৃত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, সাধারণতঃ তাঁহাকেই অবতার বলা হয় ; "অবতারঃ প্রাকৃতবৈভবেঽবতরণম্—ক্রমসন্দর্ভঃ।" অবতারের এই সাধারণ সংজ্ঞা-অনুসারে প্রকট-লীলা-কালে স্বয়ং ভগবান্‌কেও অবতার বলা হয়। তাই, সাধারণ-সংজ্ঞানুসারে অবতারের উল্লেখ-কালে, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে প্রথম স্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ে (জন্মগুহ্যাধ্যায়ে) অন্যান্য অবতারের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামও উল্লিখিত হইয়াছে (১।৩.২৩ শ্লোকে) ; শ্রীকৃষ্ণকে বিংশতিতম অবতার বলা হইয়াছে ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণও এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর ঐ শ্লোকেই বলরামচন্দ্রকে উনবিংশ অবতার বলা হইয়াছে। অবতার-সমূহের সঙ্গে সাধারণ-ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ করা হইলেও অন্যান্য অবতার হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্থক্য-জ্ঞাপনও করা হইয়াছে—অন্য কোন অবতারকেই "ভগবান্" বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই ; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে "ভগবান্" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। "একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী। রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ ভরম্॥ ১।৩।২৩—উনবিংশে ও বিংশ অবতারে ভগবান্ রামকৃষ্ণরূপে বৃষ্ণিবংশে জন্মলীলা প্রকট করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন।" তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই বলা হইয়াছে, লোক-সৃষ্টির অভিপ্রায়ে ভগবান্ পুরুষরূপ ধারণ করিলেন। "জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ। সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া।" (ইহা হইতে বুঝা গেল, ভগবান্ ও পুরুষ একই আবির্ভাবের দুইটী নাম নহে ; ভগবান্ হইতেই পুরুষের আবির্ভাব)। যাহা হউক, এই পুরুষ হইতে নানাবিধ অবতারের আবির্ভাব হয়। "এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্। ১।৩।৫॥" এইরূপ উপক্রম করিয়া শ্রীসূত-গোস্বামী কৌমার-শৌকরাদি অনেক অবতারের নাম করিলেন, সঙ্গে শ্রীরাম-কৃষ্ণের নামও করিলেন। ইহাতে কাহারও হয়তো সন্দেহ হইতে পারে যে, কৌমার-শৌকরাদি যেরূপ অবতার, রামকৃষ্ণও বোধ হয় সেইরূপ অবতারই ; নতুবা একসঙ্গে একই প্রকরণে সকলের নাম উল্লিখিত হইত না। এরূপ সন্দেহের আশঙ্কা করিয়াই শ্রীসূত-গোস্বামী প্রথমে ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যান্য অবতারের ন্যায় একপর্য্যায়ভুক্ত নহেন ; যেহেতু, রামকৃষ্ণের নিজস্ব ভগবত্তা আছে (তাই তাঁহাদিগকে "ভগবান্" বলা হইয়াছে) ; কিন্তু অন্যান্য অবতার-সকলের নিজস্ব ভগবত্তা নাই (তাই তাঁহাদের সম্বন্ধে "ভগবান্" শব্দ এই প্রকরণে উল্লিখিত হয় নাই), তাঁহাদের ভগবত্তার মূল অন্যের (শ্রীকৃষ্ণের) ভগবত্তা।

ইঙ্গিতে একথা বলিয়া পরে "এতে চাংশকলাঃ" শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, অন্যান্য অবতার-সকল পুরুষের অংশ-কলা মাত্র ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহা নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবান্। একথা জানাইবার অভিপ্রায়েই বলিলেন—"কৃষ্ণস্তু" —তু-শব্দে অন্যান্য অবতার হইতে শ্রীকৃষ্ণের পার্থক্য বা বিশেষত্ব সূচিত হইতেছে ; সেই বিশেষত্ব বা পার্থক্যটী এই যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, অন্য কেহ স্বয়ং ভগবান্ নহেন।

ভগবান্ স্বয়ং—পুরুষের অংশ বা ভগবানের অংশ বলিয়াই যাঁহার ভগবত্তা নহে ; পরন্তু যাঁহার নিজেরই ভগবত্তা আছে। "যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা ১।২।৭৪॥" যাঁহার ভগবত্তা স্বয়ংসিদ্ধ, অন্য-নিরপেক্ষ। **ইন্দ্রারি**—ইন্দ্রের অরি (শত্রু) দৈত্য। **ইন্দ্রারিব্যাকুলং**—দৈত্যগণ কর্তৃক উৎপীড়িত। **মৃড়য়ন্তি**—দৈত্যগণকে বিনষ্ট করিয়া জগৎকে সুখী করেন। **যুগে যুগে**—প্রতি যুগে, যথাসময়ে।

পুরুষের অংশরূপ অবতারগণ প্রাকৃত প্রপঞ্চে কি নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েন, তাহা বলিতেছেন—"ইন্দ্রারিব্যাকুলং" ইত্যাদি বাক্যে। অসুরসংহার-পূর্ব্বক, তাহাদের অত্যাচার হইতে জগৎকে উদ্ধার করিয়া জগতের সুখ-বিধানের নিমিত্তই এই সমস্ত অবতারের প্রাকট্য। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেন অবতীর্ণ হয়েন, তাহাও ইহা হইতে ব্যঞ্জিত হইতেছে—তিনিও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আনন্দ-বিধানের নিমিত্তই অবতীর্ণ হয়েন ; কাহার আনন্দ-বিধানের নিমিত্ত ? জন্মাদি-লীলা-প্রকটন দ্বারা তাঁহার পরিকরবর্গের আনন্দ-চমৎকারিতা বিধানের উদ্দেশ্যেই প্রাকৃত প্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। "নিজ-পরিজন-বৃন্দানামানন্দ-বিশেষ-চমৎকারায় কিমপি মাধুর্য্যং নিজ-জন্মাদিলীলয়া পুষ্ণন্ কদাচিৎ সকললোকদৃশ্যো ভবতি। ক্রমসন্দর্ভঃ॥"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইলেও অবতার-সমূহের মধ্যেই যখন তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তখন অন্যান্য অবতারের ন্যায় তাঁহারাও যে পুরুষের অংশকলা নহেন, ইহা কিরূপে বুঝা যাইবে ? উত্তর :—প্রথমত পূর্ব্ববিধি অপেক্ষা পরবিধি বলবান্ ; এই নিয়মানুসারে, প্রথমতঃ পুরুষের অংশরূপ অবতার-সমূহের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ থাকিলেও, পরে যখন তাঁহাদিগকে ভগবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইয়াছে, তখন তাঁহারা পুরুষের অংশ হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, সামান্যবিধি অপেক্ষা বিশেষ-বিধির বলবত্তা বশতঃ অবতার-সামান্য-কথনে রামকৃষ্ণের উল্লেখ থাকিলেও বিশেষ-কথনে যখন তাঁহাদিগকে ভগবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইয়াছে, তখন অন্যান্য অবতারের ন্যায় তাঁহারা পুরুষের অংশ হইতে পারেন না। তৃতীয়তঃ, "শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাদিতি"—ইত্যাদি নিয়মানুসারে শ্রুতি-লিঙ্গাদির পর পর দুর্ব্বলত্ব বশতঃ শ্রুতিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য ; সুতরাং সামান্য-অবতার-প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লিখিত হইলেও "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি শ্রুত্যা প্রকরণস্য বাধঃ। ক্রমসন্দর্ভ।—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, এই শ্রুতিদ্বারা প্রকরণ বাধা প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, তিনি পুরুষের অংশরূপে অবতার নহেন—ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে।"

আরও প্রশ্ন হইতে পারে, রামকৃষ্ণকে ভগবান্ বলা হইল (১।৩।২৩ শ্লোকে) ; এবং পরে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইল, কিন্তু রাম বা বলরাম সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলা হইল না। এমতাবস্থায় বলরামের স্বরূপ কি ? উত্তর :—রামকৃষ্ণকে যখন ভগবান্ বলা হইয়াছে, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বলরামচন্দ্র পুরুষের অংশ নহেন ; অবশ্য তিনি স্বয়ং ভগবান্ও নহেন ; স্বয়ং ভগবান্ একাধিক থাকিতে পারেন না ; কাজেই তিনি স্বয়ং ভগবানের অংশ-রূপ অবতার (পুরুষের অংশরূপ নহেন) ; অথবা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন কলেবর বা বিলাস-মূর্ত্তিই হইবেন।

আরও প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ যদি অন্যান্য অবতারের পর্য্যায়ভুক্তই না হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিংশতিতম অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইল কেন ? উত্তর :—স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মার একদিনে একবার অবতীর্ণ হয়েন ; তাঁহার অবতরণের সময়ে যদি যুগাবতারাদির সময়ও উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও যুগাবতারাদি আর স্বতন্ত্র ভাবে অবতীর্ণ হয়েন না, কৃষ্ণের শরীরের মধ্যেই তাঁহারা আশ্রয় লাভ করেন, সেই স্থান হইতেই তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যনির্ব্বাহ করেন। যে কল্পের অবতার-সমূহের কথা প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, সেই কল্পে বিংশতিতম যুগাবতারের সময়েই স্বয়ং ভগবানের অবতারের সময় হইয়াছিল বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই অবতীর্ণ হইলেন, বিংশতিতম যুগাবতার আর স্বতন্ত্রভাবে অবতীর্ণ হইলেন না ; পরন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের দেহমধ্যেই অবস্থিত রহিলেন ; এই দেহমধ্যস্থ যুগাবতার দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ ভূভার-হরণাদি যুগাবতারের কার্য্য-নির্ব্বাহ করাইলেন। যুগাবতারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকায়, শ্রীকৃষ্ণের দেহদ্বারাই যুগাবতারের কার্য্য-নির্ব্বাহ হইয়াছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই বিংশতিতম অবতার বলা হইয়াছে। "শ্রীকৃষ্ণের যেই হয় অবতারকাল। ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল॥ পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ ১।৪।৮-৯॥" শ্রী, ভা, ১।৩।২৩ শ্লোকেও বলা হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণ ভুভার হরণ করিয়াছেন, কিন্তু ভূভার-হরণ স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে (স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে ভূ-ভারহরণ।১।৪।৭) ; ইহা যুগাবতারের কার্য্য। ইহা হইতেও বুঝা যায়, স্বয়ং ভগবানের অভ্যন্তরস্থিত যুগাবতারের কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে বিংশতিতম অবতার বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে যুগাবতার মাত্র নহেন, পরন্তু স্বয়ং ভগবান্, তাহা অন্যান্য লীলা (ব্রজলীলাদি) দ্বারা প্রমাণিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার নহেন, পরন্তু তিনি যে অবতারী, তাহাই এই শ্লোকে প্রমাণিত হইল। এই শ্লোকটীও শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে পরিভাষা-শ্লোক।

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥ ৫৫
তবে সূতগোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥ ৫৬
অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব-অবতংস ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৫। এক্ষণে তিন পয়ারে "এতে চাংশ" শ্লোকের সার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। প্রথম দুই পয়ারে তাহার সূচনা করিতেছেন।

সব অবতারের—যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার প্রভৃতি সমস্ত অবতারের এবং স্বয়ং ভগবানের অবতরণের। অবতার-শব্দের সাধারণ সংজ্ঞা পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকার্থে দ্রষ্টব্য।

সামান্য লক্ষণ—সাধারণ চিহ্ন; সমস্ত অবতারের মধ্যেই যে লক্ষণ দৃষ্ট হয়; ভগবদ্ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতরণই এই সাধারণ লক্ষণ। অবতারের স্বরূপ, সময় ও লীলাদি দ্বারা বিশেষ লক্ষণ নির্দ্ধারিত হয়। **তার মধ্যে**—সমস্ত অবতারের মধ্যে। **কৃষ্ণচন্দ্রের**—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের। **করিল গণন**—উল্লেখ করা হইয়াছে। অবতার-সমূহের নামোল্লেখ-কালে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামও একই সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকার্থ দ্রষ্টব্য)

৫৬। **তবে**—সমস্ত অবতারের সঙ্গে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করায়। **সূত-গোসাঞি**—নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে উগ্রশ্রবা-নামক সূত শ্রীশুকদেব-গোস্বামীর কথিত শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করিয়াছিলেন। প্রথমস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে অবতার-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীসূতগোস্বামীরই উক্তি। **পাঞা বড় ভয়**—অত্যন্ত ভীত হইয়া; অন্যান্য অবতারের সঙ্গে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ করায় শ্রীকৃষ্ণের মহিমা খর্ব্ব হইয়াছে বলিয়া সূতগোস্বামীর ভয় হইয়াছে। বিশেষতঃ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন, অবতারের মধ্যে তাঁহার নাম দেখিয়া তাঁহারা হয়তো শ্রীকৃষ্ণকেও সাধারণ অবতার বলিয়া মনে করিতে পারেন; তাহাতে বিপ্রলিপ্সা বা জ্ঞান-শাঠ্যের আশঙ্কা করিয়াও সূতগোস্বামীর ভয় হইতে পারে। **যার যে লক্ষণ**—উল্লিখিত অবতার সমূহের মধ্যে যাঁহার যে বিশেষ পরিচয় বা স্বরূপ তাহা; তাঁহাদের মধ্যে কে কে অবতারী-পুরুষের অংশ, আর কে স্বয়ং-ভগবানের অংশ, কে-ই বা ভগবান্ (যিনি বিশেষ উদ্দেশ্যে স্বয়ংই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন,) এ সব সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ। **করিল নিশ্চয়**—নির্দ্ধারিত করিলেন; স্পষ্টরূপে জানাইলেন (সূত-গোসাঞি)।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারে "সূত গোসাঞি" স্থলে "শুকদেব" পাঠ আছে; কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না; কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের অবতার-সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি শ্রীসূতগোস্বামীরই উক্তি, শ্রীশুকদেবের উক্তি নহে।

৫৭। যে অবতারের যে লক্ষণ বা স্বরূপ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন। এই পয়ারে "এতে চাংশ" শ্লোকের সার মর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহা এই :—অবতার-প্রকরণে যাঁহাদের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, (বলদেব তাঁহার বিলাস-রূপ অংশ) এবং অন্যান্য অবতারগণ কেহ বা পুরুষের অংশ, আর কেহ বা পুরুষের বিভূতি।

অবতার সব—শ্রীকৃষ্ণ (এবং শ্রীবলদেব) ব্যতীত অন্য সমস্ত উল্লিখিত এবং অনুল্লিখিত অবতার। **পুরুষের**—ষোড়শ-কলাত্মক পুরুষের। সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ অংশে পুরুষ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এই পুরুষ শ্রীভগবানের অংশ। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকার্থ এবং শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।১ শ্লোক দ্রষ্টব্য। **কলা**—বিভূতি (ক্রমসন্দর্ভ)। **অংশ**—পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকার্থ দ্রষ্টব্য। প্রাকৃত জগতে কোনও বস্তুর বিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছেদযোগ্য খণ্ডকে তাহার অংশ বলা হয়; কিন্তু শ্রীভগবানের অংশ-অবতার এইরূপ নহেন, শ্রীভগবানের বিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছেদযোগ্য খণ্ডমাত্র নহেন; শ্রীভগবান্ বিভু—সর্ব্বব্যাপক বস্তু, তাঁহার কোনও বিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছেদযোগ্য অংশ

পূর্ব্বপক্ষ কহে—তোমার ভাল ত ব্যাখ্যান।
পরব্যোম-নারায়ণ—স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৫৮
তিঁহো আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি, কি আর বিচার ? ॥ ৫৯
তারে কহে—কেন কর কুতর্কানুমান ?।
শাস্ত্র-বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

থাকিতে পারে না। বাস্তবিক, অংশই হউন, আর স্বয়ংরূপই হউন, ভগবৎ-স্বরূপ মাত্রই পূর্ণ, নিত্য, শাশ্বত। "সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥ পরমানন্দ সন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ॥ ল, ভা, শ্রীকৃষ্ণামৃত ।৪৪॥" সমস্ত স্বরূপ পূর্ণ হইলেও শক্তিসমূহের অভিব্যক্তির তারতম্য-অনুসারে অংশ ও অংশী সংজ্ঞা হইয়া থাকে। যে স্বরূপে সমস্ত শক্তি পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাঁহার নাম স্বয়ংরূপ ; আর যে সকল স্বরূপে সমস্ত শক্তি অভিব্যক্ত হয় নাই, অভিব্যক্ত হইলেও পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হয় নাই, সেই সমস্ত স্বরূপকে বলে অংশ ; এইরূপে স্বাংশ এবং বিলাসাদি সমস্তই স্বয়ংরূপের অংশ ; কারণ, স্বাংশ-বিলাসাদিতে স্বয়ংরূপের ন্যায় শক্তির বিকাশ নাই। "অত্রোচ্যতে পরেশত্বাৎ পূর্ণা যদ্যপি তেঽখিলাঃ। তথাপ্যখিল-শক্তীনাং প্রাকট্যং তত্র নো ভবেৎ॥ অংশত্বং নাম শক্তীনাং সদাল্পাংশ-প্রকাশিতা। পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানাশক্তি-প্রকাশিতা॥ ল, ভা, কৃষ্ণামৃত ॥৪৫।৪৬।" স্বয়ংরূপ যদৃচ্ছাক্রমে নানাশক্তি প্রকাশ করিতে পারেন ; কিন্তু অংশরূপ তাহা পারেন না—ইহাই পার্থক্য। এস্থলে শক্তি-শব্দের তাৎপর্য্য এই :—"শক্তিরৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপা-তেজোমুখা গুণাঃ। ল-ভা, কৃষ্ণামৃত ॥৮৯॥—ঐশ্বর্য্য (নিখিল-স্বামিত্ব), মাধুর্য্য (সর্ব্বাবস্থায় চারুতা), কৃপা (অহৈতুকী ভাবে পরদুঃখ-নাশের ইচ্ছা), তেজঃ (কাল ও মায়াদিকেও অভিভবকারী প্রভাব) এবং সর্ব্বজ্ঞতা, ভক্তবাৎসল্য ও ভক্তবশ্যতাদি গুণকে শক্তি বলে।"

সর্ব্ব-অবতংস—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; সকলের আশ্রয় এবং সমস্ত কারণের কারণ।

৫৮।৫৯। কবিরাজ-গোস্বামী পূর্ব্ব পয়ারে "এতে চাংশ" শ্লোকের যে অর্থ করিয়াছেন, কেহ কেহ হয়তো তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন ; খণ্ডনের উদ্দেশ্যে তাই তিনি দুই পয়ারে সম্ভাবিত আপত্তি উত্থাপিত করিতেছেন। আপত্তিটী এই :—"কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্—এইরূপ অন্বয় ধরিয়াই পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারে পূর্ব্ব-কথিতরূপ অর্থ পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ—এইরূপ অন্বয় করিলে শ্লোকের অর্থ হইবে এই যে, স্বয়ং ভগবানই (পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই) কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার—ইহাই সমীচীন অর্থ।" ৫৮।৫৯ পয়ারে পূর্ব্বপক্ষের এই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষ—আপত্তিকারী। **তোমার ভাল ত ব্যাখ্যান**—কবিরাজ ! তুমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছ, তাহাতো অতি সুন্দর ! (ইহা পূর্ব্বপক্ষের উপহাস-উক্তি) ; তাৎপর্য্য এই যে, "কবিরাজ ! তুমি যে ব্যাখ্যা করিলে, তাহা সঙ্গত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, শ্লোকের অর্থে তাহা প্রকাশ পায় না। শ্লোকের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা বলিতেছি, শুন।" **পরব্যোম-নারায়ণ**—পরব্যোমাধিপতি চতুর্ভুজ নারায়ণ। **স্বয়ং ভগবান্**—নারায়ণ স্বয়ং-ভগবান্, কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ নহেন। (ইহা বিরুদ্ধবাদীর অর্থ) **তিঁহো**—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ। **আসি ইত্যাদি**—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই কৃষ্ণরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিতেছেন। সুতরাং নারায়ণের অবতারই কৃষ্ণ। শ্লোক হইতে এইরূপ অর্থই পাওয়া যাইতেছে ; এ সম্বন্ধে আবার বিচার কি থাকিতে পারে ? **শ্লোকে**—"এতে চাংশ" শ্লোকে।

৬০। কবিরাজ গোস্বামী উক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিতেছেন। **তারে কহে**—পূর্ব্বপক্ষকে বলে (কবিরাজ গোস্বামী)। **কুতর্কানুমান**—কুতর্কমূলক অনুমান। শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্কের নাম কুতর্ক। **অনুমান**—ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞানজন্য জ্ঞানকে অনুমান বলে (শব্দকল্পদ্রুম)। যেমন, কোনও পর্ব্বতে ধূম দেখিলেই তাহাতে অগ্নি আছে বলিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই অনুমান। এইরূপে, "এতে চাংশ" শ্লোকে "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইভাবে শব্দগুলি বসাইলে একরূপ অন্বয় হইতে পারে বটে এবং এই অন্বয়-মূলে একটা অর্থও হইতে পারে। ইহা

তথাহি একাদশীতত্ত্বে ধৃতো ন্যায়ঃ—
অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ১৪

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয় ॥ ৬১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অনুবাদমনুক্ত্বেব ইত্যাদি। অনুবাদং জ্ঞাতবস্তু, অনুক্ত্বা ন কথয়িত্বা, তু অবধারণে, বিধেয়ং অজ্ঞাতবস্তু ন উদীরয়েৎ ন কথয়েৎ। যতঃ ন হি অলব্ধাস্পদং ন লব্ধং আস্পদং স্থানং যেন তথাভূতং কিঞ্চিৎ কুত্রচিদপি প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিষ্ঠাং লভতে প্রামাণ্যং গচ্ছতি ॥১৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইল, ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমানের ন্যায়, অন্বয় দেখিয়া অর্থের অনুমান। কিন্তু এইরূপ অর্থের অনুমান শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ইহাকে কুতর্কানুমান বলা হইয়াছে। ইহা কিরূপে শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইল, তাহা পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে দেখাইয়াছেন। **শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ**—শাস্ত্রবিরুদ্ধ অর্থ; যে অর্থ শাস্ত্রোক্তির বিরোধী। কভু—কখন। **না হয় প্রমাণ**—প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কুতর্কমূলক অনুমানে একই বাক্যের নানারূপ অর্থ হইতে পারে বটে, কিন্তু এই সকল অর্থের মধ্যে যে সকল অর্থ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহারা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। পূর্ব্বপয়ারোক্ত (স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ এইরূপ অন্বয়মূলক) অর্থ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা প্রামাণ্য নহে। ইহাই তাৎপর্য্য।

কোনও বাক্যের অর্থ করিতে হইলে, যে শাস্ত্রবিহিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, পূর্ব্বপক্ষ সেই প্রণালীকে যে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে নিম্নে "অনুবাদমনুক্ত্বা" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইতেছে।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। অনুবাদং (জ্ঞাতবস্তু) অনুক্ত্বা (না বলিয়া) তু (কিন্তু) বিধেয়ং (অজ্ঞাতবস্তু) ন উদীরয়েৎ (বলা উচিত নহে); [যতঃ] (যেহেতু) অলব্ধাস্পদং (যে বস্তুর আশ্রয় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই এমন) কিঞ্চিৎ (কোনও বস্তু) কুত্রচিৎ (কোনও স্থানেই) নহি প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠা পাইতে পারেই না)।

অনুবাদ। অনুবাদ না বলিয়া কিন্তু বিধেয় বলা উচিত নহে। যেহেতু, যে বস্তুর আশ্রয় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, এমন কোনও বস্তু কোনও স্থানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেই পারে না। ১৪।

অনুবাদ—জ্ঞাতবস্তু। **বিধেয়**—অজ্ঞাত বস্তু। **অলব্ধাস্পদ**—আশ্রয়হীন।

বাক্যরচনা-সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধি এই যে, প্রথমে জ্ঞাতবস্তু-বাচক শব্দটী বসাইতে হইবে, তাহার পরে তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত-বস্তু-বাচক শব্দটী বসাইতে হইবে; কোনও সময়েই এই বিধির অন্যথাচরণ করা উচিত নহে, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। এইরূপ বিধির হেতু এই যে, জ্ঞাতবস্তুকে আশ্রয় করিয়াই তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হয়; জ্ঞাতবস্তুর উল্লেখ না করিয়াই তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করিলে কেহই কিছু বুঝিতে পারে না, সুতরাং বাক্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

শ্রীভাঃ ১।৩।২৩ শ্লোকে বিংশতিতম অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং "কৃষ্ণ" হইল জ্ঞাতবস্তু বা অনুবাদ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্, তাহা উক্ত শ্লোকে বলা হয় নাই; সুতরাং কৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা হইল অজ্ঞাতবস্তু বা বিধেয়; "অনুবাদমনুক্ত্বা তু" ইত্যাদি বচনানুসারে অনুবাদ "কৃষ্ণ" শব্দ পূর্ব্বে বসিবে এবং বিধেয় "স্বয়ং ভগবান্" শব্দ পরে বসিবে; সুতরাং "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এইরূপ অন্বয়ই শাস্ত্রসম্মত।

প্রতিপক্ষের "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইরূপ অন্বয়ে উক্ত শাস্ত্রবিধির লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া ঐ অন্বয় এবং তদনুকূল অর্থ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, সুতরাং গ্রহণের অযোগ্য; ইহা দেখাইবার নিমিত্তই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত অন্বয় কিরূপে এই বিধির প্রতিকূল হইল, পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে তাহা দেখান হইয়াছে।

৬১। শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। বাক্যের প্রথমে অনুবাদ-বাচক শব্দ বসাইবে, তারপরে বিধেয়-বাচক শব্দ বসাইবে।

'বিধেয়' কহিয়ে তারে—যে বস্তু অজ্ঞাত।
'অনুবাদ' কহি তারে—যেই হয় জ্ঞাত ॥ ৬২
যৈছে কহি—এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র অনুবাদ, ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য ॥ ৬৩
বিপ্রত্ব বিখ্যাত, তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাত ॥ ৬৪
তৈছে ইহাঁ অবতার সব হৈল জ্ঞাত।
কার অবতার ?—এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥ ৬৫
"এতে'-শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
"পুরুষের অংশ" পাছে বিধেয় সংবাদ ॥ ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬২। অনুবাদ ও বিধেয় কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন। অজ্ঞাত বস্তুকে বিধেয় বলে; আর জ্ঞাতবস্তুকে অনুবাদ বলে। যাহা জানা নাই, তাহা অজ্ঞাত; আর যাহা জানা আছে, তাহা জ্ঞাত।

৬৩। দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুবাদ ও বিধেয় বুঝাইতেছেন। যেমন "এই বিপ্র পরম পণ্ডিত" এই বাক্যে বিপ্র-শব্দ অনুবাদ-বাচক এবং পরম-পণ্ডিত শব্দ বিধেয়-বাচক। ইহার হেতু পরবর্ত্তী পয়ারে দ্রষ্টব্য। **বিপ্র**—ব্রাহ্মণ।

৬৪। কিরূপে বিপ্র-শব্দ অনুবাদ হইল এবং পরম-পণ্ডিত-শব্দ বিধেয় হইল, তাহা বলিতেছেন।

বিপ্রত্ব বিখ্যাত—যে লোকটীকে লক্ষ্য করিয়া বাক্য বলা হইয়াছে, তিনি যে বিপ্র (ব্রাহ্মণ), তাহা তাঁহার উপবীত দেখিয়াই বুঝা যায়; সুতরাং তাঁহার বিপ্রত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব জ্ঞাত বিষয়; এজন্য বিপ্রশব্দ অনুবাদ-বাচক।

পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত—পাণ্ডিত্যের কোনও চিহ্ন উপবীতের ন্যায় দেহে থাকে না; আলাপ করিলেই, অথবা অপর কেহ জানাইয়া দিলেই তাহা জানা যায়; তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত বস্তু। "এ বিপ্র পরম পণ্ডিত" এই বাক্যটী যাহাদের নিকট বলা হইয়াছে, তাহারা বিপ্রের পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধে কিছু জানিত না; সুতরাং তাহাদের নিকটে পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত বলিয়া "পরম-পণ্ডিত"-শব্দ বিধেয়-বাচক হইল। **অতএব** ইত্যাদি—বিপ্র শব্দ অনুবাদ-বাচক এবং "পরম পণ্ডিত"-শব্দ বিধেয়-বাচক বলিয়া বিপ্র-শব্দ বাক্যের প্রথমে এবং পরম-পণ্ডিত শব্দ বাক্যের শেষ ভাগে বসিয়াছে। এই উদাহরণে অনুবাদ ও বিধেয়ের স্থানসম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি রক্ষিত হইয়াছে।

৬৫। এক্ষণে উক্ত বিধি-অনুসারে অন্বয় করিয়া "এতে চাংশ" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন এবং দেখাইতেছেন যে, বিরুদ্ধবাদীর অন্বয় শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। "এতে চাংশ" শ্লোকে অনুবাদ-বাচক শব্দ কোন্‌টী এবং বিধেয়-বাচক শব্দই বা কোন্‌টী তাহাই প্রথমে স্থির করিতেছেন—এই পয়ারে।

তৈছে—তদ্রূপ। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৩শ পয়ারের "যৈছে" শব্দের সহিত ইহার অন্বয়। "এ বিপ্র পরম পণ্ডিত" এই বাক্যে যেমন (যৈছে) আগে অনুবাদ ও পরে বিধেয় বসিয়াছে, তদ্রূপ (তৈছে) "এতে চাংশ" শ্লোকের অন্বয়েও আগে অনুবাদ ও পরে বিধেয় বসিবে। **ইহাঁ**—"এতে চাংশ" শ্লোকে। "এতে চাংশ" শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক-সমূহে সর্ব্ববিধ অবতারের নামোল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং যিনি প্রথম হইতে সমস্ত শ্লোক পড়িতে পড়িতে শেষ কালে "এতে চাংশ" শ্লোক পড়িতে আরম্ভ করিবেন, সমস্ত অবতারের নামই তাঁহার জানা থাকিবে (জ্ঞাতবস্তু হইবে); এই শ্লোকে "এতে" শব্দে ঐ সমস্ত অবতারকেই সূচিত করা হইয়াছে, পড়িতে পড়িতে পাঠক তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং অবতার-জ্ঞাপক "এতে" শব্দ হইল অনুবাদ। **কার অবতার**—যে সমস্ত অবতারের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা কে কাহার অবতার। **এই বস্তু অবিজ্ঞাত**—কে কাহার অবতার, তাহা জানা নাই; কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক-সমূহে তাহা বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। সুতরাং এই অজ্ঞাত-বস্তু-বাচক শব্দটীই হইবে বিধেয়। শ্লোকে "পুংসঃ অংশকলাঃ—পুরুষের অংশ ও কলা" পদে, তাঁহারা যে পুরুষেরই অবতার, তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে—অজ্ঞাতবস্তুর (অবতারের স্বরূপের) পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং "পুংসঃ অংশকলাঃ"ই হইল বিধেয়।

৬৬। "এতে" শব্দ অনুবাদ-বাচক এবং "অংশকলাঃ" শব্দ বিধেয়বাচক বলিয়া শ্লোকের অন্বয়ে "এতে" শব্দ আগে বসিবে এবং "অংশকলাঃ' শব্দ পরে বসিবে। "এতে পুংসঃ অংশকলাঃ" এইরূপই অন্বয় হইবে।

তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ জ্ঞান—সেই অবিজ্ঞাত ॥ ৬৭
অতএব 'কৃষ্ণ'-শব্দ আগে অনুবাদ।
'স্বয়ংভগবত্ত্ব' পিছে বিধেয় সংবাদ ॥ ৬৮
'কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্ব' ইহা হৈল সাধ্য।
'স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব' হৈল বাধ্য ॥ ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এতে শব্দে ইত্যাদি—"এতে" শব্দে অবতারের (উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং ইহা) অনুবাদ (এবং অনুবাদ বলিয়া) আগে (বসিয়াছে)। **পুরুষের অংশ**—ইত্যাদি—"পুরুষের অংশ" (পুংসঃ অংশকলাঃ) শব্দ পাছে (শেষে বসিয়াছে; যেহেতু ইহা) বিধেয়-সংবাদ-(জ্ঞাপক)।

বিধেয়-সংবাদ—বিধেয়ের (অজ্ঞাত বস্তুর) সংবাদ (পরিচয়) আছে যাহাতে; যাহা অজ্ঞাতবস্তুর পরিচয় জ্ঞাপন করে।

এই পয়ারে শ্লোকস্থ "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ" অংশের অন্বয় করা হইল।

৬৭। "এতে চাংশ" শ্লোকের প্রথম চরণের দুইটী অংশ—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ" এক অংশ; "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" আর এক অংশ। পূর্ব্ব পয়ারে প্রথমাংশের অন্বয় করিয়া এক্ষণে দ্বিতীয়াংশের অন্বয় করিতেছেন। এই দ্বিতীয়াংশে অনুবাদ-বাচক-শব্দ কোন্‌টী এবং বিধেয়-বাচক শব্দই বা কোন্‌টী, তাহা এই পয়ারে বলিতেছেন।

তৈছে—তদ্রূপ; পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক-সমূহে অবতার-সমূহের নাম উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া অবতার-সমূহ যেমন জ্ঞাতবস্তু হইয়াছে; তদ্রূপ (তৈছে) অবতার-সমূহের মধ্যে কৃষ্ণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া কৃষ্ণও জ্ঞাতবস্তু। **কৃষ্ণ অবতার ভিতরে** ইত্যাদি—অবতার (সমূহের নামের) ভিতরে (মধ্যে—কৃষ্ণের নামও উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া) কৃষ্ণ জ্ঞাতবস্তু হইলেন; সুতরাং **তাহার বিশেষ জ্ঞান**—কৃষ্ণের বিশেষ জ্ঞান; কৃষ্ণের স্বরূপ।

সেই অবিজ্ঞাত—তাহা অবিদিত; জানা নাই। কৃষ্ণ যে অবতার, একথামাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহ হইতে জানা গিয়াছে; কিন্তু ভগবানের বা পুরুষের যে অংশ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহাকেও অবতার বলে; আর স্বয়ংভগবান্ যখন প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তখন তাঁহাকেও অবতার বলে। শ্রীকৃষ্ণ যে কোন্ রকমের অবতার, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহ হইতে জানা যায় নাই। "ভগবান্ স্বয়ং" শব্দে কৃষ্ণের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং "ভগবান্ স্বয়ং" শব্দ হইল বিধেয়-বাচক।

৬৮। **অতএব**—"কৃষ্ণ" শব্দ জ্ঞাত এবং "স্বয়ং ভগবান্" শব্দ অজ্ঞাত বস্তু সূচনা করে বলিয়া। **কৃষ্ণ শব্দ আগে** ইত্যাদি—কৃষ্ণ-শব্দ আগে (বসিবে; কারণ, ইহা) অনুবাদ (জ্ঞাতবস্তু-বোধক)। **স্বয়ং ভগবত্ত্ব ইত্যাদি**—"স্বয়ং ভগবান্" শব্দ পিছে (শেষে—বসিবে; কারণ, ইহা) বিধেয়-সংবাদ (অজ্ঞাত বস্তুর পরিচয়-জ্ঞাপক শব্দ)। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহ হইতে জানা যায় নাই বলিয়া স্বয়ংভগবত্ত্ব অজ্ঞাত বস্তু (বিধেয়) হইল। **বিধেয়-সংবাদ**—পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৬শ পয়ারে দ্রষ্টব্য।

৬৯। **সাধ্য**—সাধনীয়, প্রকাশিতব্য; সুতরাং বিধেয়। কৃষ্ণ হইলেন জ্ঞাত বস্তু; কিন্তু তাঁহার স্বয়ং-ভগবত্তা (কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ ইহা) অজ্ঞাতবস্তু; কৃষ্ণের বিশেষ পরিচয়ই হইল তাঁহার স্বয়ংভগবত্তা; সুতরাং তাঁহার বিশেষ পরিচয় দিতে হইলে তাঁহার স্বয়ংভগবত্তার কথাই প্রকাশ করিতে হইবে; তাই বলা হইয়াছে, **"কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা** ইহা হৈল সাধ্য" (সাধনীয় বা প্রকাশনীয়, সুতরাং ইহাই বিধেয়)। স্বয়ংভগবত্তাই সাধ্য বা বিধেয় হওয়াতে "কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্" এইরূপ অন্বয়ই শাস্ত্রসিদ্ধ হইবে এবং "শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, তিনিই অবতারী" এইরূপ অর্থই শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া প্রামাণ্য হইবে। **বাধ্য**—বাধা প্রাপ্ত; অসিদ্ধ; শাস্ত্রবিরুদ্ধ। "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইরূপ অন্বয় গ্রহণ করিলে, স্বয়ংভগবান্ শব্দ আগে বসে; সুতরাং "স্বয়ং ভগবান্‌কে" অনুবাদ বলিয়া মনে করিতে হয়; আর কৃষ্ণ-শব্দ পরে বসে বলিয়া "কৃষ্ণকে" বিধেয় বলিয়া মনে করিতে হয়। কিন্তু "স্বয়ং ভগবান্" শব্দ অনুবাদ হইতে পারে না; কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহে "স্বয়ং ভগবান্" শব্দও ব্যবহৃত

কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥ ৭০
'নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্!
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ—ঐছে করিত ব্যাখ্যান ॥ ৭১
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ-বিজ্ঞ-বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয় নাই, স্বয়ংভগবান্ সম্বন্ধে কিছু বলাও হয় নাই; সুতরাং "স্বয়ং ভগবান্" অজ্ঞাতবস্তু—জ্ঞাতবস্তু (অনুবাদ) নহে। আবার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহে "কৃষ্ণ"-শব্দের উল্লেখ থাকায় "কৃষ্ণ" জ্ঞাতবস্তু (অনুবাদ) হইলেন, অজ্ঞাতবস্তু (বিধেয়) হইলেন না। সুতরাং "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইরূপ অন্বয় শাস্ত্রসম্মত নহে, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ (শাস্ত্রদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত বা বাধ্য)। তাই বলা হইয়াছে "**স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব** হৈল বাধ্য।"

কবিরাজ গোস্বামীর অর্থই শাস্ত্রসম্মত এবং বিরুদ্ধবাদীর অর্থ (অর্থাৎ নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশ—অবতার—এইরূপ অর্থ) শাস্ত্রবিরুদ্ধ—তাহাই এই পয়ারে বলা হইল।

৭০। অন্য যুক্তিদ্বারা বিরুদ্ধবাদীর অর্থ খণ্ডন করিতেছেন, দুই পয়ারে।

শ্রীকৃষ্ণ অংশী স্বয়ং-ভগবান্, নারায়ণ তাঁহার বিলাস-রূপ অংশ; ইহাই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য; যদি নারায়ণই অংশী স্বয়ং-ভগবান্ হইতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশ হইতেন, তাহা হইলে শ্রীসূত-গোস্বামীও "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" না বলিয়া তদ্বিপরীত বাক্য (স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ এইরূপ) বলিতেন। তাহা যখন বলেন নাই, তখন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্—এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

বিপরীত—উল্টা; "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই বাক্যের বিপরীত; "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" ইহাই বিপরীত বাক্য। **সূতের বচন**—শ্রীসূত-গোস্বামীর বাক্য; শ্লোকস্থ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বাক্য।

কোনও কোনও গ্রন্থে (ঝামটপুরের গ্রন্থেও) "সূতের" স্থলে "শুকের" পাঠ আছে; কিন্তু ৫৬শ পয়ারোক্ত কারণবশতঃ "সূতের" পাঠই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

৭১। যদি বলা যায়, সূত-গোস্বামীর "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" পাঠ ঠিক রাখিয়াও অন্বয়কালে স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইরূপ অন্বয় করিয়াও অর্থ করা যাইতে পারে। এই অন্বয়ে নারায়ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিলে এবং "স্বয়ং ভগবান্"-শব্দ বাক্যে অনুবাদের স্থানে থাকায়, নারায়ণের অনুবাদত্ব সম্বন্ধেও আশঙ্কা হইতে পারে না; কারণ, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের নাম সকলেই জানেন; নারায়ণ জ্ঞাতবস্তু বলিয়া অনুবাদ হইতে পারেন; সুতরাং "স্বয়ং ভগবান্" (নারায়ণ) শব্দ বাক্যের প্রথমে থাকায় কোনও দোষ হয় না। আর পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহে কৃষ্ণ-শব্দের উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে, কৃষ্ণের কোনও বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় নাই; "এতে চাংশ" শ্লোকে কৃষ্ণের বিশেষ পরিচয় দিতেছেন যে—তিনি স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণের অংশ; এই ভাবে কৃষ্ণ-শব্দ বিধেয়-বাচক হইতে পারে। বিরুদ্ধবাদীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"নারায়ণ অংশী ইত্যাদি।"

নারায়ণ অংশী ইত্যাদি—শ্লোকস্থ বাক্য ঠিক রাখিয়া অন্বয়কালে "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইরূপ অন্বয় যদি শাস্ত্রসম্মত হইত, তাহা হইলে শ্রীধরস্বামি-প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন টীকাকারগণই তদনুরূপ ব্যাখ্যা করিতেন; "স্বয়ং ভগবান্ যে নারায়ণ, তিনিই অংশী; তিনিই অংশে শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন"—এইরূপেই তাঁহারা "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বাক্যের অর্থ করিতেন। কিন্তু কোনও টীকাকারই এইরূপ অর্থ করেন নাই। সুতরাং মহাজনের অনুমোদিত নহে বলিয়া বিরুদ্ধবাদীর অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না। **করিত ব্যাখ্যান**—প্রাচীন টীকাকারগণ ঐরূপ ব্যাখ্যা করিতেন।

৭২। যদি বলা যায়,—সূত-গোস্বামী ভ্রমবশতঃই "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" স্থানে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বলিয়াছেন; অথবা শ্রীধরস্বামি-প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারগণও বুঝিতে না পারিয়া "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইরূপ অন্বয়-মূলে অর্থ করেন নাই। ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, সূত-গোস্বামীর ভ্রম অসম্ভব এবং শ্রীধরস্বামী-প্রভৃতি

বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি, কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ ॥ ৭৩

যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ংভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রাচীন মহাজনগণের বোধ-শক্তির অভাব কল্পনা করাও যায় না। কারণ, সূত-গোস্বামী ঋষি, বিজ্ঞ ব্যক্তি; শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি প্রাচীন মহাজনগণও ভগবদনুভবশীল নির্ধূতদোষ বিজ্ঞ ব্যক্তি। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ সাধারণ লোকের মধ্যেই দৃষ্ট হয়; ঋষিবাক্যে ও বিজ্ঞবাক্যে এই সকল দোষ লক্ষিত হয় না, হইতেও পারে না; কারণ, মায়ার প্রভাবেই দোষের উদ্ভব; ঋষি ও ভগবদনুভবশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মায়ার অতীত।

ভ্রম—ভ্রান্তি; যাহা যে বস্তু নহে, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া মনে করার নাম ভ্রম; যেমন, ঝিনুক দেখিয়া রৌপ্য বলিয়া মনে করা; ইহা ভ্রম। **প্রমাদ**—অনবধানতা; মনোযোগের অভাববশতঃ ইহার উদ্ভব। এক রকম কথা বলা হইল; কিন্তু মনোযোগের অভাববশতঃ শ্রোতা বাক্যের সমস্ত শব্দ শুনিতে না পাইয়া যদি অন্য রকম অর্থ বোধ করে, তাহা হইলে তাহার "প্রমাদ" দোষ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

বিপ্রলিপ্সা—বি+প্র+লিপ্সা; বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা। **করণাপাটব**—করণ+অপাটব; করণ অর্থ ইন্দ্রিয়; অপাটব অর্থ—পটুতার অভাব; করণাপাটব অর্থ ইন্দ্রিয়ের অপটুতা বা অসামর্থ্য। যেমন কামলা রোগে দূষিত চক্ষুঃ সমস্ত বস্তুকে, এমন কি শুভ্র শঙ্খকেও হরিদ্রাবর্ণ দেখে; ইহা তাহার করণাপাটব দোষ।

আর্ষ-বিজ্ঞ-বাক্যে—আর্ষ বাক্যে ও বিজ্ঞ-বাক্যে; ঋষিদিগের বাক্যে এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বাক্যে।

দোষ এইসব—ভ্রম-প্রমাদাদি চারিটী দোষ।

৭৩। বিরুদ্ধবাদীকে লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—"তুমি যে অর্থ করিতেছ, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ; অথচ তাহা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ইহা বলিলেও তুমি রুষ্ট হও; তুমি যে অর্থ করিয়াছ, তাহাতে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ আছে।"

বিরুদ্ধার্থ—শাস্ত্রবিরুদ্ধ অর্থ; যাহার সহিত শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের বিরোধ আছে, এরূপ অর্থ। **কহিতে**—তোমার শাস্ত্র-বিরুদ্ধতা বলিতে গেলেও। **রোষ**—ক্রোধ।

অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ—"অবিমৃষ্টঃ প্রাধান্যেন অনির্দ্দিষ্টঃ বিধেয়াংশো যত্র তৎ, তৎপদার্থানাং মধ্যে বিধেয়াংশস্য উপাদেয়ত্বেন প্রাধান্যং, তস্য চ প্রাধান্যেন নির্দ্দেশ এবোচিত স্তদ্বিপর্য্যয়শ্চ। সাহিত্য দর্পণ—৭।

—তদর্থ-পদার্থ-সমূহের মধ্যে উপাদেয়ত্ব-হেতু বিধেয়াংশেরই প্রাধান্য; সুতরাং বিধেয়াংশকেই প্রধানরূপে নির্দ্দেশ করা উচিত; ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ বিধেয়াংশকে প্রধানরূপে নির্দ্দিষ্ট না করিলে, অনুবাদের পূর্ব্বে বিধেয়ের নির্দ্দেশ করিলে, অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ হয়।" **অবিমৃষ্ট**—প্রধানরূপে অনির্দ্দিষ্ট; অবিমৃষ্ট হইয়াছে বিধেয়াংশ যাহাতে তাহাই অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ হয়; কারণ, অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধি-অনুসারে অনুবাদের পরে বিধেয়াংশকে বসাইলেই বিধেয়াংশের প্রাধান্য সূচিত হয়; তাহা না করিলে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ হয়; অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে ইহা একটী দোষ।

প্রতিবাদীর অন্বয়ে (স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ এই রূপ অন্বয়ে) বিধেয় "স্বয়ং ভগবান্" অনুবাদ "কৃষ্ণের" পূর্ব্বে বসিয়াছে বলিয়া অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ হইল।

৭৪। এক্ষণে "স্বয়ং ভগবান্" শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন।

যার ভগবত্তা—যে ভগবৎস্বরূপের ভগবত্তা। যে সমস্ত গুণ থাকিলে ভগবান্ বলা হয়, সেই সমস্ত-গুণ-শালিত্বের নাম ভগবত্তা। এই পরিচ্ছেদের ৭ম পয়ারের টীকায় "পূর্ণ ভগবান্" শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য। **অন্যের**—অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের। **সত্তা**—স্থিতি।

যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যান্য সমস্ত ভগবৎস্বরূপ স্ব-স্ব ভগবত্তা লাভ করেন, যাঁর ভগবত্তা অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ সমূহের ভগবত্তার মূল নিদান, তিনিই স্বয়ং ভগবান্, তাঁহাতেই স্বয়ংভগবান্ শব্দ প্রয়োজিত হইতে পারে।

দীপ হৈতে যৈছে বহুদীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥ ৭৫
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যাখণ্ডন ॥ ৭৬

তথাহি (ভাঃ ২।১০।১-২)
অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেব হ্যাশ্রয়সঙ্গং মহাপুরাণ-লক্ষণরূপৈঃ সর্গাদিভিরর্থৈঃ সমষ্টিনির্দ্দেশদ্বারাপি লক্ষ্যত ইত্যত্রাহ দ্বাভ্যাম্। অত্র সর্গোবিসর্গশ্চেতি। মন্বন্তরাণি চ ঈশানুকথাশ্চ মন্বন্তরেশানুকথাঃ। অত্র সর্গাদয়ো দশার্থা লক্ষ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র চ দশমস্য আশ্রয়স্য বিশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্বজ্ঞানার্থং নবানাং লক্ষণং স্বরূপং বর্ণয়ন্তি নন্বত্র নৈবং প্রতীয়তে অত আহ। শ্রুতেন শ্রুত্যা কণ্ঠোক্ত্যৈব স্তুত্যাদিস্থানেষু অঞ্জসা সাক্ষাদ্ বর্ণয়ন্তি। অর্থেন তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা চ তত্তদাখ্যানেষু ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥১৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৫-৭৬। দৃষ্টান্তদ্বারা "স্বয়ং ভগবান্" শব্দের তাৎপর্য্য বুঝাইতেছেন।

দীপ—প্রদীপ। **বহুদীপের**—অনেক প্রদীপের। **জ্বলন**—প্রজ্বলিত হওয়া। **তৈছে**—সেইরূপ। **সব অবতারের**—যুগাবতার-মন্বন্তরাবতারাদি সমস্ত অবতারের। **কারণ**—হেতু, মূল।

একটী প্রদীপ হইতে শত শত প্রদীপ আলোক গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইলে, ঐ একটী প্রদীপকেই যেমন শত শত প্রদীপের মূল মনে করা যায়, তদ্রূপ এক শ্রীকৃষ্ণ হইতেই অসংখ্য ভগবৎ-স্বরূপ ভগবত্তা গ্রহণ করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের মূল কারণ, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। অথবা একটী দীপ হইতে দ্বিতীয় একটী দীপ, তাহা হইতে তৃতীয় একটী দীপ, তাহা হইতে চতুর্থ একটী দীপ ইত্যাদি ক্রমে বহুসংখ্যক দীপ প্রজ্বলিত হইলেও প্রথম দীপকেই যেমন অন্যান্য সমস্ত দীপের মূল কারণ মনে করা যায়, (যেহেতু, প্রথম দীপটী প্রজ্বলিত না থাকিলে অন্য একটী দীপও প্রজ্বলিত হইতে পারিতনা), তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে মহাসঙ্কর্ষণ, মহাসঙ্কর্ষণ হইতে মহাবিষ্ণু, মহাবিষ্ণু হইতে গর্ভোদকশায়ী এবং মৎস্য-কূর্ম্মাদি-অবতারের আবির্ভাব হইলেও এক শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের মূল কারণ; সুতরাং, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। একটী প্রদীপ হইতে অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলেও যেমন মূল প্রদীপের তেজ ও আলোক হ্রাস প্রাপ্ত হয়না, তদ্রূপ এক শ্রীকৃষ্ণ হইতে অসংখ্য ভগবৎস্বরূপের প্রত্যেকে স্বীয় ভগবত্তা গ্রহণ করাতেও শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, প্রদীপের দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

আর এক ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা প্রতিপাদক আরও একটী শ্রীমদ্‌ভাগবতের (পরবর্ত্তী "অত্র সর্গো বিসর্গ" ইত্যাদি) শ্লোক বলিতেছি, শুন। তুমি যেরূপ অপসিদ্ধান্ত করিতেছ, এই শ্লোকে তাহারও খণ্ডন হইবে। (ইহা প্রতিপক্ষের প্রতি গ্রন্থকারের উক্তি)।

কুব্যাখ্যা-খণ্ডন—কুব্যাখ্যার (শাস্ত্রবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের) খণ্ডন (নিরসন) হয় যদ্দ্বারা।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। অত্র (ইহাতে—শ্রীমদ্‌ভাগবতে) সর্গঃ (সর্গ), বিসর্গঃ (বিসর্গ), স্থানং (স্থিতি), পোষণং (পোষণ), উতয়ঃ (উতি), মন্বন্তরেশানুকথাঃ (প্রতি মন্বন্তরের মনু-আদির, ঈশ্বরের ও ভক্তদিগের চরিত্র), নিরোধঃ (নিরোধ), মুক্তিঃ (মুক্তি) চ (এবং) আশ্রয়ঃ (আশ্রয়) [এতে দশার্থাঃ] (এই দশটী পদার্থ) [লক্ষ্যন্তে] (লক্ষিত হয়)। মহাত্মানঃ (মহাত্মারা) ইহ (এই পুরাণে) দশমস্য (দশমপদার্থের—আশ্রয়ের) বিশুদ্ধ্যর্থং (তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত) নবানাং (সর্গাদি নয়টী পদার্থের) লক্ষণং (লক্ষণ—স্বরূপ) শ্রুতেন (শ্রুতিদ্বারা), অর্থেন (তাৎপর্য্যবৃত্তিদ্বারা) অঞ্জসা চ (এবং সাক্ষাদ্রূপে) বর্ণয়ন্তি (বর্ণনা করেন)।

অনুবাদ। এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে—সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, প্রতি মন্বন্তরের মনু-আদির চরিত্র,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ঈশ্বরাবতারের ও ভক্তদিগের চরিত্র, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয়—এই দশটী পদার্থ লক্ষিত হয়। দশম-পদার্থ-আশ্রয়ের তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত, মহাত্মগণ অপর নয়টী পদার্থের স্বরূপকে—কোথাও বা শ্রুতিদ্বারা, কোথাও বা তাৎপর্য্য-বৃত্তিদ্বারা এবং কোথাও বা সাক্ষাদ্রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ১৫।

শ্রীশুকদেব-গোস্বামী বলিয়াছেন, শ্রীমদ্‌ভাগবত-পুরাণের দশটী লক্ষণ (তস্মা ইদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণম্। ভা ২।৭।৪৩॥); এই শ্লোকে সেই দশটী লক্ষণ কি কি, তাহাই শ্রীশুকদেব ব্যক্ত করিয়াছেন। দশটী লক্ষণ এই:—**সর্গ**—ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাৎ॥ ভা ২।১০।৩॥ গুণত্রয়ের পরিণামবশতঃ পরমেশ্বর হইতে আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রা, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বের বিরাট্‌রূপে এবং স্বরূপে যে উৎপত্তি, তাহার নাম সর্গ। **বিসর্গ**—বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ। ভা ২।১০।৩॥ ব্রহ্মা হইতে যে চরাচর সৃষ্টি, তাহার নাম বিসর্গ। সর্গ ও বিসর্গ এই উভয় শব্দের অর্থই সৃষ্টি; পার্থক্য এই যে, ব্রহ্মার সৃষ্টিকে বলে বিসর্গ, আর গুণত্রয়ের বৈষম্যহেতু পরমেশ্বর হইতে পঞ্চ-মহাভূতাদির সৃষ্টিকে বলে সর্গ। **স্থিতি** বা স্থান—স্থিতির্বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ। ভা ২।১০।৪॥ বৈকুণ্ঠ-বিজয়ের নাম স্থিতি। বৈকুণ্ঠ অর্থ ভগবান্; বিজয় অর্থ উৎকর্ষ। সৃষ্টবস্তু-সমূহের মর্য্যাদাপালনদ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে এবং সংহার-কর্ত্তা শম্ভু হইতে ভগবানের যে উৎকর্ষ, তাহার নাম স্থিতি। অথবা, বৈকুণ্ঠ—ভগবান্; বিজয়—অভিভব। ভগবৎকর্তৃক জীবের দুঃখের অভিভবের নাম স্থিতি। **পোষণ**—পোষণং তদনুগ্রহঃ। ভক্তের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের নাম পোষণ।

মন্বন্তর—মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্মঃ। প্রত্যেক মন্বন্তরের মনু-প্রভৃতি ঈশ্বরানুগৃহীত সাধুদিগের চরিত্ররূপ ধর্ম্মের নাম মন্বন্তর। অনুগৃহীত সাধুদিগের চরিত্রে যে ধর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই মন্বন্তর। **উতি**—উতয়ঃ কর্ম্মবাসনাঃ। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত কর্ম্ম হইতে উত্থিত বাসনার নাম উতি। **ঈশানুকথা**—অবতারানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্ত্তিনাম্। পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ॥ ভা ২।১০।৫॥ নানারূপ আখ্যানের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত, ভগবদবতার-সমূহের চরিত্র এবং ঈশ্বরানুবর্ত্তী সাধুদিগের পবিত্র কথার নাম ঈশানুকথা। **নিরোধ**—নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ। ভা ২।১০।৬॥ মহাপ্রলয়ে শ্রীহরি যখন প্রাকৃত প্রপঞ্চের প্রতি দৃষ্টি-নিমীলন করেন (ইহাই শ্রীহরির শয়ন), তখন স্ব-স্ব-উপাধির সহিত জীব-সমূহ তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয় (অনু-প্রবেশ করে; ইহাই জীবের অনুশয়ন)। জীবের এইরূপ অনুশয়নকে বলে নিরোধ। **মুক্তি**—মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥ ভা ২।১০।৬॥ অবিদ্যাদ্বারা আরোপিত অজ্ঞত্বাদি—কর্ত্তৃত্বাদি অভিনিবেশ—ত্যাগ করিয়া মায়িক স্থুল ও সূক্ষ্ম রূপদ্বয় ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধজীব-স্বরূপে কিম্বা ভগবৎ-পার্ষদরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি। ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার ব্যতীত জীব শুদ্ধজীব স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না অর্থাৎ মায়ামুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং মুক্তি বলিতে ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎকারকেই বুঝায়।

আশ্রয়—আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোঽস্ত্যধ্যবসীয়তে। স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে॥ ভা ২।১০।৭॥ যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় হয় এবং যাঁহা হইতে এই বিশ্বের প্রকাশ পায়, তাঁহার নাম আশ্রয়। উপাসনা-ভেদে কেহ তাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, কেহ তাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, কেহবা ভগবান্ বলেন (ইতি শব্দঃ প্রকরণার্থঃ তেন ভগবানিতি চ। ক্রমসন্দর্ভঃ)। এই পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত পরবর্ত্তী "দশমে দশমং" ইত্যাদি শ্লোক হইতে বুঝা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণই এই আশ্রয়তত্ত্ব।

এই দশটীই মহাপুরাণের লক্ষণ; অর্থাৎ এই দশটী পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনা যে পুরাণে থাকে, তাহাকেই মহাপুরাণ বলা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই দশটী বিষয়-সম্বন্ধেই আলোচনা দৃষ্ট হয়। এই দশটী পদার্থ আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও একই পুরাণে এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা অসঙ্গত নহে; কারণ, দশম পদার্থটী আশ্রয়-তত্ত্ব এবং প্রথম নয়টী পদার্থ তাঁহার আশ্রিততত্ত্ব; সুতরাং প্রথম নয়টী পদার্থের স্বরূপ না জানিলে দশম-পদার্থ-আশ্রয়-তত্ত্বের স্বরূপ সম্যক্‌রূপে জানা যায় না; অথচ আশ্রয়-তত্ত্বের স্বরূপ-বোধই সমস্ত শাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য। তাই দশম-পদার্থ আশ্রয়-তত্ত্বের স্বরূপ জানিবার উদ্দেশ্যেই বিদুর-মৈত্রেয়াদি মহাত্মগণ সর্গাদি নয়টী পদার্থের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ-নবের উৎপত্তিহেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥ ৭৭

কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়—কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম ॥ ৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সর্গাদি নয়টী পদার্থের স্বরূপ যে তাঁহারা সর্ব্বত্র প্রকরণ ধরিয়া সাক্ষাদ্রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নহে; কোনও কোনও স্থলে শ্রুতিদ্বারা, কথনও বা ভগবদ্গুণগান-প্রসঙ্গে কণ্ঠোক্তিতে তদ্বোধক শব্দদ্বারা সাক্ষাদ্রূপে, আবার কোনও কোনও স্থলে বা কোনও উপাখ্যানকে উপলক্ষ্য করিয়া তাৎপর্য্য-বৃত্তিদ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন।

উক্ত দশটী পদার্থের মধ্যে আশ্রয়-পদার্থেরই প্রাধান্য; যেহেতু, ইহাই অপর নয়টী পদার্থের আশ্রয়। সুতরাং যিনি আশ্রয়তত্ত্ব, তিনি—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রাজ্যে যত কিছু আছে, সমস্তেরই আশ্রয়, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতত্ত্ব।

৭৭। উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন।

আশ্রয়—আশ্রয়তত্ত্ব। **আশ্রয় জানিতে**—দশম-পদার্থ আশ্রয়ের স্বরূপ জানিবার নিমিত্তই। **এ-নব পদার্থ**—সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ ও মুক্তি—এই নয়টী পদার্থ। **এ-নবের**—এই সর্গাদি নয়টী পদার্থের। **উৎপত্তিহেতু**—উৎপত্তির হেতু বা কারণ। **সেই আশ্রয়**—(যাহা সর্গাদি নয় পদার্থের উৎপত্তি হেতু) তাহাই আশ্রয়-পদার্থ। (পূর্ব্বোক্ত শ্লোক-ব্যাখ্যায় আশ্রয়-শব্দ দ্রষ্টব্য)।

আশ্রয়-পদার্থের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত সর্গাদি নয়টী পদার্থের স্বরূপ জানা প্রয়োজন। কারণ, যাহা হইতে সর্গাদি নয়টী পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাকেই আশ্রয়-পদার্থ বলে; সুতরাং উক্ত নয়টী পদার্থের স্বরূপ-জ্ঞান ব্যতীত তাহাদের উদ্ভব-নিদান আশ্রয়-পদার্থের স্বরূপ সম্যক্ অবগত হওয়া যায় না।

৭৮। এই আশ্রয় পদার্থটী কে, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। **কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়**—এক কৃষ্ণই সকলের আশ্রয়। মূলকারণরূপে শ্রীকৃষ্ণই সকলের আশ্রয়। পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, যাহা হইতে উৎপত্তি হয়, তাহাই উৎপন্ন বস্তুর আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ হইতে সমস্তের উৎপত্তি হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সকলের আশ্রয়। "জন্মাদ্যস্য যতঃ—শ্রীভা ১।১।১॥ ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥ ব্রহ্মসং ৫।১॥" অথবা, যাঁহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় এবং যাঁহা হইতে এই বিশ্ব প্রকাশ পায়, তিনিই আশ্রয়। শ্রীভা ২।১০।৭॥ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি, প্রলয়-কালে শ্রীকৃষ্ণেই বিশ্বের লয় (জন্মাদ্যস্য যতঃ), সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়। আশ্রয়-শব্দে আধারও বুঝায়; আধার অর্থেও শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয় বা সর্ব্বাধার; যেহেতু **কৃষ্ণ সর্ব্বধাম**—শ্রীকৃষ্ণ সকলের আধার। **ধাম**—গৃহ, আধার। কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ সকলের আধার বা গৃহ হইলেন? যেহেতু, **কৃষ্ণের শরীরে** ইত্যাদি—কৃষ্ণের শরীরেই সমস্ত বিশ্ব অবস্থান করে। প্রলয়কালে সমস্ত বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণেই প্রবেশ করে, সুতরাং তখন শ্রীকৃষ্ণেই বিশ্বের অবস্থান; সৃষ্টির পরে স্থিতি-সময়েও সমস্ত বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থান করে (শ্রীকৃষ্ণ বিভু-বস্তু বলিয়া, পরিচ্ছিন্ন বিশ্ব অপরিচ্ছিন্ন শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থান করে), সুতরাং তখনও শ্রীকৃষ্ণে সকলের অবস্থান। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সকল সময়ে সকলের আশ্রয়। "শরীরে" স্থলে "বিগ্রহে" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

সর্গ-বিসর্গাদি নয়টী পদার্থ দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-আদিই সূচিত হয়; বিশ্ব-সম্বন্ধীয় সমস্ত কর্ত্তৃত্ব শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত বলিয়া সর্গাদি নব-পদার্থের কর্ত্তৃত্বও শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত; সুতরাং সর্গাদি নয়টী পদার্থ দ্বারা আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই লক্ষিত হইতেছেন; তাই আশ্রয়-তত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞানের নিমিত্ত নয়টী পদার্থের স্বরূপ-জ্ঞান প্রয়োজনীয়। স্বর্গাদি নয়টী আশ্রিত পদার্থের লক্ষ্য যে দশম পদার্থ-আশ্রয় এবং সেই আশ্রয়-পদার্থই যে শ্রীকৃষ্ণ, তদ্বিষয়ে "দশমে দশমং" ইত্যাদি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথা ভাবার্থদীপিকায়াম্ (ভাঃ ১০।১।১)—
দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥ ১৬

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয়-জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥ ৭৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীকৃষ্ণ এব আশ্রয়পদার্থ ইত্যেতৎপ্রমাণয়তি "দশমে" ইতি। দশমে দশমস্কন্ধে। আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং আশ্রিতানাং সঙ্কর্ষণাদীণাং আশ্রয়ঃ বিগ্রহঃ শরীরং যস্য। আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং পরং ধাম জগদ্ধাম চ এতদ্বিশেষণত্রয়েণ সর্গাদিনব-পদার্থানামুৎপত্ত্যাদিহেতুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ইত্যুক্তম্। চক্রবর্ত্তী॥১৬॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১৬। অন্বয়। দশমে (শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে) লক্ষ্যং (লক্ষ্য স্থানীয় উদ্দেশ্য) দশমং (দশম পদার্থ) আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং (আশ্রিতদিগের আশ্রয়-বিগ্রহ) শ্রীকৃষ্ণাখ্যং (শ্রীকৃষ্ণ-নামক) তৎ (সেই) পরং (সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ) ধাম (ধাম) জগদ্ধাম (জগতের আশ্রয়) নমামি (নমস্কার করি)।

অনুবাদ। যিনি আশ্রিতদিগের আশ্রয়-বিগ্রহ, যিনি সকলের মূল আশ্রয় এবং যিনি জগৎসমূহের আশ্রয় (অর্থাৎ যিনি সর্গাদি নব-পদার্থের উৎপত্তিহেতু), শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের লক্ষ্য সেই শ্রীকৃষ্ণ-নামক দশম-পদার্থকে (আশ্রয়-পদার্থকে) নমস্কার করি। ১৬।

লক্ষ্য—আলোচ্য, উদ্দেশ্য। দশম স্কন্ধের উদ্দেশ্যই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা। **দশম**—দশম পদার্থ; আশ্রয়-পদার্থ; শ্রীধরস্বামিচরণ শ্রীকৃষ্ণকেই এই আশ্রয়-পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-পদার্থ হইলেন? তাহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহ, পরমধাম এবং জগদ্ধাম। **আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ**—আশ্রিতদিগের আশ্রয় যাঁহার বিগ্রহ (শরীর); আশ্রিত শব্দে সঙ্কর্ষণাদি জগতের সাক্ষাৎ-কারণ-সমূহকে বুঝাইতেছে। তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আশ্রয়; শ্রীকৃষ্ণের শরীরেই (বিগ্রহেই) তাঁহারা আশ্রয় লাভ করেন, এজন্য শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ। **পরমধাম**—মূল আশ্রয়। সঙ্কর্ষণাদি বিশ্বের আশ্রয়; আবার শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কর্ষণাদির আশ্রয়; তাই শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাদির মূল আশ্রয় বা পরমধাম। আবার সমস্ত ভগবৎস্বরূপ, ভগবদ্ধাম, পরিকর প্রভৃতির আবির্ভাবও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হইতে; সুতরাং এই সমস্তেরও মূল আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রাজ্যের সমস্তের মূল আশ্রয়ই শ্রীকৃষ্ণ। **জগদ্ধাম**—জগৎসমূহের আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই জগতের উৎপত্তি, শ্রীকৃষ্ণেই জগতের স্থিতি; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই জগতের আশ্রয়।

আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ, পরমধাম ও জগদ্ধাম এই তিনটী শব্দদ্বারা ব্যঞ্জিত হইতেছে যে, সর্গাদি নয়টী পদার্থের উৎপত্তি-আদিও শ্রীকৃষ্ণ হইতেই।

শ্লোকস্থ "পরং ধাম" শব্দ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত ভগবৎস্বরূপের—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেরও—আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার হইতে পারেন না। ইহাদ্বারা পূর্ব্বপক্ষের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইল।

৭৯। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীনারায়ণ যদি শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিতই হয়েন, তাহা হইলে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অবতার বলেন কেন? আশ্রয়-বস্তু কখনও আশ্রিতের অবতার হইতে পারে না; কারণ, আশ্রিত অপেক্ষা আশ্রয়েরই প্রাধান্য প্রসিদ্ধ। এই প্রশ্নের উত্তরে এই পয়ারে বলা হইতেছে যে, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব জানেন না, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতত্ত্বও জানেন না, তাঁহারাই ঐরূপ অপসিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের ও তাঁহার শক্তির তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা কখনও এইরূপ অপসিদ্ধান্ত করিবেন না।

কৃষ্ণের স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব; শ্রীকৃষ্ণ যে যে ভগবৎস্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, সেই সেই স্বরূপ। **শক্তিত্রয়**—শ্রীকৃষ্ণের তিনটী শক্তি; অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি—শ্রীকৃষ্ণের

কৃষ্ণের স্বরূপে হয় ষড়্‌বিধ বিলাস।
প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥ ৮০

অংশ-শক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুই ত প্রকার ॥ ৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই তিনটী শক্তি। **জ্ঞান**—স্বরূপের জ্ঞান এবং শক্তিত্রয়ের জ্ঞান। **যার হয়**—স্বরূপের ও শক্তিত্রয়ের জ্ঞান যাঁহার হয়; শ্রীকৃষ্ণ হইতে আবির্ভূত ভগবৎস্বরূপ-সম্বন্ধে এবং শক্তিত্রয়ের কার্য্য ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান আছে। **কৃষ্ণেতে অজ্ঞান**—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব; শ্রীকৃষ্ণ যে নারায়ণের অবতার এইরূপ অজ্ঞতা।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব যিনি জানেন, লীলানুরোধে শ্রীকৃষ্ণ কোন কোন্ ভগবৎস্বরূপ-রূপে অনাদিকাল হইতেই আত্ম প্রকট করিয়া আছেন, তাহাও যিনি জানেন—তিনিই জানেন যে, শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ-বিলাসরূপ অংশ; সুতরাং শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত। তাই শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার হইতে পারেন না। আর যিনি শ্রীকৃষ্ণের শক্তিত্রয়ের তত্ত্ব জানেন—তিনিও জানেন যে, প্রাকৃত প্রপঞ্চ শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির কার্য্য, জীব-সমূহ শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তির অংশ এবং ভগবদ্ধাম ও ভগবৎপরিকরাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তির বিলাস; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের মূল বা আশ্রয়। এইরূপে সমস্ত ভগবৎস্বরূপের, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ধামসমূহের এবং তত্তদ্ধামস্থ সমস্ত বস্তুরই আশ্রয় এক শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়, পরমধাম।

৮০। ৮১। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরিচয় দিতেছেন ৮০-৮৩ পয়ারে। স্বয়ংরূপব্যতীত সাধারণতঃ আরও ছয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করেন; গ্রন্থকারের মতে সেই ছয় রূপ এই:—প্রাভব, বৈভব, অংশ, শক্ত্যাবেশ, বাল্য ও পৌগণ্ড। শ্রীকৃষ্ণের যত রকম স্বরূপ বা আবির্ভাব আছে, সেই সমস্তেরই পরিচয় দেওয়া এস্থলে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়; কারণ, পূর্ব্বপয়ারে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, কৃষ্ণের স্বরূপ-সমূহের জ্ঞানের অভাব বশতঃই কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অবতার বলিয়া মনে করেন; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সমস্তস্বরূপেরই পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন; এবং উক্ত ছয় রকম আবির্ভাবের মধ্যেই তিনি সমস্ত ভগবৎস্বরূপকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

লঘুভাগবতামৃতের মতে, স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ এবং আবেশ—এই তিনরূপের মধ্যেই সাধারণতঃ সমস্ত শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ অন্তর্ভুক্ত। "কৃষ্ণস্য তৎস্বরূপাণি নিরূপ্যন্তে ক্রমাদিহ ॥ স্বয়ংরূপস্তদেকাত্মরূপ আবেশ নামকঃ। ইত্যসৌ ত্রিবিধং ভাতি প্রপঞ্চাতীতধামসু ॥১০-১১॥" এই সমস্ত রূপ প্রপঞ্চাতীত ধামে বিরাজিত। এই তিন শ্রেণীর ভগবৎস্বরূপই আবার যখন প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তখন তাঁহারা অবতার বলিয়া কথিত হয়েন। "পূর্ব্বোক্তা বিশ্বকার্য্যার্থমপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্। দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ ॥ ল, ভা, কৃষ্ণামৃত, অবতার-প্রকরণ।১॥" সুতরাং লঘুভাগবতামৃতের মতে সকল প্রকারের অবতারও স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ এবং আবেশের অন্তর্ভুক্ত। লক্ষণ বিচার করিলে দেখা যায় যে, কবিরাজ-গোস্বামীর প্রাভব, বৈভব ও অংশের মধ্যে যে যে ভগবৎস্বরূপ অন্তর্ভুক্ত, লঘুভাগবতামৃতের তদেকাত্মরূপের মধ্যেও সেই সমস্ত ভগবৎস্বরূপই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বস্তুগত অসামঞ্জস্য কিছুই নাই।

লঘুভাগবতামৃতের মতে, স্বয়ংরূপ যখন লীলানুরোধে তদনুরূপ মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকট করেন, তখন ঐ বহু মূর্ত্তিকে স্বয়ংরূপের প্রকাশ বলা হয়। কবিরাজ-গোস্বামীও এই প্রকাশ স্বীকার করিয়াছেন, স্বীকার করিয়া প্রকাশের দুইটী শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন—বৈভব-প্রকাশ ও প্রাভব-প্রকাশ। রাস-লীলায় ও মহিষী-বিবাহে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণের বহু মূর্ত্তি তাঁহার বৈভব-প্রকাশ এবং শ্রীবলরাম তাঁহার প্রাভব-প্রকাশ। "প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে। এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে ॥ মহিষী-বিবাহে হৈল মূর্ত্তি বহুবিধ। বৈভব-প্রকাশ এই শাস্ত্রে পরসিদ্ধ। ২।২০।১৪০-১৪১॥ প্রাভব-প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান। বৈভব-প্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ। ২।২০। ১৪৫-১৪৬॥" দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ যখন চতুর্ভুজ হয়েন, তখন তিনি প্রাভব-প্রকাশ। "যেকালে দ্বিভুজ নাম বৈভব-প্রকাশ। চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রাভব-প্রকাশ ॥২।২০।১৪৭॥" একই দেহে থাকিয়া যদি বর্ণ বা অঙ্গ-সন্নিবেশের কিছু পার্থক্য থাকে,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহা হইলেই প্রাভব-প্রকাশ হয়, ইহাই কবিরাজ-গোস্বামীর অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। লঘুভাগবতামৃতের যুগাবতার-প্রকরণের ৪৫শ শ্লোকের টীকায় শ্রীলবলদেব-বিদ্যাভূষণপাদ লিখিয়াছেন—"প্রাভবেষু অল্পাঃ শক্তয়ঃ, বৈভবেষু তেভ্যোঽধিকাঃ—প্রাভবে অল্পশক্তি, বৈভবে তদপেক্ষা বেশী শক্তি।"

লঘুভাগবতামৃতের মতে তদেকাত্মরূপের লক্ষণ এই:—যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ॥ ১৪॥" কবিরাজ-গোস্বামীও ইহা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন—"সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার। ভাবাবেশাকৃতিভেদে তদেকাত্মরূপ নাম তার॥ ২।২০।১৫২॥" উভয় গ্রন্থের লক্ষণ একরূপই। তদেকাত্মরূপের আবার দুইটী ভেদ আছে—বিলাস ও স্বাংশ; এই ভেদ লঘুভাগবতামৃত এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত এতদুভয়েরই সম্মত।" "স (তদেকাত্মরূপঃ) বিলাসঃ স্বাংশ ইতি ধত্তে ভেদদ্বয়ং পুনঃ। ল, ভা, ১৪॥" "তদেকাত্মরূপের বিলাস স্বাংশ দুই ভেদ। ২।২০।১৫৩॥" কবিরাজ-গোস্বামী আবার বিলাসের দুইটী শ্রেণী ভাগ করিয়াছেন—প্রাভব-বিলাস ও বৈভব-বিলাস। "প্রাভব-বৈভব-ভেদে বিলাস দ্বিধাকার। ২।২০।১৫৪॥" বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধাদি বৈভব-বিলাস। আর কেশব, নারায়ণ, মাধবাদি চব্বিশ মূর্ত্তি প্রাভব-বিলাস। "চব্বিশমূর্ত্তি পরকাশ। অস্ত্রভেদে নাম ভেদ প্রাভব-বিলাস॥ ২।২০।১৬০॥" মধ্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে বিশেষ বিচার দ্রষ্টব্য।

যাহাহউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যায়, আলোচ্য পয়ারের বৈভব-শব্দে বৈভব-প্রকাশ এবং বৈভব-বিলাস, আর প্রাভব-শব্দে প্রাভব-প্রকাশ এবং প্রাভব-বিলাসকেই কবিরাজ-গোস্বামী লক্ষ্য করিয়াছেন।

লঘুভাগবতামৃতে যুগাবতার-প্রকরণে প্রাভব ও বৈভবের লক্ষণ ও নাম লিখিত হইয়াছে; কেহ কেহ মনে করেন, আলোচ্য পয়ারের প্রাভব ও বৈভব শব্দে লঘুভাগবতামৃত-প্রোক্ত প্রাভব-যুগাবতার এবং বৈভব-যুগাবতারকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এস্থলে প্রাভব ও বৈভব-শব্দে কেবল তত্তদ্‌যুগাবতার লক্ষিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ও বিলাস-রূপ স্বরূপ বাদ পড়িয়া যায়; বিলাস বাদ পড়িলে—যে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকে উপলক্ষ্য করিয়া বিচার আরম্ভ হইয়াছে এবং যে নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই একটী স্বরূপ বলিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা হইতেছে, সেই নারায়ণই বাদ পড়িয়া যান। ইহা কবিরাজ-গোস্বামীর অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না; প্রকরণের অভিপ্রায়ও এইরূপ নহে। আলোচ্য পয়ারে প্রাভব ও বৈভব-শব্দে সর্ব্ববিধ প্রকাশ ও বিলাস সূচিত হইয়াছে মনে করিলে সিদ্ধান্তের ব্যাপকতা রক্ষিত হয়, অবতারাদিও প্রাভব-বৈভবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ সিদ্ধান্তে, আলোচ্য পয়ারের **প্রকাশ**-শব্দ পারিভাষিক প্রকাশ নহে; ইহা পারিভাষিক প্রকাশ হইলে "বিলাস" বাদ পড়িয়া যায়; এস্থলে প্রকাশ-শব্দের আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি অর্থ (সাধারণ অর্থ) ধরিতে হইবে।

অংশ—লঘুভাগবতামৃতের স্বাংশ; "তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। সঙ্কর্ষণাদির্মৎস্যাদির্যথা তত্তৎস্বধামসু॥ ল, ভা, ১৬॥—যিনি বিলাস সদৃশ অর্থাৎ স্বয়ংরূপের সহিত অভিন্ন হইয়া বিলাস অপেক্ষা অল্প শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে স্বাংশ বলে; যেমন স্বস্ব-ধামে সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার এবং মৎস্যাদি লীলাবতারগণ। **শক্ত্যাবেশ**—লঘুভাগবতামৃতের আবেশ; জ্ঞান-শক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥ বৈকুণ্ঠেঽপি যথা শেষো নারদঃ সনকাদয়ঃ। অক্রূর-দৃষ্টান্তে চামী দশমে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ল, ভা, ১৮-১৯॥—জ্ঞানশক্ত্যাদি-বিভাগ দ্বারা জনার্দ্দন যে সকল মহত্তমজীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে "আবেশ" বলে; যেমন বৈকুণ্ঠে নারদ, শেষ এবং সনকাদি। অক্রূর-মহাশয় যমুনাজলে নিমগ্ন হইয়া যখন বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন, তখন তিনি এই শেষ, নারদ ও চতুঃসনকাদিকে দর্শন করিয়াছিলেন—একথা শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৩৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

দ্বিবিধাবতার—দুই রকম অবতার, অংশাবতার এবং শক্ত্যাবেশাবতার। **বাল্য**—পঞ্চম বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বাল্য। **পৌগণ্ড**—বাল্যের পরে দশম বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত পৌগণ্ড। **ধর্ম্ম**—শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ধর্ম্ম; "বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম।২।২০।২১৫॥" যথাসময়ে যাহা স্বভাবতঃই দেহে প্রকাশ পায়, তাহাকে বলে দেহের ধর্ম্ম বা স্বভাব। নিত্যলীলায় অনাদিকাল হইতেই, শ্রীকৃষ্ণ কিশোর, ইহাই তাঁহার স্বরূপ; এই কিশোরস্বরূপে বাল্য ও পৌগণ্ডের আবির্ভাবের

কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ—স্বয়ং অবতারী। ক্রীড়া করে এই ছয়-রূপে বিশ্ব ভরি ॥ ৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অবকাশ নাই। প্রকট-লীলায় জন্মলীলা প্রকটিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নর-শিশু রূপে আবির্ভূত হয়েন; এই শিশু-দেহই ক্রমলীলায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বাল্য ও পৌগণ্ডের আবির্ভাবের সুযোগ করিয়া দেয়। এইরূপে অঙ্গীকৃত বাল্য ও পৌগণ্ডই শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ধর্ম্ম। প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত বাল্যকে এবং সখ্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেহের ও মনের যে যে অবস্থা দেখা যায়, বাৎসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ সেই সমুদয়ই অঙ্গীকার করিয়াছেন। যিনি যে রসের পাত্র, সম্যক্ প্রকারে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার না করিলে ঐ রসটীর আস্বাদন হয় না। বাৎসল্যরসের পাত্র মাতা; ঐ রস আস্বাদন করিতে হইলে মাতার উপরেই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। এইরূপ নির্ভরতা কেবল শিশুকালেই সম্ভব; শিশু নিজের আহার নিজে যোগাড় করিতে পারে না; নিজের ক্ষুধা হইলেও শিশু তাহা জানাইতে পারে না। ক্ষুধা বুঝিয়া মাতা তাহার আহার দেন; নিজের দেহের মশা-মাছিও শিশু তাড়াইতে পারে না, নিজের মলমূত্র হইতেও শিশু সরিয়া থাকিতে পারে না, মাতাই তাহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। শিশুর সঙ্গীও মাতাই, অথবা বাৎসল্যযুক্ত অপর কেহ। এইরূপ বাৎসল্যময়ী মাতার স্নেহ উপভোগ করিতে হইলে কেবল মাত্র মনে মনে শিশুর ভাবটী পোষণ করিলেই চলেনা, দেহও তদনুকূল হওয়া চাই; মাতার নিকট শিশু-পুত্র যেরূপ সেবা পায়, যুবক বা প্রৌঢ় পুত্র তদ্রূপ পায় না, পাইতেও পারে না—উভয় পক্ষেরই সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে। পরিণত বয়সে শিশুর ভাবও মনে স্থান পাইতে পারে না—দৈহিক অবস্থার সঙ্গে মানসিক ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তাই বাৎসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শিশুর ভাব এবং শিশুর দেহ—বাল্য—অঙ্গীকার করিয়াছেন; সখ্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত পৌগণ্ড—পঞ্চম হইতে দশম বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেহের ও মনের যে যে অবস্থা থাকে, তাহাকে—অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই বাল্য ও পৌগণ্ড নিত্য-কিশোর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানুকূল অবস্থা নহে বলিয়া এবং লীলানুরোধেই শ্রীকৃষ্ণ বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া, বাল্য ও পৌগণ্ড হইল শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ধর্ম্ম, আর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ হইলেন ধর্ম্মী। বাল্য ও পৌগণ্ড যেমন মানুষের দেহে প্রকাশ পায় বলিয়া মানুষের দেহের ধর্ম্ম, তদ্রূপ প্রকট-লীলা-কালে লীলানুরোধে শ্রীকৃষ্ণের দেহেও প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া বাল্য ও পৌগণ্ড শ্রীকৃষ্ণের দেহের ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম তুইত প্রকার—শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের (দেহের) ধর্ম্ম তুই রকম—বাল্য ও পৌগণ্ড। মানুষের দেহের ধর্ম্ম অনেক রকম—বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্দ্ধক্য, রুগ্নত্ব ইত্যাদি; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দেহের ধর্ম্ম মাত্র তুইটী—বাল্য ও পৌগণ্ড। যাহা যথাসময়ে দেহে উপস্থিত হয়, আবার যথাসময়ে দেহ হইতে চলিয়া যায়, তাহাই দেহের ধর্ম্ম; মানুষের দেহে বাল্যাদি কোনও অবস্থাই নিত্য নহে; প্রত্যেক অবস্থাই যথাসময়ে উপস্থিত হয়, আবার চলিয়া যায়; এজন্য বাল্যাদি সমস্ত অবস্থাই মানুষের দেহের ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর নিত্য, অনাদিকাল হইতেই তাঁহার নিত্য-স্বয়ংরূপে অবস্থিত; ইহা যথাসময়ে দেহে উপস্থিত হইয়া তিরোহিত হয় না; সুতরাং কৈশোর শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ধর্ম্ম নহে। পরন্তু, শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরই ধর্ম্মী; কারণ, নিত্য-কৈশোরেই বাল্য ও পৌগণ্ডের আবির্ভাব। বাল্য-পৌগণ্ড শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে (প্রকটলীলায়) উপস্থিত হয়, আবার তিরোহিতও হয়; এজন্য বাল্য-পৌগণ্ড শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ধর্ম্ম। প্রৌঢ়ত্ব, বার্দ্ধক্য, রুগ্নত্বাদি সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে আশ্রয় করিতে পারে না বলিয়া তাহারা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্মীও নহে। তাই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের ধর্ম্ম কেবল তুইটী—বাল্য ও পৌগণ্ড। (১।৪।৭৭ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৮২। যে ছয়টী রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করেন, তাহা বলিয়া, তাঁহার স্বয়ংরূপ—মূল রূপটী কি তাহা বলিতেছেন এবং কেনইবা তিনি স্বয়ংরূপ ব্যতীত অন্য ছয় রূপেও বিলাস করেন, তাহাও বলিতেছেন। কিশোর-স্বরূপই তাঁহার স্বয়ংরূপ, এই স্বয়ংরূপেই তিনি অবতারী—সমস্ত অবতারের মূল; লীলানুরোধেই তিনি অপর ছয়রূপে বিহার করেন।

কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ স্বরূপতঃ কিশোর; স্বয়ংরূপে তিনি নিত্য-কৈশোরে অবস্থিত। "কৃষ্ণের

এই ছয়-রূপে হয় অনন্ত বিভেদ। অনন্তরূপে এক রূপ, নাহি কিছু ভেদ ॥ ৮৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ ২।২১।৮৩ ॥"

স্বয়ং অবতারী—যাঁহা হইতে অবতার প্রকটিত হয়, তাঁহাকে বলে অবতারী; যিনি অপর কাহারও অবতার নহেন, বরং যাঁহা হইতেই অন্যান্য সমস্ত অবতার প্রাদুর্ভূত হয়েন, তিনি স্বয়ং-অবতারী। দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন গুণাবতার প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন; সুতরাং গর্ভোদশায়ী গুণাবতারের অবতারী; কিন্তু তিনি স্বয়ং-অবতারী নহেন; কারণ, গর্ভোদশায়ী নিজেই অপর এক স্বরূপের—কারণার্ণবশায়ীর—অবতার। শ্রীকৃষ্ণই অন্যান্য সমস্ত অবতারের মূল, এজন্য তিনি অবতারী; এবং তিনি নিজে কাহারও অবতার নহেন বলিয়া তিনিই স্বয়ং-অবতারী।

ক্রীড়াকরে—লীলা করেন। **এই ছয় রূপে**—প্রাভব, বৈভব, স্বাংশ, শক্ত্যাবেশ, বাল্য ও পৌগণ্ড এই ছয় রূপে। **বিশ্ব ভরি**—বিশ্বকে ভরিয়া। ভৃ-ধাতু হইতে "ভরি" শব্দ। ভৃ-ধাতুর অর্থ ধারণ ও পোষণ। পোষন অর্থ অনুগ্রহ-প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ এই ছয়রূপে বিশ্বকে ধারণ ও পোষন করিয়াছেন; পুরুষাবতাররূপে প্রকৃতিকে ক্ষুব্ধ করিয়া মহত্তত্ত্বাদির উৎপাদনপূর্ব্বক সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি ও রক্ষা করিয়াছেন, যুগাবতারাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বা স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া (প্রাভব ও বৈভবরূপে) দুষ্টের দমন করিয়া ধর্ম্মাদির গ্লানি হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দেবাদির সুখবর্দ্ধন (পোষণ) করিয়াছেন; বিশুদ্ধ-ভক্তির প্রচার এবং উৎকণ্ঠিত সাধকদিগকে সাক্ষাৎকার দান করিয়া তাঁহাদের প্রেমানন্দ-বিস্তরণাদি-লীলায় বিশ্বের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পোষণ করিয়াছেন।

মুখ্যতঃ লীলানুরোধেই শ্রীকৃষ্ণ প্রাভবাদি ছয়রূপে বিহার করিয়া থাকেন; বিশ্বের ধারণ ও পোষণ এইরূপ বিহারের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু আনুষঙ্গিক কার্য্যমাত্র। ইহাই এই পয়ারার্দ্ধ হইতে ধ্বনিত হইতেছে।

৮৩। উক্ত ছয়রূপের বিশেষ পরিচয় দিতেছেন।

এই ছয়রূপে—প্রাভবাদি ছয় রূপের মধ্যে। **অনন্ত বিভেদ**—অসংখ্য উপবিভাগ। প্রাভবাদি যে ছয়টী আবির্ভাবের কথা বলা হইল, তাহা বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপের সাধারণ শ্রেণী-বিভাগের নামমাত্র; ইহাদের অন্তর্গত আবার অনেক শাখা-শ্রেণী এবং শাখা-শ্রেণী-সমূহের আবার অনেক উপশাখা-শ্রেণী এবং প্রত্যেক উপশাখা-শ্রেণীতেও আবার অসংখ্য ভগবৎস্বরূপ আছেন। যেমন প্রাভবের মধ্যে প্রাভব-প্রকাশ, প্রাভব-বিলাস, প্রাভব-যুগাবতার; বিলাসের মধ্যে আবার বিলাসের বিলাস, তাহার বিলাস ইত্যাদি। বৈভবের মধ্যে বৈভব-প্রকাশ, বৈভব-বিলাস, বৈভব-যুগাবতার; স্বাংশের মধ্যে পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার; অবতারের মধ্যে আবার যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার প্রভৃতি—ইত্যাদি অনেক ভেদ এবং অনেক ভগবৎস্বরূপ আছেন। বিশেষ বিবরণ মধ্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

অনন্ত রূপে—অনন্ত স্বরূপে; মৎস্য-কূর্ম্মাদি অনন্ত স্বরূপে।

একরূপ—মৎস্য-কূর্ম্মাদি অনন্তস্বরূপ অনন্ত পৃথক্ মূর্ত্তিতে ক্রীড়া করিলেও তাঁহারা প্রত্যেকেই একই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলিয়া মূল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ হইতে বস্তুতঃ তাঁহাদের কোনও পার্থক্য নাই; লীলাতে পৃথক্ বিগ্রহ ধারণ করিলেও স্বরূপতঃ তাঁহারা পৃথক্ নহেন, তাঁহারা স্বয়ংসিদ্ধ নহেন। সুতরাং তাঁহাদের অনন্তরূপের ক্রীড়াও এক শ্রীকৃষ্ণেরই ক্রীড়া; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-অবতারী বলিয়া তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে যুগপৎ অসংখ্যরূপে তিনি ক্রীড়া করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব (একমেবাদ্বয়ম্—শ্রুতি)। তিনি একই বস্তু; (একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণঃ। গোঃ তাঃ শ্রুতি পৃ।২০।); কিন্তু এক হইয়াও তিনি নিজের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে, একত্ব ত্যাগ না করিয়াই বহুরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন (একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি। গোঃ তাঃ শ্রুতি, পৃ।২০॥ একত্বাত্যাগেনৈবাচিন্ত্যশক্ত্যা নানারূপ-প্রাকট্যাৎ—বলদেব-বিদ্যাভূষণ॥)। একমূর্ত্তিতেও তিনি যেমন বৈদূর্য্যমণির ন্যায় বহু মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হয়েন, তেমনি বহু মূর্ত্তিতেও

চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা নাম। তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তিনি আবার একমূর্ত্তিই (বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ শ্রীভা, ১০।৪০।৭)। নাটকের অভিনয়-কালে সুচতুর হইলে একই অভিনেতা যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পাত্রের ভূমিকা অভিনয় করিতে পারে,—কখনও রাজার, কখনও দরিদ্রের, কখনও পণ্ডিতের, কখনও মূর্খের ভূমিকা অভিনয় করিয়া অভিনেয়-পাত্রের ভাবের সহিত তাহার চিত্তের তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে যেমন বিভিন্ন পাত্রের বিভিন্ন অবস্থার সুখ-দুঃখাদি কিছু কিছু অনুভব করিতে পারে; তদ্রূপ লীলারসলোলুপ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার লীলা-রঙ্গমঞ্চে অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়া অনন্ত রসবৈচিত্রী উপভোগ করিয়া থাকেন। বিশেষত্ব এই যে, সাধারণ মানব-অভিনেতা যুগপৎ বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিতে পারে না, যে যে ভূমিকার অভিনয় করে, সেই সেই ভূমিকার সহিতও সম্যক্ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইতে পারে না বলিয়া তত্তদ্ বিষয়ক সুখ-দুঃখাদিও সম্যক্ অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে যুগপৎ অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিতে পারেন এবং প্রত্যেক স্বরূপের অনুকূল লীলাদিও সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের বিভুত্বও তাঁহার বহুরূপে একরূপত্বের হেতু। একটী বৃহৎ জলাশয়ের মধ্যে কলস, ঘটি, বাটি আদি নানা আকৃতির ও নানাগুণবিশিষ্ট জলপাত্র যদি ডুবাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সকল পাত্রই জলপূর্ণ হইয়া থাকে; ঐ সকল-পাত্রস্থ জলও তত্তৎ পাত্রানুরূপ আকার ও গুণ ধারণ করিয়া থাকে; এই সকল পাত্রস্থিত জল বিভিন্ন পাত্রমধ্যস্থ বলিয়া বিভিন্নরূপে প্রতীত হইলেও বাস্তবিক তাহারা বিভিন্ন নহে, সকল পাত্রস্থিত জলই একই বৃহৎ জলাশয়ের জল; সুতরাং বহুরূপেও তাহারা একরূপ, কেবল পাত্রের আকার ও সংস্পর্শবশতঃ বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে। বিভু শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধেও ঐরূপ। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন; যে স্থানে যে লীলারস আস্বাদন করিবার বাসনা লীলাশক্তির প্রভাবেই তাঁহার চিত্তে উদ্বুদ্ধ হয়, সেই স্থানে সেই লীলাশক্তির প্রভাবেই তাঁহার স্বরূপও তদনুকূল রূপে আকারিত হয় এবং তদনুকূল ভাবও উদ্বুদ্ধ হয়। সুতরাং ঈদৃশ বহু রূপেও তাঁহার একত্বের হানি হয় না। এইরূপ বহুরূপে বহু স্থানে বহু ভাবে লীলা করিয়া তাঁহার একই স্বয়ংরূপের লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদনের লালসাই শ্রীকৃষ্ণ পূরণ করিতেছেন। (২।৯।১৪১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।)

এই পয়ার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হইল।

৮৪। স্বরূপের পরিচয় দিয়া এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির পরিচয় দিতেছেন, ৮৪—৮৬ পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণের তিনটী প্রধান শক্তি—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। "কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম ॥২।৮।১১৬॥" এই পয়ারে কেবল চিচ্ছক্তির কথা বলা হইতেছে।

চিচ্ছক্তি ইত্যাদি—চিচ্ছক্তিকে স্বরূপ-শক্তিও বলে, অন্তরঙ্গা শক্তিও বলে; সুতরাং ইহার তিনটী নাম। এই তিনটী নামের সার্থকতা আছে; এই তিনটী নামের দ্বারা এই শক্তির তিনটী মুখ্য গুণ সূচিত হইয়াছে। চিৎ+শক্তি—চিচ্ছক্তি; চিৎ অর্থ চেতন; সুতরাং চিচ্ছক্তি হইল চেতনাময়ী শক্তি; ইহা অচেতন জড়শক্তি নহে; অচেতন জড়শক্তির নিজের শক্তিতে কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই, নিজের শক্তিতে পরিণাম-শীলতাও নাই; কোনও চেতনবস্তুর শক্তির প্রভাবেই ইহাতে কার্য্যকারিতা ও পরিণাম-শীলতা সঞ্চারিত হয়। কিন্তু চেতনাময়ী চিচ্ছক্তি এইরূপ নহে; চেতনাময়ী বলিয়া চিচ্ছক্তির নিজের কর্ত্তৃত্ব ও পরিণাম-শীলতা আছে। চিচ্ছক্তি-শব্দে এই শক্তির স্বকর্ত্তৃত্ব, স্বপরিণাম-শীলতা এবং বোধ-শক্তিও সূচিত হইতেছে। এই চিচ্ছক্তি সর্ব্বদা ভগবৎস্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া ইহাকে স্বরূপ-স্থিতা শক্তি বা স্বরূপ-শক্তি বলে; অথবা, এই চিচ্ছক্তির সঙ্গেই ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, এই চিচ্ছক্তির সাহায্যেই ভগবৎস্বরূপ সর্ব্বদা স্বীয় অন্তরঙ্গ-লীলা নির্ব্বাহ করেন বলিয়া ইহাকে স্বরূপ-শক্তি বলে। এই স্বরূপস্থিতা শক্তি চেতনাময়ী বলিয়া ইহার বোধশক্তি (কিছু বুঝিবার শক্তি) আছে; বোধশক্তি আছে বলিয়া এই শক্তি ভগবৎ-স্বরূপের অন্তরের অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিলেও বুঝিতে পারে এবং তদনুরূপ সেবাদি দ্বারা ভগবৎস্বরূপের আনন্দ উৎপাদন করিতে পারে। এই শক্তিই ভগবৎস্বরূপের মধ্যে থাকিয়া ভগবৎস্বরূপের স্বরূপানন্দ অনুভব করায়, বাহিরে

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা—জগত-কারণ। | তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তচিত্তে প্রকটিত হইয়া ভগবৎপ্রীতিরূপে ভগবৎস্বরূপের পরমাস্বাদ্য স্বরূপশক্ত্যানন্দের হেতু হয় এবং ভগবৎ-চিত্তে এই স্বরূপশক্ত্যানন্দ অনুভব করাইয়া ভগবান্‌কেও চমৎকৃত করে। এই সমস্ত কারণে চিচ্ছক্তিকে অন্তরঙ্গাশক্তি বলে।

তাঁহার বৈভবানন্ত—এই চিচ্ছক্তির বৈভব (বিভূতি) অনন্ত; চিচ্ছক্তির মাহাত্ম্য অপরিসীম। ইহা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি; শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে তিনটী বিভেদ আছে—সৎ (সত্ত্বা), চিৎ (জ্ঞান) এবং আনন্দ; সুতরাং স্বরূপশক্তিরও তিনটী বিভেদ আছে—সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী। "সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব স্বরূপ-শক্তি হয় তিনরূপ॥ ২।৮।১১৮॥" সৎ-অংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম সন্ধিনী; সন্ধিনী শক্তি দ্বারা ভগবান্ নিজের সত্ত্বা রক্ষা করেন। চিৎ-অংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম সংবিৎ; সংবিৎ-শক্তিদ্বারা ভগবান্ নিজে জানেন, অপরকেও জানান। আর আনন্দাংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম হ্লাদিনী; হ্লাদিনী-শক্তি দ্বারা ভগবান্ নিজে আনন্দ অনুভব করেন, ভক্তাদিকেও আনন্দ অনুভব করান। "আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সংবিৎ—যারে 'জ্ঞান' করি মানি॥ ২।৮।১১৯॥" এই তিনটী শক্তির মধ্যে সন্ধিনীর গুণ সংবিতে, সংবিতের গুণ হ্লাদিনীতে বর্ত্তমান; সুতরাং চিচ্ছক্তির এই তিনটী বিভেদের মধ্যে হ্লাদিনীই গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা (১।৪।৫৫)। এই তিনটী শক্তির বিলাস বা পরিণতিও অনন্ত। হ্লাদিনীর একটী পরিণতির নাম প্রেম; প্রেমের চরম-পরিণতি মহাভাব; শ্রীরাধা এই মহাভাব-স্বরূপা; অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণ এবং বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাগণও হ্লাদিনীস্বরূপা। বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান সংবিতের পরিণতি। কৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞান সংবিতের সার অংশ; ব্রহ্মজ্ঞানাদি ইহার অন্তর্ভুক্ত। "কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥১।৪।৫৮॥" সন্ধিনীশক্তির সার অংশের নাম শুদ্ধসত্ত্ব; সমস্ত ভগবদ্ধাম, ভগবদ্ধামস্থ ভগবানের শ্রীমন্দির, শয্যা, আসনাদি এবং নরলীল-ভগবৎ-স্বরূপের পিতা মাতা প্রভৃতি পরিকরবর্গ—এই সমস্তই সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি। অন্যান্য লীলোপকরণাদিও স্বরূপশক্তি হইতেই উদ্ভূত। "সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম। ভগবানের সত্ত্বা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥ মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর। এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥ ১।৪।৫৬-৫৭॥" এইরূপে **বৈকুণ্ঠাদি** সমস্ত **ভগবদ্ধাম,** সমস্ত ভগবৎ-পরিকর, সমস্ত লীলোপকরণাদি চিচ্ছক্তিরই বিভূতি। শক্তিমান্‌ই শক্তির আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই এই সমস্তেরই আশ্রয়।

অথবা, **তাহার বৈভবানন্ত**—অনন্ত বৈকুণ্ঠাদিধাম চিচ্ছক্তিরই বৈভব। ভগবানের অনন্তস্বরূপ; প্রত্যেক স্বরূপের ধামকে বৈকুণ্ঠ বলে; সুতরাং বৈকুণ্ঠও সংখ্যায় অনন্ত; এই সকল অসংখ্য ভগবদ্ধামও চিচ্ছক্তির বৈভব।

৮৫। এই পয়ারে মায়াশক্তির পরিচয় দিতেছেন।

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি—মায়া ভগবানের শক্তি হইলেও ইহা ভগবৎস্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না; ভগবৎ-স্বরূপের নিত্যলীলা-স্থলের বাহিরেই জড়-মায়াশক্তির অবস্থিতি। আলোক এবং অন্ধকার যেমন একই স্থানে থাকিতে পারেনা, অন্ধকার যেমন আলোকের বহির্ভাগেই অবস্থান করে, তদ্রূপ ভগবান্ এবং মায়াও একস্থানে থাকিতে পারেনা; ভগবৎ-স্বরূপের লীলাস্থানের বহির্দ্দেশেই মায়ার অবস্থিতি। "কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥ ২।২২।২১॥" বাস্তবিক, মায়া যেন ভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে লজ্জাই অনুভব করে। "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। শ্রীভা ২।৫।১৩॥" মায়া জড়শক্তি বলিয়া চিদেকরূপ শ্রীভগবান্ হইতে সর্ব্বদা দূরেই অবস্থান করে; এজন্য ইহাকে বহিরঙ্গা শক্তি বলে; বহির্ভাগেই থাকে অঙ্গ যাহার, তাহার নাম বহিরঙ্গা শক্তি। কারণার্ণবের এক দিকে চিন্ময় ভগবদ্ধাম, অপর দিকে জড়মায়ার স্থান; সুতরাং মায়া সর্ব্বদাই ভগবদ্ধাম ও ভগবৎস্বরূপ হইতে বহির্ভাগে থাকে; এজন্য ইহা বহিরঙ্গা। ভগবানের স্বরূপানুবন্ধিনী লীলাতেও মায়ার কোনও স্থান নাই। এমন কি, ভগবৎস্বরূপ যখন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও মায়ার সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ থাকে না। প্রশ্ন হইতে পারে, মায়া যদি ভগবৎ-শক্তিই হয়, তবে ভগবানের সহিত তাহার সংযোগ কিরূপে না থাকিবে? শক্তি ও শক্তিমানের

জীবশক্তি তটস্থাখ্য—নাহি যার অন্ত। মুখ্য তিন শক্তি—তার বিভেদ অনন্ত ॥ ৮৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সংযোগই চিরপ্রসিদ্ধ। ইহার উত্তর এই যে, ভগবানের স্বরূপ শক্তির অচিন্ত্য প্রভাবে মায়া তাঁহার শক্তি হইলেও ভগবানের সহিত মায়ার কোনওরূপ সংযোগ-সম্ভাবনা নাই। ১।২।১১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, শক্তি ও শক্তিমানের সংযোগই চিরপ্রসিদ্ধ; মায়ার সহিত যখন ভগবানের কোনওরূপ সংযোগই দেখা যায় না, তখন মায়া যে ভগবৎ-শক্তি, তাহার প্রমাণ কি? শ্রীভগবানের বাক্যই মায়ার ভগবৎ-শক্তিত্বের প্রমাণ; গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন যে, মায়া তাঁহার শক্তি; "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। ৭।১৪॥" এই বাক্যে গুণময়ী মায়াকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "আমার মায়া।" শ্রীমদ্‌ভাগবতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥ ২।৯।৩৩॥" আরও প্রমাণ এই যে, সৃষ্টি-প্রকরণ হইতে জানা যায়, ঈশ্বরের শক্তি-প্রভাবেই মায়া তাহার কার্য্য—সৃষ্টি কার্য্য—নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; ইহাতেও বুঝা যায়, মায়া ঈশ্বরাশ্রিতা শক্তি, সুতরাং ঈশ্বরেরই শক্তি।

মায়ার লক্ষণ প্রথম পরিচ্ছেদের ২৪শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। মায়ার দুইটী বৃত্তি—গুণমায়া ও জীবমায়া। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যরূপা প্রকৃতিকে গুণমায়া বলে। এই গুণমায়াই মহত্তত্ত্বাদির উপাদানভূতা। আর মায়ার যে বৃত্তি বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপকে আবৃত করিয়া মায়িক বস্তুতে জীবের "আমি আমার"-জ্ঞান জন্মায়, তাহাকে বলে জীবমায়া। জীবমায়ার দুই রকম শক্তি, আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা; যে শক্তি দ্বারা জীবমায়া বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপকে আবৃত করে, তাহাকে বলে আবরণাত্মিকা শক্তি। আর যে শক্তি দ্বারা জীবমায়া মায়িক বস্তুতে বহির্ম্মুখ জীবের অভিনিবেশ জন্মায়, তাহাকে বলে বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি। এই জীবমায়াই গুণমায়াকে উদ্‌গিরিত করে, কখনও কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে নানা-আকারে পরিণমিত করে। প্রাকৃত প্রপঞ্চের মুখ্য নিমিত্ত-কারণ এবং মুখ্য উপাদান-কারণ ঈশ্বর হইলেও মায়াই গৌণ-নিমিত্ত কারণ এবং গৌণ উপাদান-কারণ। গুণমায়া বিশ্বের গৌণ উপাদান-কারণ এবং জীবমায়া বিশ্বের গৌণ নিমিত্ত-কারণ। মায়া জড়া শক্তি বলিয়া নিজে অচেতনা, সুতরাং তাহার স্বতঃ ক্রিয়াশক্তি নাই। কিন্তু ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া এই অচেতনা মায়াই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকে। "অচেতনাপি চৈতন্যযোগেন পরমাত্মনঃ। অকরোদ্বিশ্বমখিলমনিত্যং নাটকাকৃতিম্ ॥ শ্রী-ভা, ২।৯।৩৩। ক্রমসন্দর্ভধৃত আয়ুর্ব্বেদ-বচন॥" চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের শক্তিতেই জীবমায়া জীবকে মোহিত করিতে সমর্থা হয় এবং ঈশ্বরের শক্তিতেই গুণমায়াও পরিণামযোগ্যতা লাভ করে। আদির পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

জগত-কারণ—মায়া জগতের কারণ। কারণ দুই রকমের—নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। যে ব্যক্তি কোনও বস্তু প্রস্তুত করে, তাহাকে বলে ঐ বস্তুর নিমিত্ত কারণ; আর যে দ্রব্যদ্বারা ঐ বস্তুটী প্রস্তুত হয়, তাহাকে বলে ঐ বস্তুর উপাদান কারণ। যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকা দ্বারা ঘট তৈয়ার করে; এস্থলে কুম্ভকার হইল ঘটের নিমিত্ত কারণ, আর মৃত্তিকা হইল ঘটের উপাদান-কারণ। মায়াও বিশ্বের কারণ—গুণমায়া উপাদান-কারণ এবং জীবমায়া নিমিত্ত-কারণ (মায়া বিশ্বের গৌণ কারণ মাত্র, মুখ্য কারণ নহে; বিশেষ বিচার পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, ঈশ্বরের শক্তিতে মায়া হইতেই অনন্ত কোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি; সুতরাং অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মায়ারই বৈভব। তাই বলা হইয়াছে—তাহার **বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ**—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ তাহার (মায়ার) বৈভব।

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বৈভব; বহিরঙ্গা মায়াশক্তি আবার শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রিত; সুতরাং মায়াশক্তির বৈভবরূপ ব্রহ্মাণ্ডসমূহও শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রিত, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের আশ্রয়; এই পয়ার হইতে ইহাই ব্যঞ্জিত হইল।

৮৬। এক্ষণে জীব-শক্তির পরিচয় দিতেছেন।

এমত স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি। সভার আশ্রয় কৃষ্ণ—কৃষ্ণে সভার স্থিতি ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জীব-শক্তি—অনন্তকোটি জীব ভগবানের যে শক্তির বৈভব, তাহাকে বলে জীব-শক্তি। জীব যে ভগবৎশক্তি-বিশেষ, তাহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৬।৭।৬১ ॥—বিষ্ণুর শক্তিত্রয়ের মধ্যে চিৎস্বরূপা পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা জীবশক্তি এবং অবিদ্যাখ্যা মায়া শক্তি।" গীতায়ও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৭।৫ ॥ হে মহাবাহো পার্থ! এই অপরা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অপর একটী আমার শ্রেষ্ঠা জীবভূতা প্রকৃতি (শক্তি) আছে।" গীতা-বাক্যানুসারে দেখা যাইতেছে, জীব ঈশ্বরের প্রকৃতি-বিশেষ; প্রকৃতি-বিশেষ বলিয়াই জীবকে ঈশ্বরের শক্তি বলা হয়। "প্রকৃতি-বিশেষত্বেন তস্য শক্তিত্বম্। পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৩৭ ॥" শক্তিত্বের আরও একটী হেতু এই। ঈশ্বর সূর্য্যস্থানীয়, জীব তাঁহার রশ্মিপরমাণুস্থানীয়। "একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥ বি, পুঃ ১।২২।৫৪ ॥" জীব ঈশ্বরের রশ্মিস্থানীয় বলিয়া নিত্যই ঈশ্বরের আশ্রিত এবং ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন জীবের বিকাশ, আর ঈশ্বর যখন সৃষ্টিলীলা সংবরণ করেন, তখন জীবেরও বিকাশের লোপ হয়। এই কারণে জীব ঈশ্বরের শক্তিস্থানীয়। জীবশক্তি চেতনাময়ী। "জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণ শ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। পরমাত্মসন্দর্ভধৃত শ্রীজামাতৃবচন। ১৯॥" সুতরাং ইহা বহিরঙ্গা জড়া মায়াশক্তি নহে, মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তাও নহে; "ন জড়ো ন বিকারী। পরমাত্ম সন্দর্ভঃ। ১৯॥" আবার সূর্য্যরশ্মি যেমন সূর্য্যের অভ্যন্তরে থাকে না, তদ্রূপ ভগবানের—রশ্মিপরমাণুস্থানীয় জীবশক্তিও, স্বরূপশক্তির ন্যায় ভগবানের স্বরূপের মধ্যে থাকে না; সুতরাং জীবশক্তি স্বরূপ-শক্তি নহে, স্বরূপ-শক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে। "ন বিদ্যতে বহির্ব্বহিরঙ্গমায়াশক্ত্যা অন্তরেণান্তরঙ্গচিচ্ছক্ত্যা চ সম্যগ্ বরণং সর্ব্বথা স্বীয়ত্বেন স্বীকারো যস্য তম্—শ্রীভা, ১০।৮৭।২০।—শ্লোকের টীকায় অবহিরন্তরসম্বরণম্ শব্দের ব্যাখ্যায় চক্রবর্ত্তিপাদ।" এইরূপে, বহিরঙ্গামায়াশক্তির মধ্যে এবং অন্তরঙ্গাচিচ্ছক্তির মধ্যেও স্বীয়ত্বরূপে স্বীকৃত নহে বলিয়া জীব-শক্তিকে **তটস্থা শক্তিও** বলা হয়। "অথ তটস্থত্বঞ্চ * * * উভবকোটাবপ্রবিষ্টত্বাদেব। পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৩৯॥" তটশব্দে নদী বা সমুদ্রের জলসংলগ্ন অংশকে বুঝায়। এই তট যেমন নদী বা সমুদ্রের অন্তর্ভুক্ত নহে, তটের অদূরবর্ত্তী তীরভূমির অন্তর্ভুক্তও নহে; তদ্রূপ জীবশক্তিও স্বরূপ-শক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে, মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে। তাই জীব-শক্তিকে তটস্থা শক্তি বলা হয়।

তটস্থাখ্য—তটস্থা আখ্যা (নাম) যাহার; যাহার একটী নাম তটস্থা শক্তি, সেই জীবশক্তি। **নাহি যার অন্ত**—যাহার অন্ত নাই; অনন্ত; অসংখ্য। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি জীব তটস্থা জীব-শক্তিরই অংশ। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ব্যতীত, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামেও সাধনসিদ্ধ এবং গরুড়াদি নিত্যসিদ্ধ জীব আছেন; তাঁহারাও তটস্থা-শক্তিরই অংশ, কেবল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র।

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি জীব এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের সাধন-সিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ জীবগণ সকলেই ভগবানের জীবাখ্যা তটস্থা শক্তির বৈভব; এবং জীবশক্তি শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণই তাহাদেরও আশ্রয়—ইহাই এই পয়ারার্দ্ধ হইতে ব্যঞ্জিত হইতেছে।

মুখ্য তিনশক্তি—অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি, এই তিনটীই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যাশক্তি। "কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম ॥২।৮।১১৬॥" এই তিন মুখ্যা শক্তির মধ্যে আবার অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। "অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ, তটস্থা কহি যারে। অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি—সভার উপরে ॥২।৮।১১৭॥ আবার ইতিপূর্ব্বে ৮৪শ পয়ারের ব্যাখ্যায় দেখান হইয়াছে যে, চিচ্ছক্তির বৃত্তিসমূহের মধ্যে হ্লাদিনীই শ্রেষ্ঠা; সুতরাং হ্লাদিনীই সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী। ১।৪।৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তার বিভেদ অনন্ত—এই তিন মুখ্যাশক্তির আবার অসংখ্য প্রকারের ভেদ আছে।

৮৭। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-সমূহের ও শক্তিত্রয়ের পরিচয় দিয়া এক্ষণে উপসংহার করিতেছেন।

যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেই পুরুষাদি সভার কৃষ্ণ মূলাশ্রয়॥ ৮৮

'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ'—কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
'পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সভার—ভগবৎস্বরূপ-সমূহের ও শক্তিত্রয়ের এবং শক্তিত্রয়ের সমস্ত বৈভবের। **আশ্রয়**—উৎপত্তির হেতু, মূল নিদান। **"এ নবের উৎপত্তিহেতু, সেই আশ্রয়ার্থ।১।৩।৭৭॥" স্থিতি**—অবস্থিতি।

সমস্ত ভগবৎস্বরূপ, সমস্ত শক্তি এবং সমস্ত শক্তি-বৈভবের মূল উৎপত্তিহেতু হইলেন শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীকৃষ্ণ হইতেই তাঁহাদের প্রকাশ এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত হইবার পরেও শ্রীকৃষ্ণেই তাঁহারা অবস্থিত। সুতরাং শ্রীনারায়ণের মূলও শ্রীকৃষ্ণ; (যেহেতু, নারায়ণও একতম ভগবৎ-স্বরূপ) এবং শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণের আশ্রয়; অতএব সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপাদির আশ্রয়ই যে শ্রীকৃষ্ণ, এই জ্ঞান যাহার আছে, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার, এইরূপ অজ্ঞান তাহার থাকিতে পারে না।

৮৮। প্রশ্ন হইতে পারে—"পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস। নিশ্বাস-সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ॥ পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে। শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-অন্তরে। * * * পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে॥ ১।৫।৬০—৬২॥" "মহাসঙ্কর্ষণ সব জীবের আশ্রয়॥ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য অপার। তুরীয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম॥১।৫।৩৮, ৪০, ৪১॥"—ইত্যাদি প্রমাণে দেখা যায়, পুরুষই ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবের আশ্রয়। এমতাবস্থায় পূর্ব্ব-পয়ারে যে বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণই "সভার আশ্রয়", ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন,—পুরুষাদি যে ব্রহ্মাণ্ডাদির আশ্রয়, তাহা সত্যই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরুষাদিরও আশ্রয়; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডাদির আশ্রয়ের আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই সকলের মূল আশ্রয়। যেমন, কোনও ঘরের মধ্যে যদি দুগ্ধপূর্ণ ভাণ্ড থাকে, তাহা হইলে যেমন দুগ্ধের আশ্রয় হইল ভাণ্ড, আবার ভাণ্ডের আশ্রয় হইল ঘর, সুতরাং ঘরই হইল দুগ্ধের মূল আশ্রয়; তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডাদির আশ্রয় যে পুরুষ, সেই পুরুষের আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই হইলেন মূল আশ্রয়।

পুরুষ—কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ। ইঁহারা বিশ্বের সৃষ্টি ও পালন করেন বলিয়া বিশ্বের আশ্রয়। **পুরুষাদি-সভার**—পুরুষগণের এবং পুরুষ হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবগণের। **মূল-আশ্রয়**—সকলের আদি আশ্রয়; যাহার নিজের আর অন্য কোনও আশ্রয় নাই।

৮৯। এক্ষণে শেষ উপসংহার করিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্, শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর; ইহাই সমস্ত শাস্ত্রদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

স্বয়ং ভগবান্—যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের ভগবত্তা। **সর্ব্বাশ্রয়**—সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের, সমস্ত শক্তির, সমস্ত শক্তি-বৈভবের অর্থাৎ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের, প্রাকৃত জীব সমূহের, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের এবং তত্তদ্ধামস্থিত পরিকরাদির ও লীলোপকরণ-দ্রব্যাদির সমস্তেরই উৎপত্তির ও স্থিতির হেতু। **পরম ঈশ্বর**—অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ-সমূহেরও ঈশ্বর, যাঁর ঈশ্বর বা প্রভু আর কেহ নাই। **ঈশ্বর**—কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ। যিনি করিতে সমর্থ, না করিতেও সমর্থ এবং একরূপ করিয়া তাহাকে আবার অন্যরূপ করিতেও সমর্থ, তাঁহাকে ঈশ্বর বলে।

স্বয়ংভগবানাদি শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া অন্য কেহ তাঁহার ভগবত্তার মূল নহেন; তিনিই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের মূল, সুতরাং শ্রীনারায়ণেরও মূল। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া শ্রীনারায়ণেরও আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর বলিয়া শ্রীনারায়ণেরও ঈশ্বর। সুতরাং নারায়ণ কৃষ্ণের অবতারী নহেন; পরন্তু কৃষ্ণই নারায়ণের অবতারী।

"যদদ্বৈতং"-শ্লোকের অর্থপ্রসঙ্গে "ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ য ইহ ভগবান্" বাক্যের অর্থ করিতে যাইয়া ৪৭শ পয়ারে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম নারায়ণ। তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস এই তত্ত্ব-নিরূপণ॥" এই ব্রহ্মোক্তি সম্বন্ধে নানাবিধ আপত্তি খণ্ডনপূর্ব্বক গ্রন্থকার যে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই এই পয়ারে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই পয়ার হইতে ব্যঞ্জিত হইল যে ভগবান্ নারায়ণের ন্যায় ব্রহ্ম এবং আত্মার মূল আশ্রয়ও শ্রীকৃষ্ণই।

এই পয়ারের প্রমাণ-স্বরূপ নিম্নে ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ঈশ্বরঃ পরম ইতি। কৃষির্ভূ ইতি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি। যস্মাদেব তাদৃক্ কৃষ্ণশব্দো বাচ্যঃ তস্মাদীশ্বরঃ সর্ব্বাবশয়িতা তদিদমুপলক্ষিতম্; বৃহদ্‌গোতমীয়ে শ্রীকৃষ্ণস্যৈবার্থান্তরেণ। অথবা কর্ষয়েৎ সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। কালরূপেণ ভগবাং স্তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্যত ইতি। কলয়তি নিয়ময়তি সর্ব্বমিতি কালশব্দার্থঃ। যস্মাদেব তাদৃগীশ্বরস্তস্মাৎ পরমঃ-পরা সর্ব্বোৎকৃষ্টা মা লক্ষ্মীঃ শক্তয়ো যস্মিন্। তদুক্তং শ্রীভাগবতে। রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুত ইতি, নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতে ইত্যাদি, তত্রাতিশুশুভে তাভি র্ভগবান্ দেবকীসুত ইতি চ। তথৈবাগ্রে। শ্রিয়ঃ কান্তা কান্তঃ পরমপুরুষ ইতি। তাপন্যাঞ্চ। কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতমিতি। যস্মাদেব তাদৃক্ পরমস্তস্মাদাদিশ্চ তদুক্তং শ্রীদশমে। শ্রুত্বা জিতং জরাসন্ধমিতি। টীকাচ স্বামিপাদানাং আদৌ হরিঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যেষা। একাদশেতু। পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি ইতি। নচৈতদাদিত্বং তস্যাভাবাপেক্ষং কিন্ত্বনাদির্ন বিদ্যতে আদির্যস্য তাদৃশম্। তাপন্যাঞ্চ একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ইত্যুক্ত্যা নিত্যোনিত্যানামিতি। যস্মাদেব তাদৃশতয়াদি স্তস্মাৎ সর্ব্বকারণকারণং সর্ব্বকারণং মহৎস্রষ্টা পুরুষস্তস্যাপি কারণম্। তথা চ শ্রীদশমে যস্যাংশাংশাংশভাগেনেতি টীকাচ। যস্যাংশঃ পুরুষঃ তস্যাংশো মায়া তস্যাংশাগুণাঃ তেষাং ভাগেন পরমাণুমাত্রলেশেন বিশ্বোৎপত্ত্যাদয়ো ভবন্তি। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইতি সচ্চিদানন্দলক্ষণো যো বিগ্রহ স্তদ্রূপ ইত্যর্থঃ। তাপনীয়হয়শীর্ষয়োঃ। সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণ ইতি। ব্রহ্মাণ্ডে। নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইতি। তদেবমস্য তথালক্ষণ-শ্রীকৃষ্ণরূপত্বে সিদ্ধে চোভয়লীলাভিনিবিষ্টত্বেন কচিৎ বৃষ্ণিত্বং কচিদ্‌গোবিন্দত্বঞ্চ দৃশ্যতে। যথা দ্বাদশে শ্রীসূতঃ। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য। গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীত তীর্থশ্রব শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্ ইতি। চিন্তামণিরিত্যাদি। গোবিন্দমাদিপুরুষমিত্যাদি। দশমে গোবিন্দাভিষেকারম্ভে সুরভীবাক্যম্। ত্বং ন ইন্দ্র জগৎপতে ইতি। অস্তু তাবৎ পরমগোলোকাবতীর্ণানাং তাসাং গবেন্দ্রত্বমিতি। তাপনীষু চ ব্রহ্মণা তদীয়মেব স্বেনারাধনং প্রকাশিতম্। গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যাদি ॥ দিক্‌প্রদর্শিনী ॥১৭॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১৭। অন্বয়। কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পরমঃ (পরম) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর), সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ (সচ্চিদানন্দবিগ্রহ), অনাদিঃ (অনাদি) আদিঃ (সকলের আদি) গোবিন্দঃ (গোবিন্দ) সর্ব্বকারণকারণং (সমস্ত কারণের কারণ)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, কিন্তু সকলের আদি, গোবিন্দ এবং সমস্ত কারণের কারণ। ১৭।

কৃষ্ণ—স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত বস্তুকে, সমস্ত ভগবৎস্বরূপকে, সমস্ত শক্তিবর্গকে, এমন কি নিজেকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ যিনি, সেই আনন্দবিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণ। **পরম ঈশ্বর**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর, ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর; সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেরই ঈশ্বরত্ব আছে; সুতরাং সমস্ত ভগবৎস্বরূপই ঈশ্বর; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদেরও ঈশ্বর বা প্রভু, তাই শ্রীকৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর। **কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ**—যাহা কিছু করিতে, না করিতে, কিম্বা অন্যথা করিতে সমর্থ যিনি, তিনিই ঈশ্বর। সমস্ত ভগবৎস্বরূপই ঈশ্বর হইলেও তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব শ্রীকৃষ্ণ হইতেই প্রাপ্ত; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত ঈশ্বরত্বের মূল, তাই তিনি পরম ঈশ্বর। অথবা, পরা (শ্রেষ্ঠা) মা (শক্তি) আছে যাঁহাতে, তিনি পরম; নিখিল-শক্তিবর্গের অধিষ্ঠান শ্রীকৃষ্ণ, তাই শ্রীকৃষ্ণ পরম; অথবা নিখিল-শক্তিবর্গের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধা নিত্যই যাঁহাতে বা যাঁহার সঙ্গে আছেন, তিনি পরম—শ্রীকৃষ্ণ। ভগবৎস্বরূপরূপ ঈশ্বরগণের সকলেরই শক্তি আছে; কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট শক্তি আছে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর। **সচ্চিদা-নন্দ-বিগ্রহ**—সৎ, চিৎ এবং আনন্দময় বিগ্রহ (দেহ) যাঁহার, তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; স্বয়ং ভগবান্ নরবপু, দ্বিভুজ; তাঁহার দেহ আছে; কিন্তু দেহ থাকিলেও তাঁহার দেহ, প্রাকৃত জীবের দেহের ন্যায় পাঞ্চভৌতিক নহে, প্রাকৃত রক্ত-মাংসাদিতে গঠিত নহে; ঘনীভূত আনন্দই তাঁহার দেহ; এই আনন্দও মায়িক আনন্দ নহে, পরন্তু চিন্ময় (স্বপ্রকাশ-অপ্রাকৃত)

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভাল মতে। তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আনন্দ; তাঁহার দেহ চিদানন্দ-ঘন। সৎ-শব্দে সত্ত্বা বুঝাইতেছে; তাঁহার দেহ সৎ অর্থাৎ নিত্য-সত্ত্বাযুক্ত, কখনও এই দেহের ধ্বংস হয় না; এই দেহের সত্ত্বার অভাবও কখনও ছিল না, অর্থাৎ ইহা জন্য-পদার্থ নহে—ইহা নিত্য সদ্ বস্তু; "নিত্যোনিত্যানাং" গোঃ তাঃ ৬।২২॥ শ্রীকৃষ্ণের দেহ নিত্য এবং চিদানন্দময়। তাঁহার দেহ চিদানন্দময় বলিয়া, জীবের ন্যায় তাঁহাতে দেহ-দেহি-ভেদও নাই। জীবের দেহ প্রাকৃত জড় বস্তু, কিন্তু দেহী জীব চিৎকণ বস্তু; তাই জীবের দেহ ও দেহী দুইটী ভিন্ন জাতীয় বস্তু, এজন্য জীবে দেহ-দেহি-ভেদ আছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দেহ যেমন চিদানন্দময়, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি চিদানন্দময়; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণে দেহ-দেহি-ভেদ নাই। জীবে, চিৎকণবস্তু দেহীর শক্তিতে জীবের ইন্দ্রিয়াদি শক্তিমান্; দেহ ও দেহী ভিন্ন জাতীয় বলিয়া এবং ইন্দ্রিয়াদির উপাদানসন্নিবেশও বিভিন্ন বলিয়া দেহীর শক্তি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়; এজন্য জীবের এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে না—চক্ষু শুনিতে পায় না। কিন্তু চিদানন্দ-ঘন বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে দেহ-দেহি-ভেদ নাই বলিয়া, তাঁহার বিগ্রহের সর্ব্বত্রই একই আনন্দঘন বস্তু একই ভাবে বিদ্যমান আছে বলিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়-সমূহের স্বরূপতঃ শক্তি-পার্থক্য নাই—তাঁহার যে কোন ইন্দ্রিয়ই যে কোন ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে; অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তীতি।—ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩২॥" আনন্দ বস্তু বিভু—"ভূমৈব সুখম্"। সুতরাং আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ-দেহও বিভু—সর্ব্বব্যাপক বস্তু; পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়াও শ্রীকৃষ্ণদেহ বিভু—সর্ব্বব্যাপক; শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব। নরবপুতেই তিনি বিভু—মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলায়, দাম-বন্ধন-লীলায় এবং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সমক্ষে দ্বারকামাহাত্ম্যপ্রকটনে তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তিনি অণু হইতেও ক্ষুদ্র হইতে পারেন, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎও হইতে পারেন (অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। কঠোপনিষৎ ১।২।২০॥); কিন্তু যখন তিনি অণু হয়েন, তখনও তিনি বিভু; বিভুত্ব তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম; যেহেতু তিনি আনন্দ-স্বরূপ, ব্রহ্ম। **অনাদি**—আদি নাই যাঁহার। শ্রীকৃষ্ণের আদি কিছু নাই; তিনি স্বয়ংসিদ্ধ এবং অনাদিকাল হইতেই নিত্য বিরাজিত। তিনি অনাদি বলিয়া কাহারও অংশ বা কাহারও অবতার নহেন। **আদি**—শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই আদি; যত ভগবৎস্বরূপ বা ভগবদ্ধাম আছেন, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে আবির্ভূত; অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডও শ্রীকৃষ্ণ হইতেই উদ্ভূত; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই—নারায়ণাদিরও—আদি। সকলের আদি বলিয়া তিনি **সর্ব্বকারণ-কারণ**—সাক্ষাদ্ ভাবে পুরুষাদি হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব; সুতরাং পুরুষাদিই জগতের কারণ; শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরুষাদিরও কারণ; সুতরাং তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ। **গোবিন্দ**—গো-অর্থ গরু বা পৃথিবী; আর বিন্দ্-ধাতুর অর্থ পালন। গো-পালন করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে গোবিন্দ বলে। আর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও পালনের কর্ত্তা বলিয়াও তিনি গোবিন্দ। গো-অর্থ ইন্দ্রিয়ও হয়; শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলিয়াও তিনি গোবিন্দ—হৃষীকেশ। অথবা তাঁহার অন্তরঙ্গ-পরিকর-বর্গের ইন্দ্রিয়সমূহকে তাহাদের স্ব স্ব বিষয়ে আনন্দদ্বারা পালন বা পোষণ করেন বলিয়াও তিনি গোবিন্দ।

৯০। বৈষ্ণবের সঙ্গে কোনওরূপ ব্যবহারেই কেহ কষ্ট পায়েন না; বৈষ্ণব কাহারও মনেই কষ্ট দেন না। কবিরাজ-গোস্বামীর সিদ্ধান্তে তাঁহার প্রতিপক্ষ পরাজিত হইয়াছেন; তাহাতে তাঁহার মনঃকষ্ট আশঙ্কা করিয়া কবিরাজ-গোস্বামী প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন "আমি যে সব সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিলাম, তাহা তুমি বেশ ভালরূপেই জান; কেবল আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই তুমি পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছ।" এই বাক্যে প্রতিপক্ষ মনে করিবেন "আমি যে অজ্ঞ নহি, ইহা কবিরাজের বিশ্বাস, সুতরাং পরাজিত হইয়াছি বলিয়া অপমান বোধ করার হেতু আমার কিছুই নাই।"

এসব সিদ্ধান্ত—শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্বেশ্বর, সুতরাং নারায়ণাদিরও ঈশ্বর এবং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস ইত্যাদিরূপ সিদ্ধান্ত। **চালাইতে**—পরীক্ষা করিতে।

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥ ৯১
অতএব চৈতন্যগোসাঞি পরতত্ত্ব-সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি তাঁর মহিমা ॥ ৯২
সেহ ত ভক্তের বাক্য—নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯১। এক্ষণে "যদদ্বৈতং" শ্লোকের "ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ" অংশের অর্থ করিতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত ও ব্রহ্মসংহিতার বাক্যে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর কেহ নাই। এই পয়ারে বলিতেছেন যে, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্বও আর কেহ নাই।

সেই কৃষ্ণ—যিনি সর্ব্বাশ্রয়, যিনি সর্ব্ব কারণ-কারণ, যিনি পরম-ঈশ্বর এবং যিনি নারায়ণেরও আশ্রয় এবং সমস্ত অবতারের মূল, সেই শ্রীকৃষ্ণ। **অবতারী**—যাঁহা হইতে সমস্ত অবতার আবির্ভূত হয়েন, যিনি সমস্ত অবতারের মূল (শ্রীকৃষ্ণ)। **ব্রজেন্দ্র-কুমার**—ব্রজরাজ-নন্দন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যে ধাম, তাহার নাম ব্রজ; রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্য-রস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি, অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দমহারাজরূপে এবং মাতা শ্রীমতী যশোমতীরূপে বিরাজিত; নন্দ-মহারাজকেই ব্রজরাজ বা ব্রজেন্দ্র বলে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই ব্রজেন্দ্র-নন্দন; শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র ভগবান্ হইয়াও বাৎসল্যপ্রেমের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নন্দ-যশোদার আনুগত্য অঙ্গীকার করিয়াছেন; তাঁহার ঐশ্বর্য্যও ইহাতে মাধুর্য্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে; দ্বারকা-নাথ-স্বরূপ বা মথুরা-নাথ-স্বরূপ অপেক্ষা ব্রজেন্দ্র-নন্দনস্বরূপেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের অভিব্যক্তি এবং মাধুর্য্যের নিকট ঐশ্বর্য্যের আনুগত্য অনেক বেশী; বস্তুতঃ ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপেই মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ এবং মাধুর্য্যের নিকট ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম আনুগত্য। আবার মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার; ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপে ভগবত্তার সার মাধুর্য্যের পূর্ণতম অভিব্যক্তি বলিয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। "অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।২।২০।১৩১॥" **আপনে**—নিজে; ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ স্বয়ংই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণের অপর কোনও স্বরূপ শ্রীচৈতন্যরূপে আসেন নাই।

৯২। **অতএব**—স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ নিজেই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া। **পরতত্ত্ব-সীমা**—শ্রীচৈতন্যই পরতত্ত্বের চরম-অবধি; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। **তাঁরে**—পরতত্ত্বের সীমাস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে। **ক্ষীরোদশায়ী**—ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ। **কি তাঁর মহিমা**—শ্রীচৈতন্যকে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ বলিলে শ্রীচৈতন্যের কি মহিমাইবা (তত্ত্ব) ব্যক্ত হয়? অর্থাৎ মহিমা (তত্ত্ব) ব্যক্ত হয় না, কারণ, শ্রীচৈতন্য বস্তুতঃ ক্ষীরোদশায়ী নহেন, তিনি স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ, তিনি ক্ষীরোদশায়ীরও মূল আশ্রয়।

কেহ কেহ মনে করেন, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এই মত সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে ইহা সমীচীন মত নহে; শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপতঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই; ক্ষীরোদশায়ী হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশাংশ; সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গকে ক্ষীরোদশায়ী বলিলে শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমাই খর্ব্ব করা হয়।

৯৩। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ক্ষীরোদশায়ী বলেন, তাঁহারাও ভক্ত; কারণ, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণকে অনুভব করিয়াছেন; ভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে কোনও ভগবৎস্বরূপের অনুভব সম্ভব নহে। সুতরাং তাঁহাদের মতে শ্রীগৌরাঙ্গের যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ না পাইলেও, তাঁহাদের কথা একেবারে মিথ্যা নহে; ইহা আংশিক সত্য। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংভগবান্, তিনি স্বয়ং অবতারী; তাঁহার অবতার-কালে অন্য সমস্ত অবতারই তাঁহার সঙ্গে মিলিত হয়েন। "পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগ-মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥ সভে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ ॥১।৪।৯-১১॥" সুতরাং ক্ষীরোদশায়ী-আদি সমস্ত ভগবৎস্বরূপই শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে আছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সময় সময় বরাহ, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির আবেশসম্ভূত লীলা প্রকট করিয়া জীবকে তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের মধ্যে যে ভক্ত যখন যেস্বরূপের অনুভব লাভ

অবতারীর দেহে সব-অবতারের স্থিতি।
কেহো কোনমতে কহে, যেমন যার মতি ॥ ৯৪
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহো—নরনারায়ণ।
কেহো কহে—কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন ॥ ৯৫
কেহো কহে—কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ি-অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সভার ॥ ৯৬
কেহো কহে—পরব্যোম-নারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, যাতে অবতারী ॥ ৯৭
সবশ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি একমন ॥ ৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করেন, সেই ভগবৎস্বরূপ বলিয়াই তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের পরিচয় দিতে পারেন; সুতরাং তাঁহার অনুভূতিলব্ধ তত্ত্ব, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব না হইলেও তাঁহার অনুভূতির পক্ষে মিথ্যা নহে। ইহাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে।

সেহত—তাহাও; যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ক্ষীরোদশায়ী বলেন, তাঁহাদের কথাও। **ব্যভিচারী**—মিথ্যা। **সকল সম্ভবে তাঁতে**—শ্রীগৌরাঙ্গে সমস্ত সম্ভব, পূর্ণভগবান্ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুতে সমস্ত ভগবৎস্বরূপের অভিব্যক্তিই সম্ভব।

যাতে অবতারী—যেহেতু শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারী, স্বয়ং ভগবান্। শ্রীমন্ মহাপ্রভু অবতারী স্বয়ংভগবান বলিয়াই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাঁহার মধ্যে আছেন; সুতরাং তাঁহার মধ্যে যে কোনও ভগবৎস্বরূপের অভিব্যক্তিই সম্ভব।

৯৪। শ্রীমন্ মহাপ্রভু অবতারী বলিয়া তাঁহাতে যে সকলই সম্ভবে, তাহার হেতু দেখাইতেছেন।

অবতারীর দেহে ইত্যাদি—অবতারীর দেহের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত অবতারই অবস্থিত। (১৷৪৷৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **কেহো কোনমতে কহে** ইত্যাদি—তন্মধ্যে যে ভক্ত যে অবতারের বা যে ভগবৎস্বরূপের অনুভব লাভ করেন, তিনি সেই অবতার বলিয়াই অবতারীর পরিচয় দিতে পারেন। **মতি**—অনুভব।

৯৫-৯৭। স্ব-স্ব-অনুভূতি-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের (বা শ্রীগৌরাঙ্গের) পরিচয়, কে কিরূপভাবে দিয়া থাকেন, তাহাই বলা হইতেছে, তিন পয়ারে। কেহ বলেন, তিনি ক্ষীরোদশায়ী, কেহ বলেন, তিনি পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ ইত্যাদি। ইঁহাদের সকলের কথাই সত্য; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী বলিয়া তাঁহার মধ্যে সমস্ত ভগবৎস্বরূপই বিদ্যমান আছেন।

বামন—ইনি লীলাবতার, পঞ্চদশ অবতার। শ্রীভগবান্ বামন-রূপ প্রকটিত করিয়া স্বর্গের **পুনর্গ্রহণ-মানসে** বলির যজ্ঞে গমনপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে ত্রিপদ-ভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। "পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ। পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্ ॥—শ্রীভা, ১৷৩৷১৯॥"

নর-নারায়ণ—নর ও নারায়ণ; ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তির গর্ভে ইঁহাদের আবির্ভাব; ইঁহারা দুশ্চরতপস্যা করিয়াছিলেন। "তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নর-নারায়ণাবৃষী। ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্ দুশ্চরং তপঃ॥ শ্রীভা, ১৷৩৷৯॥" হরি ও কৃষ্ণ নামে (ইনি ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নহেন) ইঁহাদের দুই সহোদর আছেন। ইঁহারা চারি সহোদরে মিলিয়া চতুঃসনের ন্যায় একটী অবতার—লীলাবতার। "শাস্ত্রেঽন্যৌ হরিকৃষ্ণাখ্যাবনয়োঃ সোদরৌ স্মৃতৌ। এভিরেকোঽবতারঃ স্যাৎ চতুর্ভিঃ সনকাদিবৎ॥ ল, ভা, লীলাবতার-প্রকরণ ।১৪॥" **ক্ষীরোদশায়ী-অবতার**—ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের অবতার। **অসম্ভব নহে**—শ্রীকৃষ্ণে নর-নারায়ণ, বামন ও ক্ষীরোদশায়ী-আদির অনুভব অসম্ভব নহে। **সত্য** ইত্যাদি—সকলের উক্তিই সত্য; কারণ, তাঁহারা তাঁহাদের অনুভূতির কথাই বলিয়াছেন, মিথ্যা বলেন নাই। **পরব্যোম-নারায়ণ**—কেহ কেহ বলেন, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

৯৮। কবিরাজ-গোস্বামী বৈষ্ণবোচিত দৈন্যবশতঃ সমস্ত শ্রোতাদের চরণে প্রণতি জানাইয়া সিদ্ধান্ত-বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন।

শ্রোতাগণের—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের শ্রোতৃমণ্ডলীর। **করি**—আমি (গ্রন্থকার) করি। **এসব**

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥ ৯৯
চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমাজ্ঞান হৈতে ॥ ১০০
চৈতন্য-প্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে ॥ ১০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সিদ্ধান্ত—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত। **করি একমন**—মনোযোগ দিয়া; অন্য বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ পূর্ব্বক একমাত্র সিদ্ধান্ত-বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া।

৯৯। প্রশ্ন হইতে পারে, সিদ্ধান্ত-বিচার করিতে গেলেই নানারূপ তর্কের উদয় হইবে; তর্কে বুদ্ধি নষ্ট হয়; সুতরাং সিদ্ধান্ত শুনিয়া কি লাভ হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যাহাতে বুদ্ধি নষ্ট হয়, এরূপ কুতর্ক কেবল প্রতিকূল বিচার হইতেই উদ্ভূত হয়। প্রতিকূলতা ত্যাগ করিয়া অনুকূল সিদ্ধান্ত পাইবার চেষ্টা করিলে, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান জন্মিবে এবং মহিমার জ্ঞান জন্মিলেই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে চিত্তের দৃঢ়তা জন্মিবে। সুতরাং সিদ্ধান্তের কথা শুনিলেই নিরুৎসাহ হওয়ার হেতু কিছু নাই। বাস্তবিক উপাস্যের তত্ত্ব-সম্বন্ধে কোনও রূপ জ্ঞান না থাকিলে, উপাস্যে দৃঢ়-নিষ্ঠা রক্ষা করা কষ্টকর হইয়া পড়ে; কারণ, কোনও শক্তিশালী বিরুদ্ধপক্ষের বলবতী যুক্তির প্রভাবে নিজের বিশ্বাস বিচলিত হইয়া যাইতে পারে।

কেহ হয়তো বলিতে পারেন, উপাস্যে দৃঢ়নিষ্ঠা রক্ষার জন্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্ববিচার আবার লীলারসাদির আস্বাদনের প্রতিকূলতা জন্মাইতেও পারে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, নিষ্ঠার ভিত্তি যেমন তত্ত্বজ্ঞান, লীলারস আস্বাদনের ভিত্তিও তত্ত্বজ্ঞান। লীলাপুরুষোত্তম ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে লীলাকথার আলোচনাকালে লীলাসম্বন্ধে প্রাকৃত ব্যাপার বলিয়া ভ্রান্তবুদ্ধি জন্মিতে পারে। ক্ষীর আস্বাদন করিতে হইলে তাহাকে একটা পাথরের বাটীতে রাখার প্রয়োজন; নচেৎ ক্ষীরই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। লীলারস আস্বাদনের ভিত্তিই হইল সিদ্ধান্ত বা তত্ত্বজ্ঞান। তাই রসিকভক্তকুলমুকুটমণি শ্রীল শুকদেবগোস্বামিচরণও রাসলীলা বর্ণনের উপক্রমে "ভগবানপি তা বীক্ষ্য" ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন—যে লীলার কথা বলা হইতেছে, তাহা ভগবানের লীলা, প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার ক্রীড়া নহে এবং ভগবান্‌ও তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী স্বরূপশক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়াই এই লীলা সম্পাদন করিয়াছেন। রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষ শ্লোকেও এই লীলাকে "বিষ্ণু"র—সর্ব্বব্যাপক পরতত্ত্ব বস্তুর—লীলা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লীলাকথার আস্বাদনের সময়ে তত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হইলে হয়তো রসাস্বাদনের বিঘ্ন জন্মিতে পারে; কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই আস্বাদন-পিপাসুর তত্ত্বজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই তত্ত্বজ্ঞানকে লীলাতে প্রাকৃতত্ববুদ্ধি জন্মিবার বিপক্ষে রক্ষাকবচতুল্য মনে করা যায়।

অলস—নিরুৎসাহত্ব; আগ্রহের অভাব। **ইহা হৈতে**—সিদ্ধান্ত হইতে, সিদ্ধান্তের জ্ঞানদ্বারা। **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণ-বিষয়ে। **লাগে**—সংলগ্ন হয়। **সুদৃঢ়-মানস**—অবিচল নিষ্ঠা।

১০০। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব একই; শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব ও মহিমা জানা হইলেই শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব ও মহিমা জানা হইল। মহিমার জ্ঞান হইতেই শ্রীকৃষ্ণে বা শ্রীচৈতন্যে চিত্তের দৃঢ় নিষ্ঠা জন্মে।

চৈতন্য-মহিমা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহিমা। **দৃঢ় হঞা লাগে**—দৃঢ়নিষ্ঠা জন্মে।

১০১। প্রশ্ন হইতে পারে, "যদদ্বৈতং" শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের মহিমাই ব্যক্ত হইয়াছে; সেই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথা বলা হইতেছে কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীচৈতন্যের মহিমা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই বিস্তৃতভাবে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রকাশ করা প্রয়োজন; তাই শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথা বলা হইতেছে।

চৈতন্যগোসাঞির এই তত্ত্বনিরূপণ— ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১০২
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৩

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং বস্তু-নির্দ্দেশ-মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব-নিরূপণং নাম দ্বিতীয়পরিচ্ছেদঃ ॥ ২

—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০২। শ্রীচৈতন্যের মহিমা প্রকাশ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রকাশের প্রয়োজন কেন, তাহা বলিতেছেন। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাই শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা না জানিলে শ্রীচৈতন্যের মহিমা জানা যায় না; তাই—শ্রীচৈতন্যের মহিমা প্রকাশের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রকাশ প্রয়োজনীয়। (তৃতীয় চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।)